শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—

৯১০১৬৩৫৯০৪, ৭৫৭৭৮৪৫৩৭৮

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৯৯ | শিলচর ◻ শনিবার ◻ ২৫ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ১০ সফর ১৪৪৮ হিজরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

প্রশ্নফাঁস রুখতে আইন, অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : প্রশ্নফাঁস নিয়ে কঠোর আইন প্রণয়নের পথে একধাপ এগোল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার রাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাফ জানিয়েছিলেন, তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে রেহাই মিলবে না। প্রশ্নফাঁসকে ইতোমধ্যেই ‘ঘোর পাপ’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এবার সেই পাপের যোগ্য সাজা নিশ্চিত করার পথে একধাপ এগোল

এরপর ছয়ের পাতায়

এনটিএ-র ৪৭ জন আধিকারিককে একযোগে বরখাস্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্কের আবহে বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। সংস্থার ৪৭ জন আধিকারিকের পরিষেবা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে আইনগত ও ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট

এরপর ছয়ের পাতায়

কলকাতায় উত্তেজনা, পুলিশের লাঠিচার্জ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : দিল্লি, পাটনা ও মুম্বইয়ের পর এবার নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল কলকাতা। শুক্রবার ধর্মতলা ও শিয়ালদহ চত্বরে ছাত্র-যুবকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। ঘটনায় একাধিক আন্দোলনকারী পড়ুয়া আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। *এরপর ছয়ের পাতায়*

কেন্দ্র-সিজেপি বৈঠকে অচলাবস্থা, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে সিদ্ধান্ত আজ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : নিট-ইউজি ২০২৬ প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং জাতীয় পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে চলা আন্দোলনের মধ্যে শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের প্রশ্নে কোনও চূড়ান্ত সমাধান বেরিয়ে আসেনি। তবে শনিবার দুপুরের মধ্যে এ বিষয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে বৈঠক শেষে উভয় পক্ষই ইঙ্গিত দিয়েছে। দিল্লির ভিপি হাউসে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। সিজেপি-র প্রতিনিধি দলে ছিলেন মুখ্য মুখপাত্র সৌরভ দাস, জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা, প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং দীপক বালিয়ান।

বৈঠক শেষে সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সাংবাদিকদের বলেন, ‘সরকার যদি এই আন্দোলনের সমাধান চায়, তা হলে একমাত্র পথ হল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। তাঁর ইস্তফার কমে কোনও সমঝোতা হবে না। আমাদের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে।’ তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শিক্ষামন্ত্রীকে অপসারণ না করা হলে আগামী দিনে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে এবং যন্তর-মন্তরে চলমান আন্দোলনও অব্যাহত থাকবে।

সিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র

এরপর ছয়ের পাতায়

চার ঘণ্টার শাহি ‘স্ট্র্যাটেজি’তে সোনমের অনশন ভাঙায় কেন্দ্র

সোনম ওয়াংচুককে অনশন ভঙ্গ করাচ্ছেন জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং।

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ২৬ দিন। দীর্ঘ সময় ধরে সারা দেশের আলোচনায় ছিল সোনম ওয়াংচুকের অনশন। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে খাইয়ে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা। শেষ হয় তাঁর দীর্ঘ উপবাস। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কোন্ ‘স্ট্র্যাটেজি’তে সোনমের অনশন ভাঙাল কেন্দ্র? জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার চার ঘণ্টার একটি বৈঠক হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন অমিত শাহ। সেই বৈঠককেই ‘টার্নিং পয়েন্ট’ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

জানা যাচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করেন সিনিয়র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে। জিতেন্দ্র বাসভবনেই ওই বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই ঠিক হয় সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগনো হোক।

এরপর ছয়ের পাতায়

আচমকা ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : কেন্দ্রীয় রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর ইস্তফা অবিলম্বে কার্যকর করার অনুমোদন দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। *এরপর ছয়ের পাতায়*

বিদেশি শক্তি জড়িত থাকার তথ্য নেই, জানাল বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতৃত্বে দিল্লিতে চলমান আন্দোলনের সঙ্গে কোনও বিদেশি শক্তির যোগসাজশের তথ্য সরকারের কাছে নেই বলে জানিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক।

এরপর ছয়ের পাতায়

১১ লক্ষ বন্যাক্রান্ত, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসছে কেন্দ্রীয় দল

‘ক্লাউডবার্স্ট’ নয়, ৪৯৩ শতাংশ অতিবৃষ্টিতেই বিপর্যয় : হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : উজান অসমের ভয়াবহ বন্যার নেপথ্যে নাগাল্যান্ডে ‘ক্লাউডবার্স্ট’ বা মেঘভাঙা বৃষ্টি কিংবা কোনও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে জল ছাড়ার ভূমিকা নেই, বরং প্রায় ৫০০ শতাংশ অতিবৃষ্টির জেরেই এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে বলে শুক্রবার জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এদিন লোকসেবা ভবনে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের এক পর্যালোচনা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি জানান, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র তথ্য অনুযায়ী নাগাল্যান্ড বা অসমে

এরপর ছয়ের পাতায়

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দিসপুরে শুক্রবার।

বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬১

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : অসমে বন্যা পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ। শুক্রবার আরও ১৪ জনের মৃত্যু হওয়ায় চলতি বছরের বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১। রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিন চরাইদেও জেলায় সাত জন, শিবসাগরে ছয় জন এবং যোরহাটে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

এ বছরের বন্যায় এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র শিবসাগর জেলাতেই ২৭

এরপর ছয়ের পাতায়

রিল বানান, ইনস্টাগ্রামে সক্রিয় হোন! মন্ত্রীদের পরামর্শ মোদির

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : নিট কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র (সিজেপি) আন্দোলন এখন আর শুধু দিল্লিতে সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় গোটা দেশেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। সেই আন্দোলনে নানা বয়সিদের জমায়েত চোখে পড়লেও কেন্দ্রবিন্দুতে তরুণ প্রজন্ম। সেই আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের

এরপর ছয়ের পাতায়

পাহাড় লাইনে ধস, ট্রেন চলাচল ব্যাহত, শিলচর এক্সপ্রেস বাতিল

বিপ্লব দেব

হাফলং, ২৪ জুলাই : টানা ভারি বর্ষণের জেরে লামডিং-বদরপুর পাহাড় রেলপথের নিউ হারাঙ্গাজাও রেলস্টেশনের কাছে রেললাইনের নীচে বড় ধরনের ধস নামায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এই গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। পরিস্থিতির জেরে ২৪ ও ২৫

জুলাই চলাচলকারী ১৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস এবং ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস

এরপর ছয়ের পাতায়

Government of Assam
Finance Department

Dr Himanta Biswa Sarma
Chief Minister, Assam

Doorstep Banking Services

for senior citizens (70+) and Differently abled/infirm persons

- Digital Life Certificate for Pensioners
- Cash, instrument pickup & delivery
- Withdrawals
- Demand draft delivery
- Submission of KYC documents

Jeevan Pramaan
Ensuring Dignity, Transparency and Seamless Pension Delivery

Nodal Officers for Pension Disbursing Banks

Name	Bank	Contact number
Shri Ganesh Kumar Roy	Indian Overseas Bank	9871777520
Shri Satyam Kumar Thakur	Punjab National Bank	9593344467
Shri Uddipjyoti Rongkho	Punjab & Sind Bank	9853055910
Shri Ram Kumar Chettri	State Bank of India	9435481282
Shri Binod Kumar	UCO Bank	8461903247
Shri Prabir Sen	Union Bank of India	9854572269
Shri Kushal Kishore	Bank of Baroda	8100037276
Shri Sridhar Gogoi	Bandhan Bank	9678004342
Shri Durlav Taye	India Post Payment Bank	9864232376
Shri Nabarun Dey	Bank of Maharashtra	9831297876
Shri Tanmoy Kishore	Bank of India	7002060658
Shri Ajeet Kumar	Canara Bank	7099072894
Shri Dharmendra Kumar	Central Bank of India	8758543645
Shri Ripunjit Borah	HDFC	9864523604
Shri Rajat Sinha	Indian Bank	9473431027

DIPR/D/ SMK 53 25-Jul-26

In case of non-compliance, contact Nodal Officer in Finance Department
Ajit Das, Director of Accounts & Treasuries, Assam 9435086352

Published by Directorate of Information and Public Relations, Assam
Connect with us @diprassam dipr.assam.gov.in

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

ADVERTISEMENT

Applications are invited (offline/online) from Female candidates for Silchar and Kalain of Cachar district for the post of Outreach Worker (Female) for IDU Spouse/Partner High-risk groups under Targeted Intervention Project run by Deshabandhu Club, Behara Bazar, Cachar, under Assam State AIDS Control Society (ASACS), Guwahati on contractual basis. Application should reach the under signed on or before 30.07.2026 during office hours. Interview shall be held on 31.07.2026 at 10:30 AM at the address mentioned below. Candidates are directed to appear the interview with all original testimonials.

Email Id: deshabandhuclub@gmail.com (Kindly mention the post and district name on the Subject).

1. Educational qualification: - Should be at least educated up to HS standard, or Graduate with good knowledge of the local community and local language. Can Read and write and have basic knowledge on computer (MS WORD, EXCEL & Internet).
2. Preference will be given (with working experience under HIV/AIDS sector)
3. Salary:- Rs. 10,500/- (Rupees Ten thousand five hundred) per month + Travelling allowances. (as per ASACS norms).

Dr. Sanjib Sikidar, President
Deshabandhu Club, Tarapur, Shibbari Road,
near Sidhhi Bibah Bhawan (Silchar-Kalain road), Silchar.
Contact Nos. 9435372975/7896286437

Affidavit

I, No.3800882W, Hav/GD, Name - Pranab Kumar Das, of 38 Assam Rifles, C/o. 99 APO, Srikona, Cachar, Silchar, do hereby solemnly affirm on oath and declare that my mother's actual and correct name is "Niru Das" and her actual Date of Birth is 01-01-1965 as per Aadhar Card but inadvertently my mother's name has been written as per FSD " Neru Bala Das " instead of "Niru Das" for legal purposes.

That my daughter's actual and correct name is "Priyangshi Das" and her Date of Birth is 14-03-2017 as per Aadhar Card but inadvertently her name has been written as per FSD as "Priyangshi" instead of " Priyangshi Das" for all legal purposes.

That. I made an affidavit before the Notary Public at Silchar on this the 17th day of July,2026 vide Certificate No.IN- AS50332888041937Y for declaration is mainly sworn for the purpose of confirmation about the correct name of my mother and daughter and the same to be submitted to the concerned authority as and when required.

Pranab Kumar Das, Deponent

Change of Name

I, Chayna Begam (Old Name) W/o. Asadur Rahman resident of Vill. Majhargram, P.O. Eraligool, P.S. Patharkandi, Dist. Sribhumi, Assam-788723, India (Complete Address) shall henceforth be known as Saina Begum (New Name) as declared before the Notary/Magistrate Sribhumi vide affidavit No. AS51312452791893Y Dated- 22/07/2026. Chayna Begam (Old Name) and Saina Begum (New Name) both are same and identical person.

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ — সাময়িক প্রসঙ্গ

দিল্লিতে সিজেপির আন্দোলনে সমর্থন সিআরপিসির

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৪ জুলাই : শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিজেপি দিল্লির জন্তর মন্তরে যে আন্দোলন চলছে তাকে সমর্থন করল সিআরপিসি। সিআরপিসি অসমের পক্ষ থেকে শুক্রবার সেই ধরণায় উপস্থিত হয়ে সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছেন সিআরপিসির সচিব প্রধান পুরকায়স্থ। তিনি বলেন, আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচার নির্যাতন ইত্যাদি প্রতিনিয়ত চলছে। গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলনরতদের উপর পুলিশের নির্যাতন নিপীড়নের তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানায় সিআরপিসি। সিজেপির ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন তিনি।

প্যাকসকে বহুমুখী পরিষেবা কেন্দ্রে গড়ে তোলার পরিকল্পনা

কাছাড়ে কৃষি সমবায়ে নতুন উদ্যোগ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৪ জুলাই : কাছাড় জেলার প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি (প্যাকস)-গুলিকে আরও কার্যকর, স্বনির্ভর ও কৃষকবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার জেলা সমবায় উন্নয়ন কমিটির (ডিসিডিসি) এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিশনারের কার্যালয়ের নতুন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিশনার রাহুল কুমার গুপ্ত।

বৈঠকে জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজীব রায়, সহকারী কমিশনার তথা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম সঞ্চালক অরুণাভ চৌধুরী এবং জেলা উপ-সমবায় নিবন্ধক ড. নাসির উদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। ড. আহমদ বৈঠকের আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও নাবার্ড, ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এফসিআই), কৃষি, মৎস্য, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা, খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ ও ভোক্তা বিষয়ক দফতর-সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে প্যাকসগুলিকে শুধু ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে বহুমুখী কৃষিসেবা কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশ্বের বৃহত্তম শস্য সংরক্ষণ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী কিষান সমৃদ্ধি কেন্দ্র (পিএমকেএসকে), কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি), ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও) এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) প্রকল্পের সঙ্গে প্যাকসগুলিকে সংযুক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এতে কৃষকদের আরও সহজে সরকারি পরিষেবা ও আর্থিক সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলির আয়ের নতুন পথ খুলবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

জেলার দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করার বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কৃষকদের মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিবর্তে সরাসরি সমবায় সমিতিতে দুধ সরবরাহের আহ্বান জানানো হয়। এতে দুধ সংগ্রহের ব্যবস্থা আরও সুসংহত হবে এবং উৎপাদকরা প্রতি লিটার দুধে সরকারের ২৫ টাকার ভর্তুকির পূর্ণ সুবিধা লাভ করতে পারবেন বলে জানানো হয়।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা কমিশনার রাহুল কুমার গুপ্ত সমবায় ব্যবস্থাকে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি আন্তঃবিভাগীয় বকেয়া বিষয়গুলি দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি প্যাকসগুলিকে সার বিতরণ সহ অন্যান্য লাভজনক ব্যবসায়িক কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, এর ফলে সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে তারা আরও স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

বৈঠকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, সরকারি দফতর ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিবিড় সমন্বয় বজায় রেখে কৃষকদের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নগাঁও জেলায় ৬০টিরও অধিক গ্রাম বন্যার কবলে

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২৪ জুলাই : কার্বি পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের ঢলে জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করেছে। জেলার কলিয়াবর রাজস্ব সার্কেলে বন্যা পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হয়েছে যদিও সামাগুড়ি, কামপুর, নগাঁও সদর রাজস্ব সার্কেলের ৬০ টিরও অধিক গ্রাম আজও বন্যার কবলে। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের জানানো মতে কামপুর রাজস্ব সার্কেলে ২২টি, নগাঁও সদর রাজস্ব সার্কেলে ১১টি এবং সামাগুড়ি রাজস্ব সার্কেলে ১৯টি গ্রাম বন্যার কবলে আছে। জেলাটির এই তিনটি রাজস্ব সার্কেলের তিন সহস্রাধিক হেক্টর কৃষিভূমির ক্ষতিসাধন হয়েছে। প্রায় ২০,৯২৩টি পশুধন আক্রান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের একটি দলে সামাগুড়িতে একজন বানাক্রান্তকে উদ্ধার করে। এবার বন্যাতে সামাগুড়িতে লোক নির্মাণ বিভাগের চাপানালার থেকে বরচুকজার সড়ক, খানাজানের থেকে বরলল সড়ক, চাপানালার থেকে শুকানজুরি সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামাগুড়ি রাজস্ব সার্কেলের অন্তর্গত খলিহামারীর একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ক্ষতি সাধন হয়েছে। শুক্রবার নগাঁও জেলা প্রশাসনে ১,৯৮ কুইন্টাল চাল, ৩৭৮ কুইন্টাল লবণ, ১১৩৪ কুইন্টাল ডাল বিতরণ করে। সঙ্গে শিশুখাদ্য ও পশুধনের খাদ্যও বিতরণ করে। জলসম্পদ বিভাগে বিকালে জানানো তথ্য অনুসারে জেলার শিলঘাটের ব্রহ্মপুত্র নদী বিপদসীমার ১.৪৮ সেন্টিমিটার নীচে বয়ে থাকার বিপরীতে কামপুরে কপিলী নদী বিপদসীমার ৩.১২ সেন্টিমিটার নীচে বয়ে যাচ্ছে। নগাঁও শহরের কলংনদীর জলপৃষ্ঠ গতকালের তুলনায় আজ কিছু বৃদ্ধি হয়েছে। আজ নগাঁও শহরের কলং নদীর বিপদসীমার ১৬ সেন্টিমিটার নীচে রয়েছে। রহাতে কলং নদীর জল অপরিবর্তিত হয়ে আছে যদিও বিপদসীমার নীচে বয়ে যাচ্ছে। নগাঁওয়ের নৈনে নদীর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহলকে স্মারকলিপি ওষুধ ব্যবসায়ী সংস্থার

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই: রাজ্যের ওষুধ ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহলের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দিয়েছে কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব অসম। দিসপুরে অসম সচিবালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জানানোর পর সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল এই স্মারকলিপি প্রদান করে।

সংগঠনের সভাপতি ড. এন. এল. আগরওয়ালা, দিলীপ চন্দ্র গোস্বামী, হরেণ শর্মা এবং সঞ্জীব দেবচৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানায় যে, গুণগত মান যাচাই ছাড়াই অনলাইনে ওষুধ বিক্রি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন তৈরি, বিভিন্ন উপায়ে নিম্নমানের জীবনরক্ষাকারী ওষুধ বাজারে ছড়িয়ে পড়া, খুচরা ও পাইকারি ওষুধ বিক্রির লাইসেন্স প্রদানে বিভিন্ন জেলায় অসামঞ্জস্য, অনলাইন ওষুধ বিক্রির ফলে নিষিদ্ধ ওষুধের প্রচলন বৃদ্ধি এবং ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০-এ প্রয়োজনীয় কিছু বিধানের অভাব সহ প্রকৃত ওষুধ ব্যবসায়ীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

মন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি তুলে দিচ্ছেন সংস্থার প্রতিনিধিরা।

স্মারকলিপি গ্রহণ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহল সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ, বৈধ এবং মানসম্মত ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সরকারি অনুমতি ছাড়া বা নিয়ম লঙ্ঘন করে ওষুধ বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

এছাড়া পাইকারি ওষুধ বিক্রির লাইসেন্স নিয়ে খুচরা ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ দ্রুত তদন্তের জন্য ড্রাগস কন্ট্রোল বিভাগকে নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে নিয়ম ভঙ্গকারী ওষুধ বিক্রেতাদের লাইসেন্স পুনর্বিবেচনা করে প্রয়োজনে বাতিল করা এবং বাজারে বিক্রিত ওষুধের উৎস-সংক্রান্ত নথিপত্র বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্তও বৈঠকে গৃহীত হয়।

এই বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহল ছাড়াও কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব অসমের প্রতিনিধিরা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব ড. লক্ষ্মণন এস, এনএইচএম-অসমের কার্যনির্বাহী পরিচালক ড. অভিজিৎ শর্মা, রাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রক বিশ্বজিৎ তালুকদার সহ স্বাস্থ্য বিভাগের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

যন্তর মন্তরে ছাত্র-যুবাদের সংসদ যাত্রার প্রতি সংহতি নগাঁওতে বামপন্থী সংগঠনের বিক্ষোভ

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২৪ জুলাই: দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র-যুবার সংসদ যাত্রার প্রতি সংহতি এবং কৃষক নেতা আদিত্য রাভা এবং প্রণব দলে সহ গ্রেফতার করা সকলকে বিনাশর্তে মুক্তির দাবিতে আজ সারা অসম গ্রামীণ শ্রমিক সংস্থা, নিখিল ভারত কৃষক সভা, অসম রাজ্যিক কৃষক সভা, সিআইটিইউ, সদৌ অসম প্রগতিশীল নারী সংস্থা, নিখিল ভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, মানব একতা মঞ্চ এবং গণতন্ত্র সুরক্ষা মঞ্চের শতাধিক নেতা-কর্মী নগাঁও মতিরাম বরা ক্ষেত্রে গণ-অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি রূপায়ণ করে। বৃষ্টি উপেক্ষা না করে প্রতিবাদকারীরা দিনের ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা ধরে ধর্মেন্দ্র প্রধানের তাৎক্ষণিক পদত্যাগ, এনটিএ বাতিল করা, ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নপত্র বাতিল নিয়ে বিজেপি সরকার জবাব দিক, কুড়ি জনের চেয়ে অধিক ছাত্রের আত্মহত্যা কেন, আদিত্য রাভা-প্রণব দলৈ সহ সব কৃষক নেতাকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া এই ধরনের বিভিন্ন স্লোগানে বিক্ষোভে রাজপথ উত্তাল করে তুলে।

সংস্কৃতি কর্মীদের প্রতিবাদী কবিতা আবৃত্তি এবং বিপ্লবী গীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিক্ষোভকারীদের অনুপ্রাণিত করে তুলেন। বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে ন্যায়ের দাবিতে ছাত্র-যুবাদের চালিয়ে যাওয়া আন্দোলনের উপর কাকভোরে পুলিশের চালানো অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে। ২১ দিন ধরে অনশনরত জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকের অপহরণ এবং আইছার অনশনকারীদের বলপূর্বক সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা মোদি, বিজেপি সরকারের ছাত্র এবং যুব সমাজের প্রতি থাকা গভীর শত্রুতাকে পুনরোন্মোচিত করেছে বলেও গণ বিক্ষোভকারীরা মত প্রকাশ করেন।

মৈরাবাড়িতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ

সাময়িক প্রসঙ্গ, মরিগাঁও, ২৪ জুলাই: মরিগাঁও জেলার মৈরাবাড়ি বাজারে মুসলিম ছাত্র সংস্থা (মুসা)-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার ও শিক্ষা বিভাগের গাফিলতির বিরুদ্ধে এক উত্তাল প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করা হয়। মুসলিম ছাত্র সংস্থা 'সিজেপি'-র প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের তাৎক্ষণিক পদত্যাগের দাবি জানায়। শুক্রবার মৈরাবাড়ি বাজারে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদে মুসার নেতৃত্বে শতাধিক প্রতিবাদকারী হাতে প্লে-কার্ড ও ব্যানার নিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান দেন। প্রতিবাদকারীরা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে স্লোগানে স্লোগানে পরিবেশ উত্তাল করে তুলেন। প্রতিবাদস্থলে ভাষণ দিয়ে মুসার কেন্দ্রীয় সভাপতি আশিক রাব্বানী কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি ও শিক্ষাখণ্ডের ব্যর্থতার কারণেই আজ দেশের ছাত্রসমাজ রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে।' মুসার সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসনিক) রফিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কার্যকালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে চলে গেছে এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সরকার যদি ছাত্রছাত্রীদের দাবি দ্রুত মেনে না নেয়, তাহলে আগামী দিনে সংগঠনটি আরও তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

ফি মুকুব প্রকল্পে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

রশিদ আহমদ তাপাদার

তারিণীপুর, ২৪ জুলাই: ফি মুকুব প্রকল্পে আরোপিত নতুন বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সকল যোগ্য শিক্ষার্থীদের পূর্বের মতো সুবিধার আওতায় আনার দাবিতে শুক্রবার কাটিগড়া সার্কল অফিসারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশে স্মারকপত্র প্রদান করে নবীনচন্দ্র কলেজ স্টুডেন্টস' ইউনিয়ন ও কাছাড় জেলা এনএসইউআই।

স্মারকপত্রে বলা হয়, অ্যারিয়ার বা শিক্ষাজীবনে বিরতির কারণে বহু দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ফি মুকুবের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল যোগ্য শিক্ষার্থীর জন্য প্রকল্পটি পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়। স্মারকপত্র গ্রহণ করে কাটিগড়া সার্কল অফিসার যাত্রাকান্ত কর্মকার বিষয়টি জেলা কমিশনারের মাধ্যমে সরকারের কাছে পাঠানোর আশ্বাস দেন।

অসম-মিজোরাম সীমান্তে পুলিশের বড় সাফল্য, লায়লাপুরে বিপুল মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার ২

সাময়িক প্রসঙ্গ, ভাগা, ২৪ জুলাই: অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী লায়লাপুরে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন হেরোইন, গাঁজা, বিদেশি সিগারেট ও নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে পরিচালিত এই অভিযানে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লায়লাপুর পুলিশ পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ শুভজিৎ দত্তের নেতৃত্বে সাদা পোশাকের একটি বিশেষ দল সীমান্তবর্তী পরেশ গেট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনির উদ্দিন লস্কর ও কমরুল ইসলাম মজুমদার-এর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় পুলিশ ৫টি সাবানের কৌটা ও ৪১টি ছোট প্লাস্টিকের পাত্রে মোট ৮৬.৮১ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন, ৩৪১.৬ গ্রাম গাঁজা, ১,০৬০টি (৫৩ প্যাকেট) বিদেশি সিগারেট এবং নগদ ১,৬২০ টাকা উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অসম-মিজোরাম সীমান্তের এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরেই মাদক কারবারি ও নেশাসেবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছিল। বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে পুলিশের এই অভিযানকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ধলাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শরমেশ্বর কুয়ার জানান, মাদক পাচার ও অবৈধ নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান ভবিষ্যতেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ আরও তথ্য উদ্ধার করতে দুই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্টো রথে ব্যাপক উল্লাস হাইলাকান্দিতে

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৪ জুলাই: ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভক্তিমুখর পরিবেশে হাইলাকান্দি শহরে পালিত হলো উল্টো রথযাত্রা। শুক্রবার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব।

এবারও শহরের পাঁচটি স্থান থেকে রথযাত্রা বের হয়। আদি শিববাড়ি, বানেশ্বর শিবমন্দির, রাধারমণ সেবাশ্রম, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের রথ এবং হাটবার্টগঞ্জ বাজারের আখড়ার রথ উল্টো রথ উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে। রথযাত্রায় নারী-পুরুষ, শিশু থেকে প্রবীণ; সব বয়সের অসংখ্য ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। ভক্তরা ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জয়ধ্বনি দিতে দিতে রথের রশি টেনে ধর্মীয় ভক্তি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রথকে ঘিরে শহরের সর্বত্র ছিল উৎসবের আমেজ এবং দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও কীর্তনেরও আয়োজন করা হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও হাইলাকান্দির উল্টো রথযাত্রা ধর্মীয় সম্প্রীতি, ঐতিহ্য ও জনসমাগমের এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীভূমির সেটেলমেন্ট সর্বজনীন কালীবাড়ির নতুন মাইলফলক

নিবন্ধনের সরকারি অনুমোদন লাভ, বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন প্রথম নিবন্ধিত বিবাহ

এস এম জাহির আব্বাস

শ্রীভূমি, ২৪ জুলাই : শ্রীভূমি জেলার অন্যতম প্রাচীন ও সুপরিচিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সেটেলমেন্ট সর্বজনীন কালীবাড়ি নতুন এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করল। সম্প্রতি সরকারি অনুমোদন ও নিবন্ধন লাভের মাধ্যমে এই কালীবাড়ি এখন থেকে আইনসম্মতভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ সম্পন্ন ও সরকারি নথিভুক্ত করার অধিকার অর্জন করেছে। ফলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একই স্থানে আইনগতভাবে বৈধ বিবাহ নিবন্ধনের সুযোগও মিলবে।

কমিটি সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসেই সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের কাছ থেকে বিবাহ নিবন্ধন পরিচালনার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করে সেটেলমেন্ট সর্বজনীন কালীবাড়ি কমিটি। এই অনুমোদনের ফলে জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারগুলিও এখন সম্পূর্ণ বৈদিক বিধি অনুসারে এবং সরকারি নথিভুক্তির মাধ্যমে তাঁদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করতে পারবে।

গত বৃহস্পতিবার কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে প্রথম নিবন্ধিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, অগ্নিসাক্ষী, সাতপাকে বন্ধন সহ হিন্দু ধর্মের প্রচলিত সকল আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি সরকারি নিয়ম মেনে বিবাহটি নিবন্ধিত করা হয়। উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন, ভক্তবৃন্দ এবং কালীবাড়ি কমিটির সদস্যরা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানান এবং এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন। সংশ্লিষ্টদের মতে, এতদিন অনেক পরিবারকে ধর্মীয়ভাবে বিবাহ সম্পন্ন করার পর পৃথকভাবে সরকারি নিবন্ধনের জন্য অন্যত্র যেতে হতো। এখন একই স্থানে ধর্মীয় ও আইনগত; উভয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সাধারণ মানুষের সময়, শ্রম ও ব্যয় সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি বিবাহের আইনগত স্বীকৃতি নিশ্চিত হওয়ায় ভবিষ্যতে নানা প্রশাসনিক ও পারিবারিক কাজে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রসঙ্গে সেটেলমেন্ট সার্বজনীন কালীবাড়ি

সরকারি নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পন্ন হলো প্রথম বৈদিক বিবাহ।

কমিটির সম্পাদক সুজয় দাস বলেন, এটি আমাদের কালীবাড়ির জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের বিষয়। সরকারি অনুমোদন লাভের মাধ্যমে আমরা এখন বৈদিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে আইনসম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন ও নিবন্ধনের সুযোগ দিতে পারছি। এর ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারগুলিকে আর আলাদা করে বিবাহ নিবন্ধনের জন্য অন্যত্র যেতে হবে না। আমরা চাই, ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রেখেই মানুষ যেন সহজ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিবাহ সম্পন্ন করতে পারেন। তিনি আরও জানান, বিবাহের দিনক্ষণ নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সরকারি বিধি-বিধান এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহীরা সেটেলমেন্ট সর্বজনীন কালীবাড়ি কমিটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। সকল নিয়ম-কানুন মেনেই এই পরিষেবা প্রদান করা হবে। এদিকে, সরকারি নিবন্ধনের অনুমোদন লাভের খবরে সনাতন সমাজের বিভিন্ন মহলে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই এটিকে জেলার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ এবং আইনগত স্বীকৃতির সমন্বয়ে এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে বহু পরিবারকে উপকৃত করবে। ধর্মীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে আইনসম্মত বিবাহ নিবন্ধনের এই পরিষেবা আগামী দিনে আরও বহু মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

দিনপঞ্জিকা

শনিবার, ৮ শ্রাবণ, ইং ২৫ জুলাই, মুং ১০ সফর (ভাং তাং ৩ শ্রাবণ)। অ ৮ শাওন, ফসলী ২৬ আষাঢ়, সংবৎ ১১ আষাঢ় সুদি। ৫।৫।৪৫ গতে সূর্যোদয়, ৬।২০।৯ গতে সূর্যাস্ত। একাদশী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

বৃষ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

মিথুন : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বৃদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

কর্কট : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন।

সিংহ : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

কন্যা : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

তুলা : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

বৃশ্চিক : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

ধনু : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বৃদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্মপ্রতিষ্ঠা লাভ।

শিলচরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সিদ্দেক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৪ জুলাই : প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদ বর্তমানে শিলচরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহল, সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও অসংখ্য মানুষ তাঁর সুস্থতা কামনা করে বার্তা প্রকাশ করেছেন।

শুক্রবার দিনভর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা,

এরপর সাতের পাতায়

বরাক ভ্যালি সচিবালয় নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক কৃষ্ণেন্দুর

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২৪ জুলাই : বরাক উপত্যকার প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত মিনি সচিবালয় তথা বরাক ভ্যালি সচিবালয় প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে তৎপর হল রাজ্য সরকার। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অগ্রগতি খতিয়ে দেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও নির্মাণকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পার্বত্য অঞ্চল ও বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল।

বৃহস্পতিবার দিসপুরে বরাক ভ্যালি সচিবালয় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক করেন মন্ত্রী। বৈঠকে প্রকল্পের নির্মাণকাজ কতটা এগিয়েছে, কাজের গতি কেমন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করতে গিয়ে কোনও সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে কি না; এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রকল্পের কাজ যাতে কোনও ভাবেই অথবা বিলম্বিত না হয়, সে বিষয়ে বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বরাক ভ্যালি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পকে বরাক উপত্যকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে উপত্যকার মানুষের প্রশাসনিক পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন সরকারি দফতরের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নে আরও গতি আনার ক্ষেত্রেও এই সচিবালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বৈঠকে মন্ত্রী প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ের কাজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেন। নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দ্রুত চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট

এরপর সাতের পাতায়

আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। দিসপুরে।

উল্টো রথ উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শুক্রবার গুয়াহাটিতে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ

আমিনুল হক ভূঁইয়া

ঢাকা, ২৪ জুলাই : বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করেছেন। শুক্রবার তিনি সংবিধানের ৫০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পিকারের উদ্দেশে স্বাক্ষরিত পদত্যাগপত্র জমা দেন। এর ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ায় সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে সংসদে বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় দলটির মনোনীত প্রার্থীই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগপত্রে বলা হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক বা অন্য কোনও চাপের কারণে নয়, বরং দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কিডনি-সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন। এর আগে তাঁর হৃদযন্ত্রে বাইপাস অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং সম্প্রতি চিকিৎসকেরা তাঁর অটোনমিক নিউরোপ্যাথি রোগ শনাক্ত করেছেন। এই রোগের কারণে তিনি মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে অচেতন হয়ে পড়েন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় রাষ্ট্রপতি

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমিতে উল্টোরথে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়

উল্টোরথে টাউন কালীবাড়ির রথের রশি টানছেন মিশনরঞ্জন দাস, সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৪ জুলাই : রথযাত্রার পর এবার উল্টোরথ। দেবতার মাসির বাড়ি থেকে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের এই পবিত্র দিনকে ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকেই উৎসবের আমেজে মেতে উঠল শ্রীভূমি জেলা সদর। সকাল থেকেই বিভিন্ন মঠ-মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিড় কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ভক্তদের জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি এবং হরিনাম সংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে চারপাশ। রথের দড়িতে টান দিয়ে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার আশীর্বাদ লাভের আশায় দূরদূরান্ত থেকেও বহু মানুষ উৎসবে সামিল হন। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস ও পুরাণের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে রথযাত্রা ও উল্টোরথের পরম্পরা। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে চড়ে মূল মন্দির থেকে গুন্ডিচা মন্দিরে, অর্থাৎ মাসির বাড়িতে যান। কয়েক দিন সেখানে অবস্থানের পর উল্টোরথের দিনে তাঁরা ফেরেন নিজগৃহে। সেই প্রত্যাবর্তনই উল্টোরথ বা বহুদা যাত্রা নামে পরিচিত। ভক্তদের কাছে এই দিনটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং ভক্তি, বিশ্বাস ও মিলনের এক অনন্য উৎসব।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, রথের দড়িতে টান দেওয়া অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

এরপর সাতের পাতায়

দ্রুত বিচার সেরে ৭ মাসেই রায়

চিবিটাবিছিয়ায় পাথর দিয়ে আঘাত করে পত্নীকে হত্যা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যুবকের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৪ জুলাই : পত্নীকে হত্যার দায়ে যুবককে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শোনালো কাছাড়ের জেলা ও দায়রা জজ বিপ্রজিৎ রায়ের আদালত। সাজাপ্রাপ্ত যুবক পেশায় বাগান শ্রমিক জয়ধন গৌড় (৪০) ধোয়ারবন্দ থানা এলাকার চিবিটাবিছিয়া প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা। জয়ধন তার পত্নী রুমা গৌড়(৩৫)-কে হত্যা করে গত ৩ জানুয়ারি। হত্যাকাণ্ডের পর সাত মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই বিচার প্রক্রিয়া গুটিয়ে এনে গত ২১ জুলাই আদালত জয়ধনকে দোষী সাব্যস্ত করে। এরপর শুক্রবার তাকে সাজা শোনানো হয়।

জয়ধন প্রতিরাতেই মদ্যপান করে বাড়িতে যেত। যা রোজগার করতো তার পুরোটাই ব্যয় করে ফেলতো মদ্যপানের পেছনে। এনিয়ে পত্নী রুমা আপত্তি জানালে প্রতিদিনই জয়ধন তাকে মারধর করত। ৩ জানুয়ারি হত্যাকাণ্ডের রাতেও একই ঘটনা ঘটে। রুমা মদ্যপান নিয়ে আপত্তি জানালে জয়ধন রেগে গিয়ে প্রথম তাকে লাথি ও ঘুসি মারতে থাকে। এরপর একটি বড় পাথর নিয়ে মারতে শুরু করে। পাথরের উপর্যুপরি আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে রুমা লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে তার। রুমার মৃত্যুর পর জয়ধন মৃতদেহ নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকে। ঘটনার কথা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেও জয়ধনের ভয়ে প্রতিবেশীরা কেউ এগোতে সাহস পাননি। তারা খবর দেন জয়পুর থানা এলাকার কনকপুর তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা রুমার বাবা নরেন্দ্র গৌড়কে। খবর পেয়ে নরেন্দ্র পরদিন রুমার বাড়ির এলাকায় পৌঁছে ঘটনা নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর রিপোর্ট করেন ধোয়ারবন্দ থানায়। এরপর পুলিশ বাড়িতে গিয়ে উদ্ধার করে মৃতদেহ। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় জয়ধনকে।

পুলিশ রুমার বাবা নরেন্দ্র গৌড়ের দায়ের করা এজাহারের ভিত্তিতে মামলা নথিভুক্ত করে বিস্তারিত তদন্ত প্রক্রিয়া চালায়। এরপর মামলা গড়ায় আদালতে। দ্রুত

এরপর সাতের পাতায়

জমির উত্তরাধিকার, বাটোয়ারা ও ই-খাজনা সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন বিধায়ক মিলন দাসের

রাহুল চক্রবর্তী

হাইলাকান্দি, ২৪ জুলাই : হাইলাকান্দি জেলা সহ সমগ্র অসমের সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের জমি-সংক্রান্ত একাধিক জটিল সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস। উত্তরাধিকার সূত্রে নামজারি, অনলাইন বাটোয়ারা এবং যৌথ পাট্টার ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ই-খাজনা পরিশোধের সমস্যাকে সামনে রেখে তিনি রাজস্ব ও ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এর লিখিত উত্তরে রাজ্যের রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী কেশব মহন্ত জানান, এই সমস্যাগুলির সমাধানে সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশাসনিক ও

প্রযুক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বিধায়ক ড. মিলন দাস তাঁর প্রশ্নে উল্লেখ করেন, বর্তমানে বহু ক্ষেত্রে জমির রেকর্ডে মৃত পিতামহ বা পিতার নামই থেকে যাওয়ায় প্রকৃত ও বৈধ উত্তরাধিকারীরা অনলাইনে নামজারি, বাটোয়ারা, কম্পোজিট ল্যান্ড সেল ট্রান্সফারসহ বিভিন্ন ভূমি পরিষেবার সুবিধা নিতে পারছেন না। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকারের পরিকল্পনা কী, তা জানতে চান তিনি। এর জবাবে রাজস্ব মন্ত্রী জানান, বিষয়টি সরকারের নজরে রয়েছে। ইতিমধ্যে 'সেবা সেতু' ও 'পরিবর্তন' পোর্টালের মাধ্যমে 'উত্তরাধিকারের সূত্রে নামজারি' নামে পৃথক অনলাইন পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মৃত পাট্টাদারের পরিবর্তে বৈধ উত্তরাধিকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। এছাড়া ভূমি রেকর্ডে নাম বা অন্যান্য তথ্য সংশোধনের জন্যও অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ

এরপর সাতের পাতায়

১, ২ আগস্ট শ্রীভূমিতে দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান, থাকছেন দিলীপ

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রীভূমি, ২৪ জুলাই : আগামী ১ ও ২ আগস্ট শ্রীভূমিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিজেপির 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাঅভিযান'। এই দু'দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে শ্রীভূমিতে আসছেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি দিলীপ শইকিয়া। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক দিপ্লু রঞ্জন শর্মা, প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু সহ দলের একাধিক শীর্ষনেতা।

শ্রীভূমির সরস্বতী বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিতব্য এই প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলার মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, পুরসভার বিজেপি-সমর্থিত কমিশনার, জেলা বিজেপির পদাধিকারী, জেলা কমিটির সদস্য এবং প্রদেশ বিজেপির নির্বাহী সদস্যরা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ নেবেন। প্রাথমিকভাবে প্রায় দুই শতাধিক প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এদিকে, কর্মসূচিকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে

এরপর সাতের পাতায়

শিলচর মেডিক্যালে রক্ত নিয়ে দালালির অভিযোগে আটক দুই

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৪ জুলাই : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রক্ত নিয়ে দালালির অভিযোগে আটক করা হলো দু'জনকে। সুমন সিং (৩৬) ও প্রদীপ মহালি (৩৭) নামের এই দু'জন বিন্নাকান্দির বাসিন্দা। মেডিক্যাল সূত্রের খবর, শুক্রবার অর্থের বিনিময়ে রক্ত দেওয়ার জন্য এক রোগীর পরিজনদের সঙ্গে দরাদরির সময় তাদের হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। জানা গেছে, শ্রীভূমি জেলার রামকৃষ্ণনগরের বাসিন্দা তৈমুন নেসা (৩৫) গত শনিবার থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকরা তাকে রক্ত দেওয়া প্রয়োজন বলে জানালে পরিজনরা রক্তের ব্যবস্থা করার জন্য সক্রিয় হন। অভিযোগ পরিজনরা রক্ত সংগ্রহের জন্য খোঁজখবর শুরু করতেই সুমনরা তাদের কাছে গিয়ে রক্ত সংগ্রহ করে দিতে পারবেন বলে জানিয়ে সাড়ে পাঁচহাজার টাকা দাবি করেন। আর্থিক লেনদেন নিয়ে এভাবে দরাদরির সময় কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হওয়ায় সুমনদের আটক করে ঘুংঘুর পুলিশ ফাঁড়ির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তৈমুন নেসার স্বামী নামর উদ্দিন জানিয়েছেন, সুমনরা প্রথম যোগাযোগ করেছিল তার এক আত্মীয়ার সঙ্গে। এরপর ওই আত্মীয়ার

এরপর সাতের পাতায়

সামান্য বৃষ্টিতেই ধসে পড়ল খেরুয়াখাল সেতুর অ্যাপ্রোচ, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ

আব্দুস সুবহান লস্কর

কাটিগড়া, ২৪ জুলাই : মাত্র দু'দিনের টানা বৃষ্টিতেই পশ্চিম কাটিগড়ার ইন্দো-বাংলা সীমান্তের কুশিয়ারকুল-নাতানপুর সংযোগী সড়কের ওপর অবস্থিত খেরুয়াখাল সেতুর অ্যাপ্রোচ ধসে পড়েছে। ফলে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বৃহৎ সীমান্ত অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রতিদিন এই সড়ক ব্যবহারকারী কয়েক হাজার মানুষ, শিক্ষার্থী, কৃষক, শ্রমিক ও রোগীদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়েছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই সেতুর অ্যাপ্রোচ ধসে পড়া নির্মাণকাজের মান ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে। বর্তমানে সেতুর একাংশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। যেকোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আতঙ্ক নিয়েই প্রতিদিন জীবন বাজি রেখে চলাচল করছেন

সীমান্তবাসী। বিশেষ করে স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ সবচেয়ে বেশি। জরুরি প্রয়োজনে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতেও চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে।

সীমান্তবাসীর দাবি, দ্রুত জরুরি ভিত্তিতে সেতুর অ্যাপ্রোচ মেরামত করে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে নির্মাণের মান ও দায়বদ্ধতা খতিয়ে দেখারও দাবি জানিয়েছেন তারা। এ বিষয়ে স্থানীয়রা কাছাড়ের জেলা কমিশনার, পূর্ত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, কাটিগড়ার বিধায়ক, জেলা পরিষদের সদস্য সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে যেকোনও সময় বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে।

স্মারকলিপি সংখ্যালঘু সংগঠনগুলির

অসম ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিলে সম্মতি না দিতে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : অসম ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বিল, ২০২৬-এ সম্মতি না দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে অসমের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠন। ২৩ জুলাই রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে পাঠানো ওই স্মারকলিপিতে সংগঠনগুলির দাবি, বিলটি সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ হওয়ায় রাষ্ট্রপতির উচিত এটি গভীর সাংবিধানিক পর্যালোচনার আওতায় আনা।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৬ সালের ২৭ মে অসম বিধানসভায় গৃহীত অসম ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল মুসলিম পার্সোনাল ল (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৭, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯-সহ পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় আইনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব ও সম্পত্তির অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিদ্যমান ব্যক্তিগত আইন কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

সংগঠনগুলির বক্তব্য, ভারতের সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৯ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সুরক্ষা দেয়। ২০১৮ সালে ২১তম আইন কমিশনের মতামতেরও উল্লেখ করে স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, কমিশন তখন ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে 'এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় বা কাম্য নয়' বলে মন্তব্য করেছিল এবং সব ধর্মের পারিবারিক আইনকে আরও ন্যায়সংগত করার পক্ষে মত দিয়েছিল।

এরপর সাতের পাতায়

স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে জেলা কমিশনারের আকস্মিক পরিদর্শন

পাথারকান্দি হাসপাতাল পরিদর্শনে জেলা কমিশনার প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী।

এসএম জাহির আব্বাস

শ্রীভূমি, ২৪ জুলাই : জেলার সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত, স্বচ্ছ ও জনমুখী করে তুলতে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। সেই লক্ষ্যে শুক্রবার জেলা কমিশনার প্রদীপকুমার দ্বিবেদী, আইএএস আকস্মিকভাবে পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চারগোলা মডেল হাসপাতাল এবং দুল্লভছড়া এমজি মডেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পরিষেবা, রোগীসেবা, পরিচ্ছন্নতা, ওষুধের প্রাপ্যতা এবং পরিকাঠামোর বাস্তব চিত্র সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি।

পরিদর্শনের সময় জেলা কমিশনার বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, জরুরি পরিষেবা, প্রসূতি বিভাগ, পরীক্ষাগার, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র,

এরপর সাতের পাতায়

রামকৃষ্ণনগরে চোরের তাণ্ডব, এবার নিশানা কমিশনারের ঘর!

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ২৪ জুলাই : আইন-শৃঙ্খলার কফিনে শেষ পেরেকটি যেন ঠুকে দিল দুঃসাহসিক চোরের দল! সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাবোধ যখন আগেই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল, ঠিক তখনই রামকৃষ্ণনগরে ঘটে গেল আরও এক রোমহর্ষক কাণ্ড। প্রদীপের নিচেই যে অন্ধকার কতটা গভীর, তা আবার প্রমাণ করে শিবটিল্লার ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই এবার সরাসরি পুরসভার ওয়ার্ড কমিশনারের বাড়িতে থাবা বসাল দুষ্কৃতীরা।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শিবটিল্লা এলাকায় ফাঁকা বাড়িতে হানা দিয়ে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না ও নগদ অর্থ লুটের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটিতে না কাটিতেই শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরসভার ওয়ার্ড কমিশনার ঘরে হানা দিল চোরের দল। ফলে একের পর এক এমন ছক কষা অভিযানে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে পুলিশি নিরাপত্তার সমস্ত বুড়ো আঙুল দেখানো দাবি।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কমিশনার সন্দীপ দত্তের স্ত্রী ও সন্তান আগেই বাইরে

এরপর সাতের পাতায়

ঐতিহাসিক ১৯৬তম সপ্তরথ যাত্রায় লাখো ভক্তের সমাগম

সাত গ্রামের সপ্তরথের অপূর্ব মিলনে উৎসবের আবহ

সাময়িক প্রসঙ্গ, পাথারকান্দি, ২৪ জুলাই : প্রায় দুই শতাব্দীর ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে বৃহস্পতিবার পাথারকান্দির খালোপারে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবের আবহে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহাসিক ১৯৬তম সপ্তরথ যাত্রা মহোৎসব। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজের অন্যতম প্রাচীন এই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক উৎসবে বরাক উপত্যকা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লাখো ভক্ত, দর্শনার্থী ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের ঢল নামে। শঙ্খধ্বনি, করতাল, মৃদঙ্গ, উলুধ্বনি এবং হরিনামের সুরে সকাল থেকেই মুখর হয়ে ওঠে গোটা খালোপার। ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার আরাধনায় মেতে ওঠেন ভক্তরা। ব্রহ্মশ্রী পুন্ডরীকাক্ষ প্রবর্তিত এই সপ্তরথ যাত্রা আজও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের অন্যতম প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল দক্ষিণ বিলবাড়ি, উত্তর বিলবাড়ি, পাত্রগ্রাম, পেকুরগ্রাম, নয়াডহর, ছাত্রগ্রাম ও মন্ত্রীগ্রাম; এই সাতটি গ্রামের সুসজ্জিত সাতটি রথের মিলন। গ্রামের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশাল রথগুলো নির্ধারিত মিলনস্থলে নিয়ে আসেন। রথ এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে 'জয় জগন্নাথ' ও 'হরিবোল' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক। রথ মিলনের পর অনুষ্ঠিত হয় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজের ঐতিহ্যবাহী 'লেইচন্দন' অনুষ্ঠান। এরপর শতাধিক যুবক-যুবতীর

এরপর সাতের পাতায়

বিশেষজ্ঞদের সাথে দেখা করুন- অ্যাপোলো, চেন্নাই
নেফ্রলজি ক্লিনিক
Apollo HOSPITALS CHENNAI
সমস্যা / লক্ষণ:
- প্রস্রাবের অসংযম
- উচ্চ রক্তচাপ
- উচ্চ রক্তচাপ
- মূত্রাশয়ের সমস্যা
- দীর্ঘস্থায়ী রেনাল ব্যর্থতা
- ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হওয়া রোগী
- কিডনির সমস্যা
- ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের উচ্চ মাত্রা
ডাঃ জে রাজামহেশ
MBBS, MRCP (UK), Fellowship in Nephrology
সিনিয়র কনসালট্যান্ট নেফ্রোলজিস্ট
অ্যাপোলো হস্পিতাল, চেন্নাই
২৯ জুলাই ২০২৬ দুপুর ১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত
অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেনাই
অ্যাপোলো ক্লিনিক শিলচর
বীরবল বাজার, মেহেরপুর, শিলচর
For appointments Call: 7099003112 / 7099090222

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৯৮, শনিবার, ২৫ জুলাই, শ্রাবণ ৮, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

বন্যায় শুধু ত্রাণ নয়, চাই স্থায়ী সমাধানের সদিচ্ছা

রাজ্য সরকার স্বীকার করেছে যে, পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি জমির অভাব একটি বড় সমস্যা। ফলে শুধু ক্ষতিপূরণ ঘোষণা নয়, দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন নীতিই এখন সময়ের দাবি।

অসমে বন্যা নতুন কোনও ঘটনা নয়। ব্রহ্মপুত্র ও বরাক অববাহিকায় প্রতি বর্ষাতেই লক্ষ লক্ষ মানুষ জলবন্দি হন, হাজার হাজার পরিবার ঘরবাড়ি হারায় এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু চলতি বছরের বন্যা একাধিক কারণে ব্যতিক্রম। বিশেষ করে উজান অসমের শিবসাগর, চরাইদেও, নাজিরা ও যোরহাটের মতো তুলনামূলকভাবে কম বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতাকে নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বীকার করেছেন, এখনও নাজিরার প্রায় ৫০ হাজার এবং শিবসাগরের প্রায় ৩০ হাজার মানুষের কাছে সরকারি ত্রাণ পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, মৃতের সংখ্যা ৫০-এ পৌঁছেছে এবং বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ। যোগাযোগবিচ্ছিন্ন থাকায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির চিত্রও এখনও স্পষ্ট নয়। একজন মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তি যেমন বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন, তেমনই এটাও স্পষ্ট করে যে, বিপর্যয়ের ব্যাপকতা প্রশাসনের পূর্বপ্রস্তুতিকে ছাপিয়ে গেছে।

এবারের বন্যার কারণও প্রচলিত বন্যার থেকে ভিন্ন। ব্রহ্মপুত্র বা তার উপনদীর ধীরগতির জলবৃদ্ধির পরিবর্তে অসম ও নাগাল্যান্ডে মাত্র দুই দিনে স্বাভাবিকের তুলনায় ৪৩৫ থেকে ৪৯৩ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে আকস্মিক ঢল নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে এমন চরম আবহাওয়ার ঘটনা যে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে, এই বন্যা তারই আরেকটি সতর্কবার্তা। উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা দিনরাত কাজ করছে। বহু মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধারের কাজও চলছে। তবু যখন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ এখনও উদ্ধারকারী দলের নাগালের বাইরে, তখন বোঝা যায় ভবিষ্যতের জন্য আরও শক্তিশালী দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

কিন্তু উদ্ধারকাজ শেষ হলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রকৃত চ্যালেঞ্জ শুরু হয় পুনর্বাসনে। প্রতি বছর হাজার হাজার পরিবার নদীভাঙন ও বন্যায় গৃহহারা হয়। অনেকেই বছরের পর বছর ত্রাণ শিবিরে কিংবা বাঁধের উপর অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য হন। স্থায়ী বাসস্থান, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত না হলে পুনর্বাসন কখনও সফল হতে পারে না। ইতোমধ্যেই রাজ্য সরকার স্বীকার করেছে যে, পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি জমির অভাব একটি বড় সমস্যা। ফলে শুধু ক্ষতিপূরণ ঘোষণা নয়, দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন নীতিই এখন সময়ের দাবি। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার কেন্দ্রের আন্তঃমন্ত্রক প্রতিনিধি দল ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে আসছে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। কিন্তু অসমের মানুষের প্রত্যাশা কেবল ত্রাণের অর্থ নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বহুবার 'বন্যামুক্ত অসম' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু ভোটের আগে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

অসমের বন্যা আর শুধু একটি মৌসুমী দুর্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি আজ রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম বড় অন্তরায়ে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর বর্ষা এলেই লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যা ও নদীভাঙনের কবলে পড়েন। হাজার হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে, বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলের তলায় চলে যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। বিশেষ করে চরাঞ্চল ও নদীভাঙন-প্রবণ এলাকার মানুষকে প্রায় প্রতিবছরই নতুন করে জীবন শুরু করতে হয়। ফলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক অনিশ্চয়তার চক্র থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেন না। বন্যার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে কৃষিখাতে। বন্যার জলে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষকরা ঋণের বোঝা বাড়তে দেখেন। একইসঙ্গে গবাদি পশুর মৃত্যু, মৎস্যচাষের ক্ষতি এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র ব্যবসা ধ্বংস হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি দীর্ঘ সময়ের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর সরাসরি প্রভাব রাজ্যের বাজারব্যবস্থা, খাদ্য সরবরাহ এবং কর্মসংস্থানের উপরও পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রও বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শত শত বিদ্যালয় ত্রাণশিবিরে পরিণত হয় অথবা বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কয়েক সপ্তাহ এমনকী কয়েক মাস পর্যন্ত পড়াশোনা বন্ধ থাকে। বহু শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক, ইউনিফর্ম ও অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী হারিয়ে ফেলে। এর ফলে বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে, যা ভবিষ্যতে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্যব্যবস্থাও বন্যার সময় তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট, জলবাহিত রোগ, সাপের কামড়, অপুষ্টি এবং চিকিৎসা পরিষেবার অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীদের পৌঁছতে সমস্যা হয় এবং গর্ভবতী মহিলা, শিশু ও প্রবীণদের চিকিৎসা নিশ্চিত করাও কঠিন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে জরুরি পরিষেবা আরও ব্যাহত হয়।

প্রতিবছর একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পরও সমস্যার স্থায়ী সমাধান এখনও অধরাই রয়ে গেছে। এ অবস্থায় শুধু ত্রাণনির্ভর ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। ব্রহ্মপুত্র ও বরাক অববাহিকার সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা, নদীভাঙন প্রতিরোধে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, জলাধার নির্মাণ, প্রাকৃতিক জলনিকাশি পুনরুদ্ধার, আগাম বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় রেখে নতুন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বিনিয়োগ ছাড়া এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

টেক্সাসের অ্যাকোয়ারিয়াম দর্শন, বর্ণিল অভিজ্ঞতা

পরিতোষচন্দ্র দত্ত

অ্যাকোয়ারিয়ামের বিশাল, দীর্ঘ ট্যাঙ্কের নীলচে জলের গভীরে চোখ রাখতেই যেন থমকে যেতে হয়। কৃত্রিম আলোর মৃদু খেলায় সেখানে আপনমনে, রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এককেটি জলজ বিস্ময়। সেই অতল নীল জলরাশির বুক চিরে অত্যন্ত ধীর, গম্ভীর ও রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল আকৃতির জলজ দানব। অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্ময় 'সোর্ডফিশ' বা করাত-হাঙরের মতো লম্বা। করাতের মতো ধারালো মুখখানি নিয়ে কাচের ওপারে ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের সেই শিকারি করাতের পাশ দিয়েই আবার অলস চালে ডানা ঝাপটাচ্ছিল পাথরের মতো ভারি ও বিশাল আকৃতির 'জায়ান্ট গ্রুপার'। বিশালত্বের সেই শান্ত সহাবস্থান, আলোর সুনিপুণ কারুকাজ আর জলের ভেতরের সেই মায়াবী জগৎ ক্ষণিকের জন্য প্রবাসের সমস্ত বাস্তবতাকে ভুলিয়ে দেয়। মনে হয়, সৃষ্টির এই অপার রহস্যকে কেবল দেখার চোখ দিয়ে নয়, অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়ে ছুঁয়ে দেখার নামই তো ভ্রমণ!

টেক্সাসের প্রকৃতির মেজাজ বদলাতেই এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। সপরিবারে গিয়েছিলাম হিউস্টন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত 'ডাউনটাউন অ্যাকোয়ারিয়াম'-এ, যার ঠিকানা ৪১০ ব্যাগবি স্ট্রিট ও মেমোরিয়াল ড্রাইভ। প্রবাসের দিনলিপিতে আজ আরও একটি নতুন পাতা যুক্ত হলো। কারণ, জীবনে এই প্রথমবার এত বিশাল ও আধুনিক কোনও অ্যাকোয়ারিয়াম দেখার সুযোগ হলো। গাড়ি পার্কিং করে ভেতরে পা রাখতেই এক মায়াবী আর রোমাঞ্চকর জলজ জগৎ আমাদের স্বাগত জানাল। পুরো অ্যাকোয়ারিয়ামটি এত সুনিপুণভাবে সাজানো যে, কাচের ওপারে নীল জলের রাজ্যে খেলা করে বেড়ানো বিচিত্র রঙের সামুদ্রিক মাছ, হাঙর আর নানা অদ্ভুত জলজ প্রাণীদের সাঁতার কাটার দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেয়।

অ্যাকোয়ারিয়ামের আলো-আঁধারি ঘেরা জলজ সুড়ঙ্গ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন কোনও এক রূপকথার সামুদ্রিক রাজ্যে প্রবেশ করেছি। কাচের ওপারে নীল জলের বুক চিরে রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। প্রতিটি ট্যাঙ্কের পাশে থাকা ছোট ছোট তথ্যবোর্ডগুলো যেন প্রকৃতির এক একটি রহস্যের খাতা খুলে দিচ্ছিল। অ্যাকোয়ারিয়ামের বিভিন্ন প্রজাতির মাছগুলো জানার জন্য প্রজাতির নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ইত্যাদি-সহ কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছোট ছোট বোর্ডে লেখা রয়েছে। রঙিন মাছ ও জলজ প্রাণীদের বিবরণ দেখে লিখে রাখার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে পুনরায় জীবন্ত করে তুলতে কিছু জলজ প্রজাতি, তাদের বৈজ্ঞানিক নাম এবং আকর্ষণীয় তথ্যাদি সহজভাবে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

অ্যাকোয়ারিয়ামের বিশাল শার্ক ট্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে ব্ল্যাকটিপ রিফ শার্ক নামের হাঙরগুলো। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Carcharhinus melanopterus। এদের পিঠের উপরের পাখনা এবং লেজের ডগায় স্পষ্ট কালো রঙের দাগ থাকে বলেই এদের এমন নামকরণ। এরা মূলত সমুদ্রের প্রবাল প্রাচীর বা রিফ অঞ্চলে বাস করতে ভালবাসে। এরা আকারে খুব বেশি বড় না হলেও এদের সুতীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি এবং শিকারের চটজলদি কৌশল জলজগতের এক অনন্য বিস্ময়। এরপর রয়েছে রেড-বেলিড পিরানহা, যার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Pygocentrus nattereri। আমাজনের রেনফরেস্ট প্রদর্শনীর কাচের ওপারে দেখা মেলে গাঢ় রূপালি রঙের এই মাছগুলোর, যাদের পেটের দিকটা উজ্জ্বল লাল বা কমলা আভায় রাঙানো। ছোট ছোট বোর্ডে লেখা থাকে, এরা মূলত দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে এবং জলের সামান্যতম কম্পন বা রক্তের গন্ধ পেলেই তীব্র গতিতে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রকৃতির এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের রূপ এই মাছটি। তারপর রয়েছে অ্যালিগেটর গার, যার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Atractosteus spatula। অ্যাকোয়ারিয়ামের লুইজিয়ানা সোয়াম্প বা জলাভূমি অঞ্চলের ট্যাঙ্কে তাকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই দানবাকৃতির মাছের দেখা মেলে। এর মুখের গঠন হুবহু অ্যালিগেটর বা কুমিরের মতো এবং চোয়ালে রয়েছে দু'সারি ধারালো দাঁত। এদের শরীরটা ভারি বর্মের মতো শক্ত আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। এরপর দেখা পেলাম লায়নফিশ, যার বৈজ্ঞানিক নাম Pterois volitans। জলজগতের সবচেয়ে সুদৃশ্য অথচ মারাত্মক বিষাক্ত প্রাণীদের একটি হলো লায়নফিশ। জেব্রার মতো ডোরাকাটা শরীর আর সিংহের কেশরের মতো ছড়িয়ে থাকা এর ডানাগুলো যে কোনও দর্শনার্থীর চোখ জুড়িয়ে দেয়। বোর্ডে সতর্কবার্তা হিসেবে লেখা থাকে, এদের এই সুন্দর পাখনাগুলোর গোড়ায় রয়েছে তীব্র বিষাক্ত কাঁটা, যা এরা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে। এরা মূলত রাতের বেলা শিকার করতে পছন্দ করে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই বাসিন্দাটি বর্তমানে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের এক রহস্যময় চরিত্র। এরপর দেখলাম ক্লাউনফিশ, যার বৈজ্ঞানিক নাম Amphiprion ocellaris। উজ্জ্বল কমলা শরীরের ওপর সাদা ও কালো রঙের ডোরাকাটা এই পুঁচকে মাছগুলো অ্যাকোয়ারিয়ামের অ্যানিমোনে নামক এক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদের বিষাক্ত কাঁটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। প্রকৃতির এক আশ্চর্য নিয়মে এরা একে-অপরকে রক্ষা করে সহাবস্থান করে, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'মিউচুয়ালিজম' বা মিথোজীবী সম্পর্ক। এরপর দেখলাম ইলেকট্রিক ইল, যার বৈজ্ঞানিক নাম Electrophorus electricus। এগুলো দেখতে অনেকটা সাপের মতো হলেও আসলে এক ধরনের বিশেষ মাছ। এদের শরীরের ভেতরের বিশেষ অঙ্গগুলো প্রায় ৬০০ থেকে ৮০০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। এই চমকপ্রদ তথ্যটি অ্যাকোয়ারিয়ামের বোর্ডে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। এরা এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে শিকারকে স্তব্ধ করে দেয় এবং শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়।

হিউস্টনের এই অ্যাকোয়ারিয়ামটি কেবল একটি সাধারণ বিনোদন কেন্দ্র নয়, বরং এটি আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ ও সুপরিকল্পিত একটি জলজ সংগ্রহশালা। প্রায় ছয় একর বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই প্রাঙ্গণটি ২০০৩ সালে এক অভিনব ভাবনায় তৈরি করা হয়েছে, যেখানে দুটো ঐতিহাসিক সরকারি ভবনকে পুনর্নির্মাণ করে এই আধুনিক জলমহলটি গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে পাঁচ লক্ষ গ্যালনেরও বেশি জলরাশির মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় তিনশো প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিষ্টি জলের প্রাণী অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। পুরো অ্যাকোয়ারিয়ামটিকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট এবং রোমাঞ্চকর 'থিম জোন' বা এলাকায় ভাগ করে সাজানো হয়েছে, যা দর্শকদের এক মহাসমুদ্র থেকে অন্য মহাসমুদ্রে ভ্রমণের অনুভূতি দেয়।

অ্যাকোয়ারিয়ামের আরেকটি আকর্ষণীয় বিভাগ হচ্ছে 'লুইজিয়ানা সোয়াম্প' বা জলাভূমি অঞ্চল, যেখানে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের আদিম নদী ও জলাভূমির পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে দেখা মেলে বিপন্ন প্রজাতির কচ্ছপ, বিভিন্ন বিষাক্ত সাপ এবং আমেরিকার বিখ্যাত অ্যালিগেটর বা লোনা জলের কুমিরের। এর ঠিক পরেই রয়েছে 'রেনফরেস্ট' বা বর্ষাবন অঞ্চল, যেখানে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার গভীর অরণ্যের আবহ তৈরি করা হয়েছে। এই কৃত্রিম বনের ভেতরে রয়েছে ভয়ঙ্কর পিরানহা মাছ, উজ্জ্বল রঙের বিষাক্ত ডার্ট ফ্রগ এবং নানারকম জলজ পাখি। তবে দর্শকদের সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চ দেয় একটি ১৭ শতকের স্প্যানিশ জাহাজের কঙ্কালের চারপাশে খেলা করে বেড়ায় সামুদ্রিক ক্যাটফিশ, মায়াবী লায়নফিশ এবং নানা রঙের প্রবাল প্রাচীরের মাছ।

হঠাৎ করেই চোখের সামনে ভেসে উঠল অ্যাকোয়ারিয়ামের সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিশাল কাচের দেওয়ালটি। এই বিশাল দীর্ঘ অ্যাকোয়ারিয়াম ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল আকৃতির মাছগুলোর রাজকীয় বিচরণ দেখার অনুভূতি সত্যিই এক অপার্থিব ও অপূর্ব দৃশ্য। শুধুই মনে হতে থাকে, কাচের ওপারে এক মায়াবী জলজগৎ। এই অ্যাকোয়ারিয়ামের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের সবচেয়ে বড় প্রমাণ মেলে এর বিশাল সার্কুলার ট্যাঙ্ক বা বৃত্তাকার জলাধারগুলোতে। কাচের ওপারে বিশাল আকৃতির নার্স শার্ক, স্যান্ড টাইগার শার্ক যখন মাথার ওপর দিয়ে ধীরলয়ে ভেসে বেড়ায়, তখন মনে হয় যেন সমুদ্রের তলদেশে কোনও এক শান্ত রাজত্বে হেঁটে চলেছি। এখানকার আরেকটি অনন্য সংযোজন হলো 'স্টিংরে রিফ', যেখানে দর্শকরা চাইলে জলজ প্রাণীদের স্পর্শ করার এবং নিজেদের হাতে খাবার দেওয়ার এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন।

অ্যাকোয়ারিয়ামের বিশাল, দীর্ঘ ট্যাঙ্কের নীলচে জলের গভীরে চোখ রাখতেই যেন থমকে যেতে হয়। কৃত্রিম আলোর মৃদু খেলায় সেখানে আপনমনে, রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এককেটি জলজ বিস্ময়। সেই অতল নীল জলরাশির বুক চিরে অত্যন্ত ধীর, গম্ভীর ও রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল আকৃতির জলজ দানব। অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্ময় 'সোর্ডফিশ' বা করাত-হাঙরের মতো লম্বা। করাতের মতো ধারালো মুখখানি নিয়ে কাচের ওপারে ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের সেই শিকারি করাতের পাশ দিয়েই আবার অলস চালে ডানা ঝাপটাচ্ছিল পাথরের মতো ভারি ও বিশাল আকৃতির 'জায়ান্ট গ্রুপার'। বিশালত্বের সেই শান্ত সহাবস্থান, আলোর সুনিপুণ কারুকাজ আর জলের ভেতরের সেই মায়াবী জগৎ ক্ষণিকের জন্য প্রবাসের সমস্ত বাস্তবতাকে ভুলিয়ে দেয়। মনে হয়, সৃষ্টির এই অপার রহস্যকে কেবল দেখার চোখ দিয়ে নয়, অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়ে ছুঁয়ে দেখার নামই তো ভ্রমণ! তবে বড় পাবলিক অ্যাকোয়ারিয়ামের বিশাল ট্যাঙ্কে ৪ ফুটের মতো লম্বা এবং শান্তভাবে ঘুরে বেড়ানো মাছগুলোর মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছই বেশি দেখা যায়। দূর থেকে দেখলে বুকটা এক অদ্ভুত চেনা অনুভূতিতে ভরে ওঠে, মনে হয় যেন আমাদের দেশের নদী থেকে উঠে আসা চেনা রূপালি রুই মাছের কোনও মহাকায় রূপ। কাচের এপারে দাঁড়িয়ে মানুষের তৈরি কৃত্রিম কোলাহল ভুলে, স্রেফ ওই মাছগুলোর আপনমনে জল কেটে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি দেখে মনে হয়, প্রকৃতির এই বিশালতার কতটুকুই বা জানি! এক অদ্ভুত প্রশান্তি আর রোমাঞ্চের অনুভূতি নিয়ে কেবল মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকতে হয় সেই মায়াবী জলছবির দিকে। স্যান্ড টাইগার শার্ক অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির হওয়ায়, কাচের ওপাশ দিয়ে ট্যাঙ্কের তলদেশ ঘেঁষে এদের আপনমনে সাঁতার কাটার দৃশ্য দর্শকদের দারুণভাবে মুগ্ধ করে।

কেবল মাছ বা জলজ প্রাণীই নয়, এই ডাউনটাউন অ্যাকোয়ারিয়ামের আরেকটি বড় বিস্ময় হলো 'হোয়াইট টাইগার অব দ্য মহারাজা' বা সাদা বাঘের প্রদর্শনী। ভারতের প্রাচীন রাজকীয় মহলের আদলে তৈরি একটি বিশেষ খাঁচায় এই দুর্লভ সাদা বাঘের উপস্থিতি জলজ জগতের ভেতরে এক ভিন্ন মাত্রার রোমাঞ্চ এনে দেয়। সব মিলিয়ে, অ্যাকোয়ারিয়ামটি যেমন বিনোদনের এক চমৎকার খোরাক, তেমনি তা সমুদ্রবিজ্ঞান ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের এক অনন্য পাঠশালা। বিশাল এলাকার এই সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা, প্রতিটি প্রাণীর জন্য তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের হুবহু অনুকরণ এবং তাদের সুশৃঙ্খল প্রদর্শন সত্যিই প্রশংসনীয়, যা যে কোনও অনুসন্ধিৎসু মানুষের মনকে মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিতে বাধ্য।

জলজগতের অজস্র অজানা প্রাণীর রূপ-রং আর রোমাঞ্চকর তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করতে করতে কখন যে ক্লান্তি এসে অলক্ষ্যে ভর করেছে, তা টের পাওয়া যায়নি। ঘুরে ঘুরে এই জলমহল উপভোগ করার পাশাপাশি আরেকটি দারুণ অভিজ্ঞতা হলো সেখানকার রসনাবিলাস। ক্ষুধার তীব্রতা আর ক্লান্তি দূর করতে আমরা পা বাড়ালাম অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরেই অবস্থিত সুবিশাল ও বিশ্ববিখ্যাত 'অ্যাকোয়ারিয়াম রেস্তোরাঁ'-র দিকে। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভেতরেই সামুদ্রিক মাছের তৈরি বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার ও স্ন্যাকসের স্বাদ নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করলাম না। সেই সামুদ্রিক খাবারের স্বাদ ও তৃপ্তি এতটাই চমৎকার ছিল যে, হালকা স্ন্যাকস হিসেবে খেতে শুরু করলেও তা শেষ পর্যন্ত আমাদের রাতের খাবারের কাজও ষোলোআনা সম্পন্ন করে দিল। এই ভোজনালয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু জুড়ে রয়েছে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত দেড় লক্ষ গ্যালন লবণাক্ত জল ধারণক্ষমতার এক সুবিশাল বৃত্তাকার কাচের স্তম্ভ। জানা গেল, এই মায়াবী কৃত্রিম সাগরে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১০০টিরও বেশি প্রজাতির এক হাজারেরও বেশি সামুদ্রিক জীব অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করে চলেছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পেশাদার জীববিজ্ঞানী এবং ডুবুরিরা (Divers) এই ট্যাঙ্কের ভেতরে নেমে জলজ প্রাণীদের পুষ্টির ভারসাম্য বজায় রেখে খাদ্য পরিবেশন করেন, যা কাচের এপার থেকে ভোজনরত অতিথিদের জন্য এক পরম দৃশ্যসুখ তৈরি করে।

আমাদের ভোজন-অভিজ্ঞতায় প্রথম চমক ছিল আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের বিশেষ করে টেক্সাস ও লুইজিয়ানার ঐতিহ্যবাহী পদ 'ক্রিস্পি অ্যালিগেটর বাইটস' (Crispy Gator Bites)। আমেরিকার জলাভূমি থেকে সংগৃহীত এই কুমিরের মাংসে ফ্যাটের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বিশেষ মশলার প্রলেপে মুচমুচে করে ভাজা এই কুমিরের মাংসের স্বাদ চেনা মুরগির মাংসের কাছাকাছি হলেও এর নিজস্ব স্বাদ প্রথম কামড়েই জিভে এক নতুন রোমাঞ্চ এনে দেয়। এর পাশাপাশি টেবিল আলো করে এল 'গ্রিল্ড অক্টোপাস'। সরাসরি তারামাছ ভক্ষণযোগ্য না হলেও, সামুদ্রিক থিমকে সম্মান জানিয়ে টেবিল সাজানো হয়েছিল একটি বিশেষ 'সি-ফুড প্ল্যাটার' দিয়ে। যেখানে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে ভরপুর সামুদ্রিক মাছের সুস্বাদু ফিশ-ফিঙ্গার, কাঁকড়ার মাংস দিয়ে তৈরি ক্র্যাব কেক এবং কুচো চিংড়ির মেলবন্ধন ছিল অনন্য।

পাশ্চাত্যের এই অভিনব রসনাবিলাসের বৈচিত্র্য আর রূপালি জগতের দিকে তাকিয়ে পরিবারের সঙ্গে গল্পগাছায় কখন যে সময় কেটে গেল, তা টেরই পাওয়া যায়নি। যা-ই হোক, রাতের হিউস্টনের সুবিশাল ও সুশৃঙ্খল হাইওয়ে ধরে ফেরার সময় মনে হচ্ছিল, এই ভ্রমণ কেবল কিছু দৃশ্য দেখার আনন্দ নয়, বরং আধুনিক বিজ্ঞান, সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান আর পারিবারিক মেলবন্ধনের এক সার্থক উপাখ্যান। সব মিলিয়ে, হিউস্টনের এই অ্যাকোয়ারিয়াম দর্শন আমার প্রবাস জীবনের স্মৃতির ঝুলিতে এক দীর্ঘস্থায়ী ও বর্ণিল আনন্দের পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পেলাম।

সিজেপি-বামের বিরুদ্ধে ময়দানে সংঘ পরিবার

কলকাতা, ২৪ জুলাই : নিটের প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন ধীরে ধীরে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। শুক্রবার কলকাতায় 'রাত জাগো, দেশ জাগো'র ডাক দেয় সিজেপি-বাম সংগঠনগুলো। তবে এইসব আন্দোলন মোকাবিলায় এবার সরাসরি রাস্তায় নেমে গেছে সংঘ পরিবার। ছাত্র সংগঠন এবিভিপি, শিক্ষক-অধ্যাপকদের সংগঠন এবিআরএসএম, বিএসএম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালক সংগঠন বিদ্যা ভারতী-সহ কয়েকটি সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় মিছিল ও পথসভার কর্মসূচি শুরু করেছে। কলকাতায় মিছিল করার জন্য অনুমতি চেয়েছিল সিজেপি। অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তবে তারা বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতায় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেমেছে। এদিন সিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় 'রাত জাগো, দেশ জাগো' কর্মসূচিরও ডাক দেয় আটটি বাম-ছাত্র সংগঠন। সংঘ পরিবারের অভিযোগ, নিট আন্দোলনের নামে গোটা দেশে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বামেরা। সে কারণে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, 'শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ'-র নামে একটি ব্যানারে এবিভিপি-সহ একাধিক সংগঠন রাস্তায় নামছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের একাধিক সংগঠন এর সঙ্গে জড়িত থাকায় একটি অভিন্ন ব্যানারে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে সংঘের কর্মসূচি। এর পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম বর্ধমান-সহ বিভিন্ন জেলায় মিছিল, পথসভার ডাক দিয়েছে শিক্ষা সংস্কৃতি সংগঠন মঞ্চ। কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায়ই মিছিল করা হবে। এ নিয়ে সংঘ পরিবারের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। সংঘের দাবি, প্রশ্নফাঁস হওয়ার পর দ্রুত পুনঃপরীক্ষা ও সুষ্ঠুভাবে ফল প্রকাশের পরও হিংসাত্মক আন্দোলনের কোনও মানে নেই। এই বার্তা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতেই পথে নামছেন তাঁরা। এই আন্দোলনে দেশবিরোধী শক্তি রয়েছে বলেও দাবি করেছে সংঘ।

ককরোচ ও ওয়াংচুকের মধ্যে ফাটলের জল্পনা উড়িয়ে সপ্রতিভ সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : টানা ২৬ দিন অনশন করার পর অবশেষে অনশন প্রত্যাহার করেছেন প্রখ্যাত পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার পথও কিছুটা সুগম হয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও 'ককরোচ জনতা পার্টি' স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা না হওয়া পর্যন্ত লড়াই থামবে না। তা হলে কি আন্দোলনের রাশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ওয়াংচুক ও সিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে কোনও সংঘাত বা মতপার্থক্য তৈরি হলো, এমন প্রশ্ন উঠতেই সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে সিজেপি-র অন্যতম শীর্ষ মুখ সৌরভ দাস সাফ জানিয়ে দিলেন, 'আমাদের মধ্যে কোনও মতভেদ বা ফাটল নেই।'

অনশন প্রত্যাহার এবং আন্দোলনের মূল লক্ষ্য নিয়ে সৌরভের স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমাদের মূল দাবি অপরিবর্তিত রয়েছে, ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতেই হবে এবং পরীক্ষার্থীদের সব ন্যায্য দাবি পূরণ করতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে যে-সব ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন, তাদের পরিবারকে অন্তত ১ কোটি টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে লড়াই আমরা শুরু করেছি, তাকে যৌক্তিক পরিণতিতেই পৌঁছে দেব।' সোনম ওয়াংচুকের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে সৌরভ যোগ করেন, 'অনশন চালিয়ে ওয়াংচুকজি নিজের শরীরের ১১ কেজি ওজন হারিয়েছেন। আমরা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত ছিলাম। কেন্দ্রকে লেখা চিঠিটি তাঁর ব্যক্তিগত মত হলেও, তাঁর এই প্রদীপ্ত ত্যাগ আমরা বিফলে যেতে দেব না।' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেও যন্তরমন্তর থেকে নিশ্চিত করেছেন, শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা না পাওয়া পর্যন্ত এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না সিজেপি।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও বার্তা দিয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে আগামী দিনে মেগা ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত ও নতুন আইনি সংস্কারের কথা জানিয়েছেন।

তবে সিজেপি নেতৃত্বের মতে, প্রধানমন্ত্রী যতই আশ্বাস দিন বা নতুন আইনি ব্যবস্থা আনুন না কেন, বিগত কেলেঙ্কারিগুলোর জন্য শিক্ষামন্ত্রীর রাজনৈতিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার দায় নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানের সরতেই হবে। সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি সম্প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ৭ লোক কল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে নাটকীয় বিক্ষোভ না করে রাহুল গান্ধীর সরাসরি যন্তর মন্তরের মঞ্চে আসা উচিত ছিল। এই মন্তব্য প্রসঙ্গে খানিক ভিন্ন সুরেই সৌরভ দাস জানান, 'যে যার মতো নিজের মতামত দিতেই পারেন। তবে রাহুল গান্ধী অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তাই বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমি তাঁর এই পদক্ষেপকে সমর্থন করি। আমাদের সংবিধান শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার দিয়েছে।'

কংগ্রেস বা অন্য দলগুলো এই আন্দোলনের কৃতিত্ব নিচ্ছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত পরিপক্ক ভঙ্গিতে সৌরভ বলেন, 'আমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে লড়াই করছি। কে এল, কে এল না, কে কার ছবি ছাপিয়ে কৃতিত্ব নিল— তা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমরা রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। অনেকেই এসেছেন, অনেকে আসতে পারেননি। ছাত্রদের বিপদে যাঁরা পাশে দাঁড়াবেন, তাঁকেই স্বাগত।'

পলকে

নিষিদ্ধের প্রস্তাব

মানাগুয়া, ২৪ জুলাই : নিকারাগুয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত জাতীয় পরিষদে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে নিষিদ্ধ করার একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। আগামী আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এ বিষয়ে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগার একটি বিতর্কিত মন্তব্যের পর। কয়েক দিন আগে তিনি বলেছিলেন, 'সরকার দখল বা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার জন্য তাদের আর কোনও নির্বাচন হবে না।' ওর্তেগার এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক। তিনি বলেন, নিকারাগুয়ার সব রাজনৈতিক মতের মানুষের ভোট দেওয়ার এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ৮০ বছর বয়সি ওর্তেগা ২০০৭ সাল থেকে নিকারাগুয়ার ক্ষমতায় আছেন। তাঁর শাসনামলে দেশটির রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমেই কঠোর হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁর অনেক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, অনেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং অনেকের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে।

ক্ষেপণাস্ত্র 'কুশা'

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : পাকিস্তানের, চিনকে শঙ্কিত করে শক্তি বাড়াল ভারত। বুধবার ওড়িশা উপকূলের এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপে সফল হল সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি দূরপাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র 'কুশা'-র। শুক্রবার এই পরীক্ষা করল দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও)। এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র 'কুশা' ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিল। যুদ্ধবিমান, শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র, মানববিহীন ড্রোন এবং বড় আকারের নজরদারি বা সামরিক বিমানে দূর থেকে আঘাত হানতে সক্ষম। ডিআরডিও-র সফল পরীক্ষার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বিজ্ঞানী এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে রাজনাথ লিখেছেন, এই সাফল্য ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। তিনি বলেন, বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি দেশের কাছেই এত দূরপাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির সক্ষমতা রয়েছে। উল্লেখ্য, ক্ষেপণাস্ত্র, রাডার এবং কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার-সহ অস্ত্র ব্যবস্থার সমস্ত উপাদান ডিআরডিও-র বিভিন্ন গবেষণাগার ও শিল্প সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিতে তৈরি হয়েছে।

বৃদ্ধাকে গণধর্ষণ !

জয়পুর, ২৪ জুলাই : রাজস্থানে ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত প্রতিবেশী দুই যুবক। এই ঘটনা মরুরাজ্যের আলওয়ারের। অভিযোগ, জোর করে বাড়িতে ঢুকে প্রবীণার উপর অত্যাচার চালায় দুই যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার তিরিশ মিনিটের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে, ফরেনসিক তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনাটি ২১ জুলাইয়ের। বৃদ্ধা রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরপরেই বাড়িতে ঢোকে দুই যুবক। তখন বাড়িতে বৃদ্ধার ছেলেও ছিলেন। তিনি মায়ের আর্তনাদ শুনে অন্য ঘর থেকে ছুটে আসেন। যদিও দুষ্কৃতীদের ধরতে পারেননি। তারা পালিয়ে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্তরা হল মোরাধ্বজ ও বাচ্চু। নির্যাতিতা জানিয়েছেন, একজন ধর্ষণ করে। সঙ্গী যুবক তাকে এই কাজে সাহায্য করে। খেরলি থানার আধিকারিক বিজয় চান্ডেল জানান, এটা গুরুতর অপরাধ। অভিযোগ পাওয়ার তিরিশ মিনিটের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। দু'জনই নির্যাতিতার প্রতিবেশী।

মশা মারতে

কলম্বো, ২৪ জুলাই : কামান দেগে কীটনাশক ছড়িয়ে কাজ হচ্ছে না তেমন। শ্রীলঙ্কা সরকার এবার তাই মশা নিধন করতে নামাল ড্রোনের বহর! আর সেই দায়িত্ব দেওয়া হল সে দেশের সেনাবাহিনীকে। চলতি বছর দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রে ডেঙ্গুতে ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭ হাজারের বেশি মানুষ! এদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ আক্রান্ত হয়েছেন শুধু জুলাই মাসেই! এই পরিস্থিতিতে মশককুলের বিনাশ করতে সেনার উপরেই ভরসা রাখছে কলম্বোর বামপন্থী সরকার। প্রায় দু'দশক আগে সফল ভাবে তামিল বিদ্রোহী গোষ্ঠী এলটিটিই-কে নির্মূল করার পরে আবার তাই নতুন 'মিশনে' নেমে পড়েছে লঙ্কাফৌজ। বিবিসি প্রকাশিত খবরে দাবি, শ্রীলঙ্কা সেনা এখন রাজধানী কলম্বো-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে ড্রোন ব্যবহার করে বহুতল ভবনের ছাদ, নির্মাণাধীন এলাকা এবং অন্যান্য স্থানে জমা জলের উৎস সনাক্ত করছে। সাধারণ ভাবে এ সব স্থানে জমে থাকা পরিষ্কার জলেই ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা বংশবিস্তার করে।

ককরোচদের মিছিলে 'পুলিশি জুলুম'

মামলা শুনতে রাজি প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : 'ককরোচ জনতা' দলের (সিজেপি) সংসদ অভিযানে 'পুলিশি জুলুম'-র অভিযোগ তুলে দায়ের হওয়া মামলা শুনতে রাজি সুপ্রিম কোর্ট। শুধু সংসদ অভিযান নয়, তার পরে ধারাবাহিক ভাবে নিট-কেলেঙ্কারি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া বিক্ষোভে পুলিশের 'অত্যাচারের' কথাও উল্লেখ রয়েছে আবেদনে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী সোমবার মামলাগুলি শোনা হবে।

শুক্রবার বিকেলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের সামনে সংসদ অভিযানে পুলিশের 'অতিসক্রিয়তার' বিষয়টি তোলেন আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ। তিনি জানান, বিক্ষোভকারীদের 'মারধরের' ঘটনায় দু'টি মামলা আনুষ্ঠানিক ভাবে দাখিল করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে মামলাগুলির শুনানির আর্জিও জানানো হয়। লাইভ ল-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইনজীবী শঙ্করনারায়ণ বলেন, 'সারা দেশে ছাত্র বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে হিংসার ঘটনা ঘটছে। সেই সংক্রান্ত দু'টি আবেদন আগেই করা হয়েছিল। কিন্তু ডায়েরি নম্বরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখন আমরা ডায়েরি নম্বর পেয়েছি। আবেদনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকেও পক্ষ করা হয়েছে।' কেন জরুরি ভিত্তিতে শুনানি চান, তার ব্যাখ্যাও করেছেন ওই আইনজীবী। বেঞ্চের সামনে তিনি বলেন, 'প্রতিদিন এমন ঘটনা ঘটছে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর অবাধেই বলপ্রয়োগ করছে। এখানে কিছু নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। আমাদের এবং পুলিশের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে আদালত।'

তারপরেই প্রধান বিচারপতি জানান, বিষয়টি তালিকাভুক্ত করা হোক। বিবেচনা করে দেখা হবে। ওই আইনজীবী আবার জরুরি শুনানির কথা বলেন। তখন প্রধান বিচারপতি মামলাগুলি সোমবার শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেন। দিন দুয়েক আগে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের সামনেই সংসদ অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এক আইনজীবী। চিঠি দিয়ে আবেদন গ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সেই আবেদন গ্রহণ করতে চাননি।

শুধু তা-ই নয়, সংসদ অভিযানের সময়কার কিছু ভিডিও আইনজীবী দেখাতে চাইলেও প্রধান বিচারপতি তা দেখতে চাননি বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, 'ভিডিও দেখার সময় নেই। আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।' যদিও একই দিনে দিল্লি হাইকোর্টে একই বিষয় উল্লেখ করে দায়ের করা মামলায় পুলিশের জবাব তলব করেছেন বিচারপতি। অন্যদিকে, বিচার প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট কিছু অংশ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে অপপ্রচার করা এবং আদালতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ তুলে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল।

অভিযোগ ছিল, এতে বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ জানায়, আদালত কোনও ২৪ ঘণ্টার বিনোদনের চ্যানেল নয়। তাই নির্বিচারে সওয়াল-জবাবের প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো তুলে তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কোনও অডিও বা ভিডিও পোস্ট করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

নিট পরীক্ষায় ধারাবাহিক ত্রুটির অবসানে কেন্দ্রকে সুপ্রিম বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : নিট-ইউজি পরীক্ষায় ধারাবাহিক ত্রুটিবিচ্যুতের অবসান ঘটাতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি সম্পূর্ণ কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে সরে আসার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাইল শীর্ষ আদালত। প্রশ্নফাঁস প্রসঙ্গে দুই বিচারপতি পিএস নরসিমা এবং অলোক আরাধের বক্তব্য, এভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না। এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রকে সর্বোচ্চ আদালতের প্রশ্ন, সম্পূর্ণভাবে অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার জন্য আপনারা কী করছেন, অনুগ্রহ করে আমাদের জানান। কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা হলে কীভাবে তথ্য সুরক্ষিত রাখবেন, অনুগ্রহ করে তাও জানান। আমরা নিশ্চিত করব যেন সবকিছু প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

কেন্দ্রের তরফে জবাব দেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি জানান, ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে সরকার সাধ্যের চেয়েও অনেক বেশি পদক্ষেপ করছে। তবে আদালতের সামনে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার জন্য আরও কিছুটা সময় চান তিনি। পালটা শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, বিষয়টিকে এভাবে দিনের পর দিন চলতে দিতে পারি না। মামলার পরবর্তী শুনানি ৩ আগস্ট।

একসঙ্গে 'পার্টি ড্রাগ', মদ, ওষুধ খাওয়াই কাল !

লন্ডনের হোটেলে হৃদরোগে মৃত্যু সৌদি রাজপুত্রের

লন্ডন, ২৪ জুলাই : একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মদ, মাদক এবং চিকিৎসকের পরামর্শে নেওয়া ওষুধ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৯ বছর বয়সি সৌদি রাজপুত্র আব্দুল্লা ইবনে ফাহাদ ইবনে আব্দুল্লা ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে জালাভি আল সৌদের। লন্ডনের একটি বিলাসবহুল হোটেলে এই ঘটনা ঘটে। গত বছর ২৫ নভেম্বর কিংস্টোনের ম্যারিওট হোটেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। যদিও সেই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে শুক্রবার। অতিরিক্ত মাদক সেবনে সৌদি রাজপুত্রের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে দ্য সান, ডেইলি মিররের মতো একাধিক সংবাদমাধ্যম।

সৌদি রাজপুত্রের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলা উঠেছিল লন্ডনের একটি আদালতে। পুলিশ জানিয়েছে, এক সপ্তাহ থাকবেন বলে ১৯ নভেম্বর ম্যারিওট হোটেলে চেক-ইন করেছিলেন আব্দুল্লা। জীবন্ত অবস্থায় তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছে ২৫ নভেম্বর সকালে। সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, সিগারেট খেতে হোটেলের বাইরে আসছেন তিনি। সেদিনই হোটেলের এক সাফাইকর্মী আবিষ্কার করেন ছ'তলার ঘরের শৌচালয়ে পড়ে আছেন সৌদি রাজপুত্র। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেন ইতোমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২৯ বছরের রাজকুমারের।

ময়নাতদন্তে উঠে এসেছে, প্রিন্স আব্দুল্লার রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা ছিল প্রতি ১০০ মিলিলিটারে রক্তে ২২২ মিলিগ্রাম, যা ইংল্যান্ডে গাড়ি চালানোর সময় মদ্যপানের আইনি সীমার প্রায় তিন গুণ। বিশেষজ্ঞদের দাবি, কেবলমাত্র অ্যালকোহলের মাত্রার কারণেই কোমায় চলে যেতে পারতেন আব্দুল্লা। এছাড়াও রক্তে মিলেছে 'পার্টি ড্রাগ' হিসেবে পরিচিত গামা-হাইড্রোক্সিবাইউটাইরেট বা জিএইচবির প্রাণঘাতী মাত্রা, পাশাপাশি গাঁজা, জ্যানাক্স। উদ্বেগ-বিরোধী ওষুধের উপস্থিতিও মিলেছে রক্তে। সেগুলি চিকিৎসকের অনুমোদিত মাত্রাতেই ছিল, দাবি তদন্তকারীদের। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন মাদক ও ওষুধের সংমিশ্রণই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণ।

ইজরায়েলকে স্বীকৃতি না দিলে সৌদির সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি বাতিল : হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই : ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক না করলে সৌদি আরবের সঙ্গে প্রস্তাবিত পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি কার্যকর হবে না বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউস বলেছে, রিয়াধকে অবশ্যই 'আব্রাহাম আকর্ডসে' যোগ দিতে হবে, অন্যথায় চুক্তিটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে পারমাণবিক সহযোগিতা কেবল অসামরিক উদ্দেশ্যে হবে। তবে এর বাস্তবায়ন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে দেশটি ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে আব্রাহাম আকর্ডসে যোগ দেয় কি না, তার ওপর। পরে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লিভিটও বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, সৌদি আরব যদি এই আঞ্চলিক শান্তি চুক্তিতে অংশ না নেয়, তা হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি কার্যকর হবে না। এদিকে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, আব্রাহাম আকর্ডসে সৌদি আরবের যোগদান মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হবে।

হিমাচলে ভয়ংকর ধসের কবলে ক্যাব, মৃত ১৩

সিমলা, ২৪ জুলাই : ভয়ংকর দুর্ঘটনা হিমাচলপ্রদেশে। সেখানকার লাহোল-স্পিতিতে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে অন্তত ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজনকে উদ্ধার করেছে। জানা গিয়েছে, কুলু থেকে পাঙ্গির দিকে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটি টাটা সুমোর উপরে পাথর পড়তে শুরু করে। পরে তা একেবারেই চাপা পড়ে যায় পাথরের স্তূপের তলায়। গাড়িচালকের নাম বীর সিং বলে সনাক্ত করা হয়েছে। গাড়িটি একেবারেই ভেঙেচুরে গিয়েছে। উদয়পুর-কিলার রুটে কাহু-দু নালার কাছে এই ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটেছে। গাড়িতে ১০ থেকে ১২ জন ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। যে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। বৃহস্পতিবার আরও একটি ধসের কবলে পড়েছিল উদয়পুর-কিলার রোড। ওই রাস্তাটিও আপাতত বন্ধ রয়েছে। সমস্ত গাড়িকে থেকে যেতে হয়েছিল তিন্ডিতেই। এরপর শুক্রবারই রাস্তা খুলে গেলে রওনা দেয় টাটা সুমোটি। যাত্রীদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না, পথে ওৎ পেতে রয়েছে মৃত্যু! জানা গিয়েছে, আচমকাই ধস নামলে এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রশাসন পুরো বিষয়টির দিকে নজর রেখেছে। প্রসঙ্গত, গত জুনে হিমাচলের চাম্বা জেলায় খাদে পড়ে গিয়েছিল চারচাকা গাড়ি। মৃত্যু হয়েছিল ৭ জনের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সকলের। মৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান চালকও। খাদটি গভীর হওয়ায় প্রাথমিকভাবে রাতের অন্ধকারে উদ্ধারকাজে বেগ পেতে হয়।

উত্তরপ্রদেশে নিট পড়ুয়াকে প্রেমিকের সামনেই গণধর্ষণ !

লখনউ, ২৪ জুলাই : উত্তরপ্রদেশে নিট পড়ুয়াকে তার প্রেমিকের সামনে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। বুধবার চিত্রকূটের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতা মধ্যপ্রদেশের সতনার বাসিন্দা। বুধবার প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে চিত্রকূটে দেবাঙ্গনা উপত্যকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। সেখানে ভিডিও রিল বানাচ্ছিলেন তারা। অভিযোগ, সেই সময় তিন জন আসেন। নিজেদের বন দফতরের কর্মী বলে পরিচয় দেন। তার পর দু'জনকে প্রশ্ন করা শুরু করেন। কোথা থেকে এসেছেন, এখানে কী করছেন ইত্যাদি। অভিযোগ, তার পর ওই তিন জন নিট পরীক্ষার্থী এবং তার প্রেমিককে ঘিরে ধরে শাসাতে শুরু করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, নিট পড়ুয়াকে উত্যক্ত করা শুরু করেন তিনজন। তার প্রেমিক প্রতিবাদ করলে বেল্ট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। তার পর তার হাত-পা বাঁধেন। অভিযোগ, তার পর নিট পড়ুয়াকে প্রেমিকের সামনেই গণধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্তেরা শাসান, চিৎকার করলে পাহাড় থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে। অভিযুক্তেরা পালানোর পর নিট পড়ুয়ার প্রেমিক কোনও রকমে নিজের হাত-পায়ের বাঁধন খোলেন। তার পর পুলিশকে ফোন করেন। পুলিশ এসে দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায়। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে এক সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশের দু'টি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতার বাড়ি মধ্যপ্রদেশের সতনায়। তিনি নিটের প্রস্তুতির জন্য রাজস্থানের কোটায় থাকেন। সামাজিক মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশের চিত্রকূটের এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। তার পর সেখান থেকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে দু'জনের মধ্যে। প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন নিট পড়ুয়া। তখন তাকে পাহাড়ি এলাকা ঘোরাতে নিয়ে যান প্রেমিক। তখনই এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ।

নেপাল থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ, গ্রেফতার খালিস্তানি জঙ্গি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : মার্কিন 'ভাড়াটে' সৈনিকের পর খালিস্তানি জঙ্গি! আবারও নেপাল থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের ছক। কয়েকদিন আগেই ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার সময়ে উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে ধরা পড়েছিলেন মার্কিন 'ভাড়াটে' সৈনিক জর্ডন ব্রাউন। এবার ওই পথ দিয়ে ভারতে ঢুকতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন পাঁচজন। জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক মার্কিন নাগরিক এবং এক খালিস্তানিও। বাহরাইচ থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন ওই পাঁচ ব্যক্তি, এমনটাই পুলিশ সূত্রের খবর। তাদের মধ্যে অন্যতম বিক্রমজিৎ সিং। ২০২৩ সালে পাঞ্জাবে থানায় হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত তিনি। এছাড়াও ওয়ারিস পাঞ্জাব দে নামে এক খালিস্তানি সংগঠনের সঙ্গেও বিক্রমজিতের যোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক ছিলেন এই বিক্রমজিৎ। ওয়ান্টেড তালিকাতেও রয়েছে তার নাম। এবার বৈধ নথিপত্র ছাড়া ভারতে ঢুকতে গিয়ে অবশেষে ধরা পড়লেন বিক্রমজিৎ। এছাড়াও নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেফতার হয়েছেন মার্কিন নাগরিক মনবীর সিং ধিলো। আদতে পঞ্জাবের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে তিনি আমেরিকার নাগরিক। কিন্তু ভিসা ছাড়াই তিনি নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার ছক কষছিলেন। নানা কারণে পুলিশের নজর ছিল মনবীরের উপরেও। সে কারণেই ভিসা না নিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিলেন মনবীর, জেরায় এমনটাই উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, সুরেশকুমার পাঠক, দিলীপ উপাধ্যায় এবং রাহুল কুমার নামের তিন ভারতীয়কেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিবাহবিচ্ছেদে ৬৪০ মিলিয়ন ডলার খোয়ালেন এসকে গ্রুপের প্রধান

সিওল, ২৪ জুলাই : দক্ষিণ কোরিয়ার একটি আদালত এসকে গ্রুপের চেয়ারম্যান চে তাই-ওনকে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় তার সাবেক স্ত্রী রোহ সো-ইয়ংকে ৯৪৪ বিলিয়ন ওন (প্রায় ৬৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে। এটি দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় সবচেয়ে বড় আর্থিক নিষ্পত্তি। শুক্রবার দেশটির আদালত এই রায় দেন। তবে ২০২৪ সালে আপিল আদালত যে ১.৩৮ ট্রিলিয়ন ওন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, নতুন রায়ে সেই অঙ্ক কমানো হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই অর্থ পরিশোধ করতে চে তাই-ওনকে এসকে গ্রুপের কিছু শেয়ার বিক্রি করতে বা শেয়ার বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করতে হতে পারে। তবে এতে কম্পানির নিয়ন্ত্রণে বড় কোনো প্রভাব পড়বে না। করপোরেট গবেষণা প্রতিষ্ঠান লিডার্স ইনডেক্স-র প্রধান পার্ক জু-গুন বলেন, এই রায়ে এসকে গ্রুপের ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির প্রসারের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসকে গ্রুপের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। গ্রুপটির চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এসকে হাইনিক্স এনভিডিয়ার এআই প্রসেসরে ব্যবহৃত উচ্চ-গতির মেমোরি চিপের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী। ফলে উন্নত সেমিকন্ডাক্টরের বাড়তি চাহিদার বড় সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হয়ে উঠেছে কম্পানিটি।

ব্যাপক হামলা

তেহরান, ২৪ জুলাই : ইরানের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে টানা ১৩তম রাতের মতো বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী, যার ফলে দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খুজেস্তান প্রদেশে অন্তত চারজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বা সেন্টকম জানায় যে তারা আইআরজিসি-র কমান্ড সেন্টার, ড্রোন গুদাম, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উপকূলাঞ্চলের নিরাপত্তা কেন্দ্রগুলো লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে। খুজেস্তান ছাড়াও লোরেস্তান ও হোরমোজগান সহ আরও ছয়টি প্রদেশে বিকট বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বাহরাইনের শেখ ঈশা এবং জর্ডনের আল-আজরাক বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত মার্কিন সেনা আবাসন, জ্বালানি ট্যাংক ও গুদাম লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরানি বাহিনী।

নাইজেরিয়ায় ৪৪ শিক্ষার্থী-শিক্ষক অপহরণে তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আবুজা, ২৪ জুলাই : নাইজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ওয়ো অঙ্গরাজ্যে ৪৪ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অপহরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আদালতে তারা অপরাধ স্বীকার করেছেন। সাজাপ্রাপ্ত তিন ব্যক্তি হলেন আব্দুরাজাক উমর (যিনি আবু খলিফা বা আবু খালিদ নামেও পরিচিত), ইউনুসা মুসা এবং শামসু আদামু সানি। তারা রাজধানী আবুজার একটি উচ্চ আদালতে সাজা ঘোষণার শুনানিতে হাজির হন। আদালতে তারা অপহরণের মূল পরিকল্পনাকারীদের বিষয়ে তথ্য গোপন করার অভিযোগ স্বীকার করেন। একইসঙ্গে তারা স্বীকার করেন যে, তারা জঙ্গিগোষ্ঠী বোকো হারামের একটি সহযোগী সংগঠনের সদস্য।

তবে ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে ওয়ো অঙ্গরাজ্যে স্কুল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অপহরণের পরিকল্পনায় অন্য সন্দেহভাজনদের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ তারা অস্বীকার করেন। তদন্তে আব্দুলরাজাক উমর আরও স্বীকার করেছেন, তিনি একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দিতেন। পাশাপাশি অবৈধ খনন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত থাকার কথা তিনি জানিয়েছেন। রায়ের প্রায় দুই সপ্তাহ আগে নাইজেরিয়ার কর্তৃপক্ষ জানায়, মে মাসে ওয়োর ওরিইরে জেলায় তিনটি স্কুলে চালানো সমন্বিত হামলায় অপহৃত ৪৪ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে উদ্ধার করা হয়েছে। এই অপহরণের ঘটনায় অভিভাবক, শিক্ষক সংগঠন ও অধিকারকর্মীরা ব্যাপক প্রতিবাদ করেন। তারা স্কুলগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার দাবি জানান।

'ওদের অপরাধ কী ছিল ?'

গাজা সিটি, ২৪ জুলাই : দিনটা শুরু হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই। তখন চলছে রমজানের মাস। সমস্ত বাচ্চা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রার্থনার লাইনে। আচমকাই খবর আসে ইরানে প্রথম মার্কিন হামলা হয়ে গিয়েছে। এরপরই প্রধান শিক্ষিকা ঘোষণা করেছিলেন দ্রুত স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে। খবর দেওয়া হচ্ছিল অভিভাবকদের, যাতে তারা এসে ছাত্রীদের নিয়ে যান। সেই মতো ছুটি দেওয়া শুরুও হয়ে যায়। কিন্তু আচমকাই গুঁড়িয়ে যায় স্কুলটা। মৃত্যু ১২০ শিশুকন্যা-সহ ১৫৬ জনের! আজ, এতদিন পরেও বিবিসি-র সঙ্গে কথা বলার সময় স্কুলের শিক্ষিকা আমাইনে নাদেমির দু'চোখে সেই মর্মান্তিক মৃত্যুস্রোতের বীভৎস বিষাদ। বলছেন, 'ওদের দোষ কী ছিল?'

৩৩ বছরের নাদেমি বলছেন, এটা আর স্কুল নেই, দেওয়ালে দেওয়ালে মৃত্যু, শোক আর রক্তের ছাপ! তাঁর মনে পড়ছে তিনি যে ক্লাসে ছিলেন, সেখানে আর পাঁচজন ছাত্রী ছিল। আচমকাই একটা বিস্ফোরণের শব্দ কানে আসে। সবে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, এমন সময় আবারও বিস্ফোরণ। স্কুলেই এসে পড়ল মিসাইল। নাদেমি বলছেন, আমি যে বাচ্চাটির হাত ধরেছিলাম, তাকেও খুঁজে পাইনি। খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। জানাচ্ছেন, তাঁর সারা শরীর দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর প্রথমদিনেই দক্ষিণ ইরানের ছোট্ট শহর মিনাবের ওই স্কুলে হামলা হয়। প্রাথমিকভাবে যার দায় স্বীকার করেনি আমেরিকা। উলটে ইরানের ঘাড়ে দোষ চাপান ট্রাম্প। তিনি বলেন, আমাদের মনে হয়, এটা ইরানের কাজ। ওদের দেশের স্কুলে হামলা চালিয়েছে ওরাই। অন্যত্র নিশানা করতে গিয়ে নিজেদের দেশের স্কুলেই হামলা চালিয়ে ফেলেছে। যদিও কিছু দিনের মধ্যেই মার্কিন গোয়েন্দাদের অভ্যন্তরীণ তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে চলে আসে। সেখানে বলা হয়, দক্ষিণ ইরানের মিনাবে চালানো প্রাণঘাতী হামলার জন্য সম্ভবত মার্কিন সেনাই দায়ী ছিল। এই নিয়ে জলঘোলা এখনও চলছে। কিন্তু সেসবে আর মাথাব্যথা নেই নাদেমির। বরং তাঁর এখনও মনে পড়ছে, নিজের রক্তে মাখা শরীরের কথা। মনে পড়ছে চারপাশে ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আটকে পড়া রক্তস্নাত শিশুগুলির কথা। ইরান যুদ্ধ কবে শেষ হবে জানা নেই। কিন্তু তা শেষ হয়ে গেলেও থেকে এই প্রশ্নটা। ওই ছোট্ট শিশুগুলির কী দোষ ছিল? লোভ ও আগ্রাসনের লেলিহান শিখায় কেন পুড়ে গেল অতগুলো তাজা প্রাণ? অবশ্য এও নাদেমি জানেন, এর উত্তর কোনওদিনই মিলবে না।

সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর, শনিবার ২৫ জুলাই, ২০২৬

একের পাতার পর

‘ক্লাউডবার্স্ট’ নয়, ৪৯৩ শতাংশ

কোথাও কোনও ক্লাউডবার্স্টের ঘটনা ঘটেনি। বরং ১৮ থেকে ২০ জুলাই নাগাল্যান্ড এবং অসমের কয়েকটি জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েকশো শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাতের জোড়া প্রভাবই এই বিধ্বংসী বন্যার মূল কারণ। এর আগে তিনি শেষ কয়েকবার অসমের বন্যার জন্য নাগাল্যান্ডে মেঘভাঙা বৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছিলেন। শুক্রবার সেই মন্তব্যের স্পষ্টকরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘ভারতীয় আবহাওয়া দফতর আমাদের জানিয়েছে, কোনও ক্লাউডবার্স্টের ঘটনা ঘটেনি। প্রযুক্তিগতভাবে এটি ছিল অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের একটি ঘটনা। সাধারণ বা রাজনৈতিক ভাষায় অনেকে একে ক্লাউডবার্স্ট বলতে পারেন, কারণ এর প্রভাব সেই রকমই ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে এটিকে ক্লাউডবার্স্ট বলা যাবে না।’ এর পরই বন্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে বিস্তারিত বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ১৮ থেকে ২০ জুলাই নাগাল্যান্ডে গড়ে স্বাভাবিকের তুলনায় ১৮১ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে কয়েকটি জেলার পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ। মোকোকচুং জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় ৪৯৩ শতাংশ, ওখা জেলায় ১০৮ শতাংশ এবং মন জেলায় ৪৫ শতাংশ বেশি বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে। একই সময়ে অসমের চরাইদেও জেলায় ৪০৬ শতাংশ এবং শিবসাগরে ১৩৪ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। তিনি বলেন, চরাইদেওতে যেখানে ওই সময়ে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা ছিল মাত্র ৩১.৭ মিলিমিটার, সেখানে প্রায় ১৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। শিবসাগরে স্বাভাবিক ৩৯.৯ মিলিমিটারের পরিবর্তে রেকর্ড হয়েছে ৯৩.২ মিলিমিটার।

এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এবারের বন্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর কথায়, ‘এটি ছিল একেবারে ‘ডবল ইমপ্যাক্ট’। একদিকে নাগাল্যান্ড থেকে বিপুল পরিমাণ জল অসমে নেমেছে, অন্যদিকে চরাইদেও জেলাতেও একই সময়ে অস্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্রও তখন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি জল বহন করছিল। ফলে চরাইদেও ও শিবসাগরের নদীগুলির জল ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশতে পারেনি। উপনদীগুলি উপচে পড়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়।’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবারের বন্যা অসমের চিরাচরিত বন্যার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। সাধারণত নদীর জল ধীরে ধীরে বাড়ায় মানুষ আগাম প্রস্তুতির সুযোগ পান। কিন্তু এবার পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। ১৮ জুলাই বিকেল তিনটা নাগাদ বৃষ্টি শুরু হয় এবং সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। মানুষ ঘর ছেড়ে বেরোনোরও সময় পায়নি। চরাইদেওর মানুষ আগে কখনও এ ধরনের বন্যার মুখোমুখি হননি। অনেকে শেষ পর্যন্ত বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বন্যার জন্য নাগাল্যান্ডের কোনও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কিংবা ড্যাম থেকে জল ছাড়াকে দায়ী করার জল্পনাও এদিন খারিজ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘নাগাল্যান্ডের কোনও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নেই। যে জল ছাড়ার কারণে এই বন্যা হয়েছে, এমন কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। যতদূর তথ্য রয়েছে, এই বন্যার একমাত্র কারণ অস্বাভাবিক মাত্রার বৃষ্টিপাত।’ তবে একইসঙ্গে তিনি জানান, একটি বড় জলাধার অসমকে আরও বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এনএইচপিসি-র জলাধার বিপুল পরিমাণ জল আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলেই লখিমপুর এবং ধেমাজি জেলাকে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি।’ উজান অসমের এই দুর্যোগ থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নেওয়ার কথাও বলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর বক্তব্য, এবারের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শুধু অসমের ভিতরে নয়, প্রতিবেশী পাহাড়ি রাজ্যগুলির সঙ্গেও আরও শক্তিশালী সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নাগাল্যান্ড-সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা, তথ্য আদান-প্রদান এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় যৌথ সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ২,০০০-রও বেশি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এবং প্রায় ১১ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর মধ্যে শুধু শিবসাগর ও চরাইদেও জেলাতেই প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। দুর্গতদের আশ্রয়ের জন্য ১৬২টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে ৪১ হাজারেরও বেশি মানুষ রয়েছেন। অসমের সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে কোনওরকম ঘাটতি না রাখতে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির জন্য ১১১ কোটি টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত দুর্গতদের মধ্যে ১৪ হাজার কুইন্টাল চাল, ২ হাজার কুইন্টাল ডাল, ৫৮ হাজার ৮২০ লিটার সর্ষের তেল-সহ বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে এই বরাদ্দ এবং ত্রাণসামগ্রীর পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, ‘পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ। আমরা শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। সব জেলার কমিশনার এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে মাঠপর্যায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছি এবং তার সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের মন্ত্রীরা ইতোমধ্যে দুর্গত এলাকায় রয়েছেন। আমিও আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে আবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাব, যাতে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ নিয়ে খতিয়ে দেখতে পারি।’

বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬১

জনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ২ হাজারেরও বেশি গ্রামে প্রায় ১১ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। যদিও অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এএসডিএমএ) শুক্রবার সন্ধ্যার বুলেটিনে ১২টি জেলার ৭ লক্ষ ৫ হাজার ১৪৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানানো হয়েছে। সরকারের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে গোলাঘাট, হোজাই, চরাইদেও, যোরহাট, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, নগাঁও, কামরূপ (মেট্রো), কার্বি আংলং, বিশ্বনাথ, ধেমাজি এবং শোণিতপুর, এই ১২টি জেলা বন্যাকবলিত। ৩৭টি রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত ৮৫৬টি গ্রাম এখনও প্লাবিত রয়েছে। বন্যার জেরে ৫৬ হাজার ৬০৯.৭৭ হেক্টর কৃষিজমি জলের তলায় চলে গিয়েছে, ফলে ব্যাপক ফসলহানির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, শহরাঞ্চলেও বন্যা পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। কামরূপ এবং কামরূপ (মেট্রো) জেলার ১০টি ওয়ার্ড বা এলাকায় এখনও প্রায় ১৪ হাজার ৯৮৬ জন মানুষ জলবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গত এলাকাগুলিতে উদ্ধার, ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন জেলা প্রশাসন, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা চালানো হচ্ছে। নদীগুলির জলস্তর কয়েকটি স্থানে নামতে শুরু করলেও একাধিক নদী এখনও বিপদসীমার কাছাকাছি বা তার উপরে বইছে। প্রশাসন পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে এবং নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রশ্নফাঁস রুখতে আইন

তাঁর সরকার। প্রশ্নফাঁস আইন সংশোধনীতে সায় দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। চলতি বাদল অধিবেশনেই সেই সংশোধনী পেশ হতে পারে।

গত ৩ মে ডাক্তারির সর্বভারতীয় পরীক্ষা হয়। লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া পরীক্ষায় বসে। কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই প্রকাশ্যে আসে প্রশ্নফাঁসের খবর। বাধ্য হয়ে পরীক্ষা বাতিল করে এনটিএ। হতাশায় বহু পড়ুয়া আত্মঘাতী হন। দেশজুড়ে দাবি ওঠে, পদত্যাগ করুন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশ্নফাঁসই ঘোর পাপ হয়েছে। তবে প্রশ্নফাঁসের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সরকার পদক্ষেপ করেছে। ১৩ জন অভিযুক্তকে ইতোমধ্যেই জেলে পাঠানো হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়, প্রশ্নফাঁস মামলার তদন্ত করার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক আদালত তৈরির নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে জানান, এই অপরাধ রুখতে কড়া আইন আনা হবে। সেই আশ্বাস পূরণ করে শুক্রবার ক্যাবিনেটে পেশ করা হয় পাবলিক এগজামিনেশন (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) অ্যাক্ট, ২০২৪ সংশোধনী বিল। শুক্রবার এই বিল পাস হয়েছে মন্ত্রিসভায়। চলতি বাদল অধিবেশনে সংশোধনী বিল পেশ হবে। সম্ভবত সোমবারই এই বিল পেশ হতে পারে। বর্তমানে এনডিএ দলগুলির হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সংসদের দুই কক্ষেই। ফলে বিল পাস করাতে মোদি সরকারের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে, দোষীদের তিন থেকে পাঁচ বছরের জেল, সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা—এসব শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। যে সমস্ত সংস্থা পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে, তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হলে প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের পাঁচ থেকে ১০ বছরের জেল এবং ১ কোটি টাকার জরিমানা হতে পারে। জরিমানার অঙ্কটা সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এই নতুন আইনের জেরে।

কেন্দ্র-সিজেপি বৈঠকে

আশ্বাসে রাস্তা জানান, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কেন্দ্র শনিবার দুপুর পর্যন্ত সময় চেয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করছি সরকার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে। তবে আমাদের দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন আরও বিস্তৃত হবে।’ বৈঠকে নিট সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের জেরে আত্মহত্যা করা ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ, আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর ও অন্যান্য মামলা প্রত্যাহারের বিষয়েও আলোচনা হয়। সিজেপি-র দাবি, এই দু'টি বিষয়ে সরকার নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা সিজেপি-কে জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে ইতোমধ্যেই সরকার একাধিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে পরীক্ষা ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর আইন ও সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিকে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু পুনরায় দাবি করেছেন, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নিয়ে আলোচনার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি বলেন, ‘সরকার আলোচনার পক্ষে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর আইন আনার আশ্বাস দিয়েছেন। বিরোধীরা যদি আলোচনা এড়ানোর অজুহাত খোঁজে, তা দেশের জন্য শুভ বার্তা নয়।’

এনটিএ-র ৪৭ জন আধিকারিককে

সূত্রে জানা গেছে। এই সিদ্ধান্ত এমন সময়ে নেওয়া হল, যখন নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ডাকে আয়োজিত ‘চলো সংসদ’ কর্মসূচিকে ঘিরে দিল্লিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, জাতীয় শিক্ষা নীতির পুনর্বিবেচনা এবং এনটিএ-র কার্যপদ্ধতির সংস্কারের দাবি জানিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিনিধি দল সিজেপি-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। বৈঠকে সংগঠনের মুখপাত্ররা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের দাবিগুলি পূরণ না হলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে এবং দেশজুড়ে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সিজেপি-র অভিযোগ, জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বারবার অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও এনটিএ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, পরীক্ষা পরিচালনার পুরো ব্যবস্থার সংস্কার এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবিও তুলেছে সংগঠনটি।

কলকাতায় উত্তেজনা, পুলিশের

প্রাথমিকভাবে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি এই প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয়। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) কলকাতা শাখারও কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তাঁরা সরে দাঁড়ায়। তবে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির পাশাপাশি কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরাও বিক্ষোভে অংশ নেন। এছাড়া কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পতাকা, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে মিছিলে যোগ দেন। দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতলা চত্বরে বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‍্যাফ) মোতায়েন করা হয়। প্রথমে ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকানোর চেষ্টা করা হলেও পরে আন্দোলনকারীদের একাংশ ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের উদ্দেশে ইট ও বোতল ছোড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ডোরিনা ক্রসিং এলাকায় কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এর জেরে ধর্মতলা ও শিয়ালদহ চত্বর দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং যান চলাচল ব্যাহত হয়।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের দাবি, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, শুধু নিট নয়, গত কয়েক বছরে একাধিক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তাই পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের একাংশ অভিযোগ করেন, তাঁদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে কিছু দুষ্কৃতী ভণ্ডুল করে দেয়। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী দাবি করেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে কিছু ব্যক্তি পুলিশের দিকে ইট ও বোতল ছুড়তে শুরু করলে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলন চলাকালীন জাতীয় পতাকা উল্টোভাবে প্রদর্শনের ঘটনাও সামনে এসেছে, যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। বিক্ষোভ চলাকালীন কয়েকজন সাংবাদিকও হামলার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

চার ঘণ্টার শাহি ‘স্ট্র্যাটেজি’তে

সোনমের স্বাস্থ্য ও ভালো থাকাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে জিতেন্দ্র সিং সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমোর সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, ওই সমাজকর্মীর উত্থাপিত বিষয়গুলির সমাধানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি তাঁকে অনুরোধ করা হয় তিনি নিজে যেন সোনমকে আর্জি জানান অনশন ভাঙার। পরে রাতের দিকে নাড্ডা ও জিতেন্দ্র মেদান্ত হাসপাতালে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন সোনমের সঙ্গে। তাঁকে কেন্দ্রের তরফে দেওয়া চিঠিটি পৌঁছে দেন। তাতে ওই সমাজকর্মীকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। এতেই বরফ গলে। অনশনে রাজি হন সোনম।

নিট প্রশ্নফাঁসের জবাবদিহি চেয়ে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বদলের দাবিতে গত ২৬ জুন দিল্লির যন্তর মন্তর আমরণ অনশন শুরু করেন সোনম। পাশে পান ককরোচ জনতা পার্টিকে। সেই আন্দোলনই ধীরে ধীরে বড়সড় বিদ্রোহের রূপ নেয় রাজধানীর বুকে। অবশেষে হাসপাতালে চিকিৎসারত সোনম অনশন ভাঙলেন। রাতে সোনমের অনশন ভাঙার খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘সোনমজিকে অনুরোধ জানাই তিনি যেন চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলেন। দ্রুত দৈনন্দিন জীবনে ফিরুন, তাঁর স্বাভাবিক ওজন ফিরে আসুক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সোনমজি যেন সুস্থ থাকেন।’ অন্যদিকে, ককরোচ জনতা পার্টিও স্বাগত জানিয়েছে অনশন ভঙ্গের সিদ্ধান্তকে। তাঁদের মতে, ‘সোনম স্যার অনশন ভেঙেছেন সেটা আমাদের জন্য খুবই স্বস্তির। নিজের জীবন বাজি রেখে গোটা দেশের চেতনাকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন। আমাদের দেশের জন্য আপনার প্রাণ অত্যন্ত মূল্যবান।’

আচমকা ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয়

রাষ্ট্রপতি ভবনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শে রবনীত সিং বিট্টুর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। এর ফলে অবিলম্বে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি পেলেন। রবনীত সিং বিট্টু ২০২৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পঞ্জাবের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বেয়ন্ত সিংয়ের পৌত্র বিট্টু ২০২৪ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। পরে তিনি রাজস্থান থেকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। তবে চলতি বছরের জুন মাসে তাঁর রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তাঁকে পুনরায় মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।

বিদেশি শক্তি জড়িত থাকার

শুক্রবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল একথা স্পষ্ট করেন। জয়সওয়াল বলেন, সিজেপি-র আন্দোলনের পেছনে কোনও বিদেশি শক্তির সম্পৃক্ততা রয়েছে, এমন তথ্য সরকারের কাছে নেই। তিনি বলেন, এ ধরনের অভিযোগের পক্ষে সরকারের কাছে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ নেই। একই সঙ্গে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, ভারত একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ এবং সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে শান্তিপূর্ণভাবে মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদ করার অধিকার দিয়েছে। তবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের।

রিল বানান, ইনস্টাগ্রামে সক্রিয়

পরামর্শ দিয়েছেন ‘দেশের যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে বেশি করে রিল পোস্ট করুন। ইনস্টাগ্রামে আরও সক্রিয় হোন’। সূত্রের খবর, মন্ত্রিসভার সদস্যদের এমনই পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি মনে করেন, সামাজিক মাধ্যম, বিশেষত ইনস্টাগ্রামে নানা ধরনের পোস্টই দেশের তরুণ-তরুণীদের আরও কাছে পৌঁছোনোর পথ!

শুক্রবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোদি মন্ত্রীদের কাছ থেকে জানতে চান, তাঁদের মধ্যে কতজন ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করেন? তার পরেই প্রধানমন্ত্রী জোর দেন, দেশের তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশই ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে সময় কাটায়। সরকারের উচিত সেই প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের পরামর্শ দিয়েছেন, শুধু সরকারের উদ্যোগ বা প্রকল্প নিয়ে তথ্য পোস্ট করলেই হবে না। তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ বাড়ানো যায়, সেদিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আর তার সহজ এবং আকর্ষণীয় পন্থা ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করা। সেই প্ল্যাটফর্মে বেশি করে রিল পোস্ট করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। কী ধরনের বিষয়বস্তু পোস্ট করলে তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করা যাবে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

পাহাড় লাইনে ধস, ট্রেন চলাচল

বাতিল করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেল সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের ১১৮/১-৩ কিলোমিটার অংশে প্রায় ২০০ মিটার এলাকাজুড়ে ১ নম্বর ও ২ নম্বর রেললাইনের নীচের মাটি ধসে পড়ে। এর ফলে রেললাইন দু'টি বেঁকে যায় এবং ট্রেন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ওই দুই লাইনে সম্পূর্ণভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে স্টেশনের ৩ নম্বর লাইন দিয়ে ঘণ্টায় মাত্র ১০ কিলোমিটার গতিবেগে ট্রেন চলাচল করানো হচ্ছে। ফলে একাধিক যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন নির্ধারিত সময়ের তুলনায় বিলম্বে চলাচল করছে।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত মেরামত করে ১ ও ২ নম্বর লাইন পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়েছে। তবে পাহাড়ি এলাকার প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে লামডিং-বদরপুর সেকশনে নিয়মিত ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও তিন থেকে চার দিন সময় লাগতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের শীর্ষ আধিকারিকরা পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাচ্ছেন এবং যত দ্রুত সম্ভব সম্পূর্ণ রেল পরিষেবা পুনরুদ্ধারের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ধসের কারণে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ২৪ ও ২৫ জুলাইয়ের ১৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস এবং ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ট্রেন দু'টি বাতিল করা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের ভ্রমণের আগে ট্রেনের সর্বশেষ অবস্থান যাচাই করে নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে।

হিমালয় ক্ষতবিক্ষত, তারই মাসুল দিচ্ছে উত্তর-পূর্ব, বলছেন বৈজ্ঞানিকরা

বিকশিত হিমালয় নিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সেমিনার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৪ জুলাই : ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-র লক্ষ্যপূরণে হিমালয় অঞ্চলের পরিবেশ সংরক্ষণ, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরে শুক্রবার থেকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হল দু'দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের দ্বারা হিমালয়ের ক্ষতির বলে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে উত্তর-পূর্বে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঘন ঘন বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপিনচন্দ্র পাল সেমিনার হলে ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭-র লক্ষ্যপূরণে হিমালয়ের ভূমিকা’ শীর্ষক এই জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর) ক্লাব, ‘কানেক্টিং হিমালয়া’-র সহযোগিতায়। উত্তর-পূর্ব পরিষদ (এনইসি) এবং কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের অর্থানুকূল্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতিথিদের সংবর্ধনার পর স্বাগত ভাষণ দেন সেমিনারের আহ্বায়ক অধ্যাপক অরুণজ্যোতি নাথ। এদিন ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭-র লক্ষ্যপূরণে হিমালয়ের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারের সারসংক্ষেপ গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক সুদীপ্ত রায়, গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায় এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক দিলীপচন্দ্র নাথ।

প্রকৃতি সংরক্ষণকে উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে অধ্যাপক দিলীপচন্দ্র নাথ বলেন, ‘হিমালয় শুধু একটি পর্বতমালা নয়, সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তি। প্রকৃতিকে রক্ষা না করে কোনও দেশ কখনও প্রকৃত অর্থে বিকশিত হতে পারে না। তাই বিকশিত হিমালয়ই বিকশিত ভারতের পূর্বশর্ত।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজকে সঠিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার কেন্দ্র।’ সেমিনারের মুখ্য অতিথি, হেমবতী নন্দন বহুগুণা গড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অন্নপূর্ণা নৌটিয়াল হিমালয়ের পরিবেশগত সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘হিমালয় আজ রক্তক্ষরণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড তার স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও ঘন ঘন এবং আরও ভয়াবহ হবে। দুর্যোগের সময় আমরা সচেতন হই, কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই সব ভুলে যাই। এই মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি।’

তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বের হিমালয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে অধ্যাপক নৌটিয়াল সতর্ক করে বলেন, ‘বড় বড় জলাধার ভবিষ্যতে ‘ওয়াটার বম্ব’-র মতো বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কোনও বড় ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিপুল পরিমাণ জল একসঙ্গে নেমে এলে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।’ একইসঙ্গে সীমান্ত এলাকায় ধাপে ধাপে অনুপ্রবেশের কৌশল বা ‘সালামি স্লাইসিং’-কেও তিনি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজীবমোহন পন্থ বলেন, ‘হিমালয়ের বর্তমান স্বাস্থ্যই গোটা দেশের পরিবেশগত ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। উত্তর-পূর্ব ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘন ঘন বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে হিমালয়ের পরিবেশগত অবনতির স্পষ্ট যোগ রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতিকে ধ্বংস করে নয়। আজ উন্নয়নের নামে পাহাড়ে যেভাবে পরিকল্পনাহীনভাবে হোটেল, বাড়িঘর ও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে উঠছে, তা ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক। আমরা যদি হিমালয়কে ধ্বংস করি, তা হলে শেষ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। প্রতিটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বাস্তবতা অনুযায়ী পৃথক ও টেকসই উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করতে হবে।’ উদ্বোধনী অধিবেশনের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেমিনারের সাংগঠনিক সচিব ড. অদিতি নাথ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দু'টি পৃথক কারিগরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল ‘ঝরনা ব্যবস্থাপনা ও জল নিরাপত্তা’। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সোহেল ফেরদৌস ও অধ্যাপক জেসি কুনিয়াল। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. রাজেশ যোশি এবং ড. বিনেশ ভাটিয়া। একই সময়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কারিগরি অধিবেশনের বিষয় ছিল ‘কৌশলগত গুরুত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা’। অধ্যাপক ডিসি নাথ এবং অধ্যাপক অন্নপূর্ণা নৌটিয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে মূল বক্তব্য পেশ করেন ড. নগেন্দ্র এস রাওয়াত। আয়োজকরা জানিয়েছেন, শনিবার সেমিনারের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে হিমালয় অঞ্চলের পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জল নিরাপত্তা, সীমান্ত সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-র লক্ষ্যপূরণে হিমালয়ের বহুমাত্রিক ভূমিকা নিয়ে আরও একাধিক কারিগরি অধিবেশন ও মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

৪২৩২টি পদ খালি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : বর্তমানে রাজ্যে ১৪টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সক্রিয় রয়েছে। আর এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোতে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৪,৭৫৪টি। যার মধ্যে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, কর্মচারী সহ অন্যান্য পদ মিলিয়ে মোট ৪২৩২টি পদ খালি হয়ে রয়েছে। পর্যায়ক্রমে খালি পদগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমদের এক প্রশ্নের জবাবে শুক্রবার বিধানসভায় এই তথ্য দেন মন্ত্রী অশোক সিংহল। তিনি জানান, বর্তমানে দশটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ পূর্ণ গতিতে চলছে। যার মধ্যে বঙাইগাঁও, বিশ্বনাথ এবং তামুলপুরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। আগামী বছর এই তিনটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল উদ্বোধন করা হবে। বাদবাকি সাতটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। অন্য প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী সিংহল জানান, চারটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

২৪৯৯টি গ্রাম প্রধান পদ খালি

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : রাজ্যের ১১৮৫৯টি রাজস্ব গ্রামে বর্তমানে গ্রাম প্রধান রয়েছেন। তবে আজও ২৪৯৯টি গ্রাম প্রধানের পদ খালি হয়ে রয়েছে। খালি পদগুলো পূরণের ব্যাপারে নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসনগুলো। বর্তমানে খালি পদ পূরণের প্রক্রিয়া চলছে। বিধায়ক বিনোদ হাজরিকার এক প্রশ্নের জবাবে শুক্রবার বিধানসভায় একথা জানান মন্ত্রী কেশব মহন্ত। তিনি জানান, ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে পারিতোষিক হিসেবে গ্রাম প্রধানরা ১৪ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। অবসর গ্রহণের পর গ্রাম প্রধানদের এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন।

৮,২৫,০১৭ বিঘা জমি নদীতে নিশ্চিহ্ন

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : রাজ্যে ভাঙন সমস্যা কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, শুক্রবার বিধানসভায় দেওয়া মন্ত্রীর তথ্যে তা সামনে এল। এদিন বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলি চৌধুরীর এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী কেশব মহন্ত জানান, বর্তমানে রাজ্যের ৮,২৫,০১৭ বিঘা জমি নদীর জলে তলিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত আংশিকভাবে ১০২৩টি গ্রাম এবং সম্পূর্ণরূপে নদীর জলে তলিয়ে গেছে ৪৮০টি গ্রাম। অন্য প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মহন্ত জানান, বর্তমানে ১৮,০১,৯৫৩.৫৩৬ হেক্টর বনাঞ্চল রয়েছে রাজ্যে। যার মধ্যে ৩,১২,৯৮২.১৭৫ হেক্টর দখলে রয়েছে।

আমসু-র বিক্ষোভ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন আরও জোরদার করল অল অসম মাইনোরিটিজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আমসু)। শুক্রবার নগাঁও জেলার জুরিয়া এবং কোকরাঝাড়ে পৃথক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি। বিক্ষোভ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

জুরিয়ায় আমসু-র সদস্য ও সমর্থকেরা প্রধান বাজার এলাকায় সমবেত হয়ে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) চলমান আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পুলিশ ও প্রশাসনের উপস্থিতিতে বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং নিট পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি তোলেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের ফলে হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। তাই দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তাঁরা। আমসু-র পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবিও জানানো হয়। সংগঠনের নেতারা সতর্ক করে বলেন, দাবিপূরণ না হলে আগামী দিনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

অন্যদিকে, কোকরাঝাড়ে আমসু-র সদস্যরা কালো ব্যাজ ধারণ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। দিল্লির যন্তর-মন্তরে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সংহতি জানাতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জ ও বলপ্রয়োগ গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। তাঁরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা কেন্দ্র সরকার ও দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আমসু নেতৃত্বের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকার রক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানানো হয়।

উল্টোরথে শিলচরে ভক্তদের ঢল

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর ২৪ জুলাই : শুক্রবার ধর্মীয় ভাবাবেগের মধ্যে শিলচরে পরিক্রমা করলো বিভিন্ন মন্দিরের উল্টোরথ। উল্টো রথযাত্রাকে ঘিরে শহরে এদিন ঢল নামে ভক্তদের। শহরে এদিনও খুব বেশি ভিড় পরিলক্ষিত হয় ইসকনের রথকে ঘিরে। রাঙ্গিরখাড়ির ‘মাসির বাড়ি’ থেকে শুরু হওয়া ইসকনের সুসজ্জিত রথ জয় জগন্নাথ ধ্বনি ও ভজন-কীর্তনের মধ্যে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে অম্বিকাপট্টি চৌরঙ্গী এলাকার মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়। ইসকনের রথকে ঘিরে এদিন সকাল থেকেই রাঙ্গিরখাড়িতে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। ফুল, বর্ণীল পতাকা ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীকে সুসজ্জিত রথে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা-অর্চনার পর যাত্রার সূচনা হয়। ভক্তরা ভক্তিগীতি ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে রথের দড়ি টেনে শহরের পথে পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

ইসকনের মতোই শহরের শ্যামসুন্দর মন্দির, নরসিং মন্দির, গোপাল জিউর মন্দির, গৌড়ীয় মঠ-সহ অন্যান্য মন্দির থেকেও এদিন রথ বের করা হয়। প্রতিটি রথকে ঘিরেই ছিল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। উল্টো রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে রাধামাধব রোডে বসে ঐতিহ্যবাহী রথের মেলা। খেলনা, মাটির সামগ্রী, ধর্মীয় উপকরণ, মিষ্টি, ফাস্টফুড ও বিভিন্ন ধরনের দোকানে দিনভর ছিল মানুষের ভিড়। রথ কেন্দ্রিক এই ভিড়কে ঘিরে এদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হতেও দেখা যায়।

৪৮০ পাক সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল বাতিল!

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : দেশের পড়ুয়াদের ক্ষোভকে কাজে লাগাচ্ছে বিদেশি শক্তিগুলি। এমন একটা গুঞ্জন কিন্তু আন্দোলন শুরুর সময় থেকেই শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশের তরফে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ‘ভুয়ো খবর’ নিয়ে। বলা হয়েছে, প্রায় ৪৮০ পাক সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল বাতিল করা হয়েছে। এক ভিডিও বার্তায় দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এর নেপথ্যে পাকিস্তানের বহু অ্যাকাউন্টের সন্ধান সত্যিই মিলেছে। এক ভিডিওয় জানানো হয়েছে, ‘আমরা লক্ষ করেছি যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের এমন ৪০০টিরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টকে সনাক্ত করা হয়েছে। এরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভুয়ো তথ্য ও গুজব ছড়াচ্ছে। সেগুলিকে ব্লক করা হচ্ছে।’ কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গেই এটাও বলা হয়েছে, অপারেশন সিঁদুরের সময়ে ওই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল ভুয়ো খবর ছড়ানোর জন্য। পুলিশ জানাচ্ছে, এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষকে উসকে দেওয়া। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা। এরপরই সকলকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, যেন কোনও শিক্ষার্থীই এমন ভুয়ো পোস্ট, সম্পাদিত ভিডিও কিংবা বেনামি অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা কনটেন্ট থেকে প্রভাবিত না হন। এমনিতেই দিল্লিতে আন্দোলনের নামে ভাঙচুর, পুলিশের উপর হামলার যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, তাতে কড়া অবস্থান নিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

ভিত্তিবছর ১৯৭১ সাল, ঐতিহাসিক ভুল, অন্যায়ও : পীযূষ

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : বিদেশি সনাক্তকরণে গোটা দেশে ১৯৫১ সাল ভিত্তিবছর হলেও অসমের ক্ষেত্রে কিন্তু রয়েছে ১৯৭১ সাল। যা নিয়ে প্রবল আপত্তি তুললেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। শুক্রবার বিধানসভায় বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এক সংকল্প প্রস্তাবের জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী পীযূষ বলেন, অসমের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সাল ভিত্তিবছর ঐতিহাসিক ভুল। যার জন্য অসহ্যকর বোঝা বইতে হচ্ছে অসমকে। এই ভিত্তিবছর বিপজ্জনক। রাজ্যবাসীর সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। একটি দেশে দু'টি ভিত্তিবছর কেমন করে হতে পারে। আর এর জন্য দায়ী কংগ্রেস। ১৯৭১ সাল ভিত্তিবছর করে অসমকে কংগ্রেস শেষ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, বিজেপি কখনই ১৯৭১ সালের পক্ষে নেই। ১৯৫১ সালের পক্ষে রয়েছে বিজেপি।

পরিবহন নিগমে নতুন নিয়োগের পরিকল্পনা নেই

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : বর্তমানে রাজ্য পরিবহন নিগমের নিজস্ব ৭৬০টি বাস রয়েছে। যার মধ্যে ৬৫১টি বাস নিয়মিত চলাচল করছে। শুক্রবার বিধায়ক চক্রধর গগৈয়ের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে বিধানসভায় এই তথ্য দেন মন্ত্রী চরণ বড়ো। অন্য প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বড়ো জানান, বর্তমানে ৪০৫ জন নিয়মিত এবং ১৩২৭ জন চুক্তিভিত্তিক মিলিয়ে নিগমে মোট ১৭৩২ জন কর্মচারী রয়েছেন। তবে এই মুহূর্তে নিগমে নতুন নিয়োগের কোনও পরিকল্পনা নেই। ভবিষ্যতে প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে নতুন নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি জানান, নিগমকে শক্তিশালী এবং সচল করে তুলতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত লাভের মুখ দেখা যায়নি।

এনডিএফবি-র ৩০৮ সদস্য কারামুক্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : বড়ো চুক্তির পর আজ পর্যন্ত এনডিএফবি-র ৩০৮ জন সদস্যকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে আজও রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারের এনডিএফবি-র ৮ জন সদস্য রয়েছেন। কবে তারা মুক্তি পাবেন, সেটা তাদের বিরুদ্ধে চলতি মামলার উপর নির্ভর করছে। শুক্রবার অখিল গগৈয়ের এক প্রশ্নের জবাবে বিধানসভায় এই তথ্য দেন মন্ত্রী চরণ বড়ো। তিনি জানান, ২০২০ সালে চুক্তির পর এনডিএফবি-র তরফে ২১১৭টি মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে তালিকা দেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ৪২৭টি মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বড়ো জানান, এখনও পর্যন্ত বড়ো চুক্তির ১৫টি দফা পূর্ণাঙ্গ এবং ৫টি দফা আংশিকভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। বাকি দফাগুলো বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের বেহাল সড়ক নিয়ে এবার বিধানসভায় সরব আমিনুর, সন্তোষ

কুবাদ উদ্দিন আহমদ

নিলামবাজার, ২৪ জুলাই : দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রসিদ চৌধুরী শিক্ষার পর শুক্রবার বিধানসভায় দক্ষিণ করিমগঞ্জের বেহাল রাস্তাঘাট, বন্ধ পানীয়জল প্রকল্প সহ ভারতমালার কাজে দুর্নীতিগ্রস্ত জমি নিয়ে বিধানসভায় সরব হওয়ায় এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রসিদ চৌধুরী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব অভিযোগ ও অচলাবস্থা নিয়ে সরব হওয়ার পর শুক্রবার দক্ষিণ করিমগঞ্জের একাধিক সমস্যা বিধানসভায় তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, ফকিরবাজার-নিলামবাজার লঙ্গাই নদী তীরবর্তী পূর্ত সড়কটিতে বড় বড় গর্ত হয়ে অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিলামবাজার-লাটিরঘাট হয়ে মহিশাসন ইন্দো-বাংলা সীমান্ত হয়ে ফকিরবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কটি। এছাড়া নিলামবাজার থেকে লঙ্গাইঘাট হয়ে করিমগঞ্জ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। এলাকাবাসীর জীবনরেখা হিসেবে পরিচিত সড়কটি একেবারে বেহাল ও দৈন্যদশায় ভুগছে। এছাড়া ভারতমালার কাজে অনেক রাস্তা ব্যবহার করে বেহাল অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ সহ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এনএইচআইডিসিএল এই রাস্তাগুলোর দেখভাল করছে না বলে জনগণের অভিযোগ রয়েছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জের নিলামবাজার-ফকিরবাজার পূর্ত রাস্তা সহ অন্যান্য বেহাল সড়কগুলোর আশু সমাধান করতে বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি। এদিকে, ভারতমালার রাস্তায় নিলামবাজার সার্কলের অন্তর্গত কিছু স্বার্থান্বেষী শাইল ধানের জমিকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেখিয়ে ভারতমালার থেকে মোটা অংকের অর্থ আত্মসাতের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জনতার অভিযোগ রয়েছে। এগুলোর তদন্তের জন্য বিধায়ক আমিনুর রসিদ চৌধুরী বিধানসভায় জোর দাবি উত্থাপন করেছেন।

এদিকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল জল জীবন মিশনের বন্ধ ও অনিয়মিত প্রকল্পগুলো পুনরায় চালু করার আশ্বাস প্রদান করেছেন। পূর্ত বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগগুলির দাবিগুলো শীঘ্র সমাধান করা হবে বিধানসভায় বিধায়ককে আশ্বস্ত করা হয়েছে বলে তিনি এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন। দক্ষিণ করিমগঞ্জের নানা সমস্যার কথা চলতি বিধানসভায় তুলে ধরার জন্য এই কেন্দ্রের সর্বস্তরের জনসাধারণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিধায়ক আমিনুর রসিদ চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

নারী কেলেঙ্কারি : নৈতিক স্খলনের অভিযোগ প্রমাণিত
জামায়াত এমপি গাজী নজরুল ইসলাম বহিষ্কার

আমিনুল হক ভূইয়া

ঢাকা, ২৪ জুলাই : নৈতিক স্খলনের অভিযোগে সাংগঠনিক তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার দাবি তুলে সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর-কালিগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে বহিষ্কার করেছে দলটি। বুধবার বিকেল ৪টায় রাজধানীর মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেতার সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দলের আমির ডাঃ শফিকুর রহমান এমপি। বৈঠক শেষে দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি এহসানুল মাহবুব জুবায়ের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের পর দলীয়ভাবে তদন্ত পরিচালনা করা হয়। সেই তদন্তে গাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বলে নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ৬২ নম্বর ধারা অনুযায়ী তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তার বহিষ্কারের বিষয়টি অবিলম্বে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নৈতিকতা, আদর্শ, চরিত্র ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের রাজনীতির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করে আসা একটি দলের জন্য এ ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে বড় ধরনের অস্বস্তি। জনসমক্ষে নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর দলটির ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিশ্লেষকদের আরও অভিমত, ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা বলা বা নৈতিকতার আহ্বান জানানোই যথেষ্ট নয়; সেই আদর্শের প্রতিফলন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনেও থাকতে হয়। অন্যথায় বক্তব্য ও বাস্তব আচরণের মধ্যে বৈপরীত্য তৈরি হলে জনগণের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। তবে গাজী নজরুল ইসলাম এ অভিযোগ সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। একইভাবে নির্বাচন কমিশনও এখন পর্যন্ত তার সংসদ সদস্যপদ বা পরবর্তী সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। দলীয় বহিষ্কারের এই সিদ্ধান্তের পর তার সংসদ সদস্য হিসেবে ভবিষ্যৎ অবস্থান, আসনটির প্রতিনিধিত্ব এবং নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক ও আইনি অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন ও সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সেদিকেই এখন সবার নজর।

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ এসইউসিআই (সি)-র

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৪ জুলাই : নাগাল্যান্ডের মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট আসামের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ, আশ্রয় এবং পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয়জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হোক। সেইসঙ্গে পর্যাপ্তসংখ্যক ত্রাণ শিবির খোলা, খাদ্য ও পানীয়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া বন্যায় মৃত্যু ঘটা মানুষের পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অন্তত ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও দাবি জানানো হয়েছে দলের তরফে।

বর্ষাকালে জননিরাপত্তার স্বার্থে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধের উপর ভারি যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি প্রশাসনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৪ জুলাই : চলমান বর্ষা মরসুমে বাঁধের ওপর আরও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ এবং সম্ভাব্য বন্যার ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে কাছাড় জলসম্পদ বিভাগের অধীন চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধসমূহের উপর দিয়ে ভারি বাণিজ্যিক যানবাহনের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। কাছাড় জলসম্পদ বিভাগের কার্যনির্বাহী বাস্তুকারের দাখিল করা এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ) এই নির্দেশ জারি করেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধের উপর দিয়ে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত ভারি যানবাহনের অব্যাহত চলাচলের ফলে বাঁধগুলির কাঠামোগত স্থিতিশীলতার উপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, এভাবে চলতে থাকলে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে বন্যা, জরুরি পরিষেবার ব্যাঘাত, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং জননিরাপত্তার উপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টি হতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ধারা ৩৪(খ)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জেলা প্রশাসন সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধগুলির উপর দিয়ে সকল ভারি বাণিজ্যিক যানবাহন, অতিরিক্ত বোঝাই যানবাহন, বালুবাহী ট্রাক, মাটিভর্তি ডাম্পারসহ অন্যান্য ভারি যানবাহনের চলাচল নিষিদ্ধ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। প্রশাসনের আধিকারিকগণ জানান, টানা বৃষ্টিপাত এবং বর্ষাকালে নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে বাঁধগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর উদ্দেশ্যেই এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ প্রতিরোধের স্বার্থে পরিবহন সংস্থা এবং যানবাহনের মালিকদের পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসন আবেদন জানিয়েছে। প্রশাসন সতর্ক করে জানিয়েছে যে, এই নির্দেশ অমান্য করলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলা প্রশাসন সাধারণ মানুষ এবং পরিবহন সংস্থাগুলির কাছে সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেছে যে, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধগুলির উপর দিয়ে ভারি যানবাহনের চলাচল সীমিত করা বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো সুরক্ষা এবং বর্ষাকালে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

বাজারিছড়া সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ শিবির ৩৫ জনের অস্ত্রোপচার

এসএম জাহির আব্বাস

স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ শিবির শেষে একফ্রেমে আয়োজক ও নার্সদের একাংশ।

কটামণি, ২৪ জুলাই : জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শ্রীভূমি জেলা স্বাস্থ্য সমিতি ও বাজারিছড়া হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বাজারিছড়া সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ (স্টেরিলাইজেশন) শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ৩৫ জন মহিলার সফলভাবে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই অস্ত্রোপচার পরিচালনা করেন স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নীলাদ্রিশেখর দাস। প্রতিটি অস্ত্রোপচার স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারি নির্দেশিকা মেনে সম্পন্ন হওয়ায় অংশগ্রহণকারী মহিলারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। অস্ত্রোপচারের আগে প্রত্যেক উপভোক্তার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এই প্রয়োজনীয় পরীক্ষার দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। রোগীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অত্যন্ত যত্নসহকারে সম্পন্ন করা হয়। এদিনের সমগ্র শিবির পরিচালনা ও সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন বাজারিছড়া হাসপাতালের পক্ষ থেকে দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ও অজয় নাগ। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিকল্পনায় শিবিরটি সুশৃঙ্খল ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়। শিবিরের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হাসপাতালের এএনএম, জিএনএম, আশাকর্মী ও আশা সুপারভাইজাররা। রোগীদের নিবন্ধন, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, অস্ত্রোপচারের পূর্ব ও পরবর্তী পরিচর্যা এবং সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে তারা শিবিরটিকে সফল করে তুলতে বিশেষ অবদান রাখেন। শিবির সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বাজারিছড়া হাসপাতালের ইনচার্জ ডাঃ শাহজাহান বড়ভূইয়া বলেন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিবিরে অংশগ্রহণকারী সব উপভোক্তা, চিকিৎসক, নার্সিং কর্মী, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, আশাকর্মী, আশা সুপারভাইজার এবং সংশ্লিষ্ট সব স্বাস্থ্যকর্মীর সহযোগিতা ও নিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আশাপ্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এধরনের জনকল্যাণমূলক স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আরও উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

তিনের পাতার পর

বরাক ভ্যালি সচিবালয় নিয়ে

সমস্ত দফতর, আধিকারিক এবং নির্মাণকারী সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বজায় রাখার কথাও বলেন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল।

এদিনের বৈঠকে প্রকল্পের কাজ সময়মতো শেষ করতে বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়ানোর পাশাপাশি নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কাজের কোনও পর্যায়ে যাতে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। বৈঠকে পূর্ত বিভাগের (বিল্ডিং) চিফ ইঞ্জিনিয়ার মহেন্দ্র মোহন দাস, বরাক ভ্যালি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি পঙ্কজ কুমার দাস, বিআইপিএলের প্রতিনিধি যশ ভারতীয়, প্রজেক্ট ম্যানেজার ভাস্কর রায় এবং পূর্ত বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দফতরের শিখা কটকি উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের নির্মাণকাজের বিভিন্ন দিক, বর্তমান অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের স্পষ্টভাবে জানান, বরাক ভ্যালি সচিবালয় প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করাই এখন অন্যতম লক্ষ্য। কাজের প্রতিটি স্তরে নিয়মিত নজরদারি ও কার্যকর সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। কোনও সমস্যা দেখা দিলে তা ফেলে না রেখে দ্রুত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকল্পের কাজে গতি বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনেরও নির্দেশ দেন তিনি।

বৈঠক সম্পর্কে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন অসম সরকার বরাক উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বরাক ভ্যালি সচিবালয় সেই বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বরাক উপত্যকার প্রশাসনিক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। একই সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও দ্রুত, সহজ ও কার্যকর ভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। কৃষ্ণেন্দু পাল আরও বলেন, বরাক ভ্যালি সচিবালয় চালু হলে উপত্যকার প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত ও গতিশীল হবে। বিভিন্ন সরকারি দফতরের কাজের মধ্যে সমন্বয় বাড়ার পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও গতি আসবে। বরাক উপত্যকার মানুষের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করে এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল।

শ্রীভূমিতে উল্টোরথে ভক্তদের

ভক্তরা বিশ্বাস করেন, ভগবান জগন্নাথের রথ টানার মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা যায় এবং জীবনের নানা অশুভ শক্তি ও বিপদ থেকে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই উল্টোরথের দিন সকাল থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভক্তরা রথের সামনে ভিড় করেন। অনেকেই রথের দড়ি স্পর্শ করে প্রণাম করেন, কেউ আবার রথের চাকার সামনে নারকেল, ফুল, ফল ও প্রসাদ নিবেদন করেন।

শুক্রবার উল্টোরথ উপলক্ষে টাউন কালীবাড়ির রথ বের হয়। অগণিত ভক্তদের সঙ্গে রথের রশি টেনে নিয়ে যান রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, প্রাক্তন জেলা বিজেপির সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যরা। উল্টোরথ উপলক্ষে টাউন কালীবাড়ি রোডে বসে মেলা। হরেক রকমের পসরা নিয়ে হাজির হন ব্যবসায়ীরা। মিষ্টি, খেলনা, পুজোর সামগ্রী থেকে শুরু করে নানা ধরনের খাবারের দোকানও বসে। শিশুদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মেলায় এসে কেনাকাটা ও আনন্দে মেতে ওঠেন তাঁরা। ফলে ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি উল্টোরথকে ঘিরে তৈরি হয় এক সামাজিক মিলনমেলার আবহ। ভিড় সামলাতে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ রথযাত্রার পথগুলিতে মোতায়েন থাকে পুলিশ বাহিনী। যানজট নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নজরদারি চালানো হয়। কোথাও কোথাও রথের দড়ি টানার সময় ভক্তদের মধ্যে যাতে বিশৃঙ্খলা না ঘটে, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হয়। মহিলাদের নিরাপত্তা ও শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখেন পুলিশ কর্তারা। টাউন কালীবাড়ি ছাড়া মদন মোহন আখড়া, ইস্কন মন্দির সহ অন্যান্য মন্দিরের উল্টোরথ পরিক্রমা করে। শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশনে এবার প্রথমবার রথযাত্রা বের হয়। যথারীতি শুক্রবার উল্টোরথ হয় মিশন প্রাঙ্গণে। অগণিত ভক্তরা মিশনে জড়ো হন। মিশনের সম্পাদক প্রেমঘনানন্দজি মহারাজ সহ অন্যরা উল্টোরথে সামিল হন। মিশনের তরফে ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যার দিকে বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে রথ নিজ গৃহে ফিরে এলে উৎসবের আবহ আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। আরতি, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দিনের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হয় 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে জেলা

টিকাকরণ ইউনিট, রোগী ভর্তি কক্ষ, পানীয়জল, স্যানিটেশন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় ওষুধের মজুত, চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবহার এবং রোগীদের জন্য উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধার বিষয়েও বিস্তারিত খোঁজ নেন। তিনি চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করেন। পাশাপাশি চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিষেবার মান আরও উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দেন। রোগীদের সঙ্গে মানবিক আচরণ, সময়মতো চিকিৎসা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। জেলা কমিশনার বলেন, সরকারি হাসপাতালের প্রতি মানুষের আস্থা অটুট রাখতে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করতে হবে। রোগীদের যেন অযথা ভোগান্তির মুখে পড়তে না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগে নিয়মিত তদারকি, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং ওষুধের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন তিনি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জেলার প্রত্যন্ত এলাকাতেও উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অব্যাহত থাকবে। এদিকে, জেলা আয়ুক্তের এই আকস্মিক পরিদর্শনকে স্বাগত জানিয়েছেন রোগী, তাঁদের পরিজন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাঁদের মতে, প্রশাসনের এ ধরনের নিয়মিত তদারকির ফলে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে এবং সাধারণ মানুষ আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের

সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছে না বলেই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। পদত্যাগপত্রে মোঃ সাহাবুদ্দিন তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় সংবিধান রক্ষা এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর উদ্ভূত সাংবিধানিক সংকট মোকাবিলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন মোঃ সাহাবুদ্দিন। তাঁর মেয়াদ ২০২৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত থাকার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের প্রায় পৌনে দুই বছর আগেই তিনি পদত্যাগ করলেন। তাঁর পদত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

রামকৃষ্ণনগরে চোরের তাণ্ডব

ছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খাঁ খাঁ করা বাড়িটি রেখে দলীয় কাজে স্রেফ কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়েছিলেন কমিশনার। ঠিক এই সুযোগটারই অপেক্ষায় যেন ওত পেতে বসেছিল চোরচক্র। পেছনের দরজার লক ভেঙে ভেতরে ঢুকে ঘরের স্টিলের আলমারি ভেঙে নগদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তারা। শুধু লুঠপাটেই ক্ষান্ত হয়নি দুষ্কৃতীরা, পুরো বাড়ি তছনছ করে এক তাণ্ডবলীলা চালিয়ে রেখে যায়, যা প্রমাণ করে কতটা বেপরোয়া আর উদ্ধত হয়ে উঠেছে এই অপরাধীরা। রাতে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরের এই লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে যান গৃহকর্তা। খবর পেয়ে পুলিশ এসে সেই প্রথাগত তদন্তের বুলি আওড়ালেও স্থানীয়দের ক্ষোভ এখন আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছে।

আসলে এই ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন চুরির মামলা নয়, বরং একটি সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের খোলা চ্যালেঞ্জ। কয়েকদিন আগেই ঠিক একইভাবে শিবটিল্লা এলাকায় হেনা পাল নামে এক বাসিন্দার ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে পেছনের দরজা ভেঙে প্রায় আড়াই ভরি সোনার গয়না ও মোটা অঙ্কের নগদ টাকা লুট করেছিল এই একই চক্র। সেই ঘটনার রেশ না কাটতেই কমিশনারের বাড়িতে হানা দেওয়ায় এটা পরিষ্কার যে, রামকৃষ্ণনগর এখন স্রেফ অপরাধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নিখুঁত পরিকল্পনায় ফাঁকা বাড়ি টার্গেট করা আর অপরাধ সংঘটিত করে ধুলো উড়িয়ে সরে পড়া; পুরো ধরনটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে শহরজুড়ে এক অতি-সক্রিয় সিন্ডিকেট কাজ করছে।

অথচ এই আতঙ্কের আবহেও প্রশাসনের ঘুম ভাঙছে না বলে অভিযোগ শহরবাসীর। চিকিৎসা, কাজ কিংবা ব্যক্তিগত দরকারে দু'দিনের জন্য বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়ার জো নেই; ফিরলেই উপহার হিসেবে মিলছে শূন্য আলমারি আর ভাঙা দরজা। রাতে পুলিশের কড়া টহলদারি ও নজরদারির যে ফাঁকা বুলি বারবার শোনানো হয়, বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্বই খুঁজে পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। শুধু চুরির পর ঘটনাস্থলে গিয়ে ফিতে মেপে তদন্তের নাটক না করে, মূল চোরচক্রের নেটওয়ার্ক উপড়ে ফেলা, স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে সিসিটিভি বসানো এবং পুলিশি টহল জোরদার করার জোরালো দাবি উঠেছে। একের পর এক এমন দুঃসাহসিক চুরির পর এখন রামকৃষ্ণনগরের বাতাসজুড়ে একটাই জ্বলন্ত প্রশ্ন: জনপ্রতিনিধিদের ঘরই যেখানে সুরক্ষিত নয়, সেখানে সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা আদতে কার ভরসায়? প্রশাসন কি এবারও খাকি পোশাকের দায়িত্ব এড়াবে, নাকি অপরাধীদের নাগাল টেনে ধরে আতঙ্কের মেঘ সরাবে? উত্তর খুঁজতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পুরো পুলিশি ব্যবস্থা।

জমির উত্তরাধিকার, বাটোয়ারা

রয়েছে। নামজারি প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দ্রুত করতে কম্পোজিট ল্যান্ড সেল ট্রান্সফার পরিষেবা এবং দ্রুত-নামজারির ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তিহীন উত্তরাধিকারভিত্তিক নামজারির আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মিশন বসুন্ধরা কর্মসূচির আওতায় বিশেষ অভিযানও চলছে বলে তিনি জানান।

ড. মিলন দাস দ্বিতীয় প্রশ্নে অনলাইন বাটোয়ারা পরিষেবা চালু থাকলেও বহু নাগরিক 'হ্যাঙ্গিং পাট্টাদার' সমস্যার কারণে আবেদন করতে পারছেন না বলে বিষয়টি উত্থাপন করেন। এর কার্যকর সমাধান কী হবে, তা জানতে চান তিনি। জবাবে মন্ত্রী জানান, ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের সময় বহু পুরনো পাট্টার অসম্পূর্ণ বা অসঙ্গত তথ্যের কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। তা সমাধানের জন্য 'পরিবর্তন' পোর্টালে 'নেম স্ট্রাইক আউট' পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে হ্যাঙ্গিং পাট্টাদার শনাক্ত ও সংশোধনের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিষেবার মাধ্যমে পুরনো জমাবন্দির তথ্য সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অসম ভূমি ও রাজস্ব নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে বিভাজন সংক্রান্ত আপত্তি জানানোর সুযোগও রাখা হয়েছে। সরকার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে হ্যাঙ্গিং পাট্টাদার সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পদ্ধতিগতভাবে চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে বলেও লিখিত উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্নে বিধায়ক যৌথ পাট্টার ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ই-খাজনা পরিশোধ করতে না পারার সমস্যার প্রসঙ্গ তোলেন। বর্তমানে একজন পাট্টাদার ই-খাজনা জমা দিলে সেটি পুরো পাট্টার খাজনা হিসেবে গণ্য হওয়ায় অন্য অংশীদাররা নিজেদের অংশের খাজনা আলাদাভাবে পরিশোধ করতে পারেন না। ফলে বকেয়া খাজনার সঠিক হিসাবও হালনাগাদ হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাজস্ব মন্ত্রী তাঁর উত্তরে জানান, বর্তমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় রাজস্বের দাবি মূলত পাট্টাভিত্তিক হওয়ায় এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। তবে সমস্যার সমাধানে ইতোমধ্যেই অনলাইন ব্যবস্থায় এরিয়ার প্রি-আপডেশন সুবিধা চালু করা হয়েছে, যাতে অনলাইনে অর্থ জমা দেওয়ার আগে পুরনো বকেয়া যাচাই করা যায়। নাগরিকরা অনলাইনে বাটোয়ারার আবেদন করতে পারছেন এবং বাটোয়ারা সম্পন্ন হলে পৃথক পাট্টা তৈরি হওয়ার পর প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশের ভূমি রাজস্ব পৃথকভাবে পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়াও ই-খাজনা ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত পরীক্ষা- নিরীক্ষা চলছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। ভবিষ্যতে কোনও নির্দিষ্ট দাগ, পাট্টা, দাবি ও অংশীদারের তথ্য আরও নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে অর্থ জমা দেওয়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে 'এক দাগ, এক পাট্টা' নীতি বাস্তবায়ন এবং সমগ্র অসমে পুনরায় ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ সম্পন্ন হলে এই ধরনের সমস্যার বড় অংশের স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে বলেও সরকার আশা প্রকাশ করেছে।

অসম ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিলে

স্মারকলিপিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, বিলটি প্রণয়নের আগে মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিত, বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠন বা আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কোনও বিস্তৃত পরামর্শ করা হয়নি। অথচ ২৪ মে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও এ বিষয়ে আপত্তি জমা দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, বিলের উত্তরাধিকার আইন, বিবাহের নিষিদ্ধ সম্পর্কের পরিধি এবং বহুবিবাহের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিধানগুলি মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংগঠনগুলির দাবি, ইসলামে উত্তরাধিকার ও বিবাহ সম্পর্কিত বিধান কোরআনে নির্ধারিত ধর্মীয় নির্দেশনার অংশ হওয়ায় সেগুলিকে পরিবর্তন করা ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের আবেদনে বলা হয়েছে, সংবিধানের ২০০ ও ২০১ অনুচ্ছেদের আলোকে বিলটি যদি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত হয়ে থাকে, তবে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের বিষয়গুলি গভীরভাবে পরীক্ষা করা হোক। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ও আইনগত মতামত গ্রহণের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন অসম সিভিল সোসাইটির সভাপতি হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী, অসম স্টেট জমিয়ত উলামার সাধারণ সম্পাদক মওলানা আবদুর রশিদ, সহ-সভাপতি মওলানা আব্দুল কাদির কাসিমী, উত্তরপূর্ব ভারত এমারতে শরিয়াহ ও নদওয়াতুত তামিরের সাধারণ সম্পাদক মওলানা আতাউর রহমান মাঝারভূইয়া, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধান উপদেষ্টা মওলানা সারিমুল হক লস্কর, উজানডিহি সাহেববাড়ি (দরবার শরিফ)-এর সৈয়দ জুনেদ আহমদ মাদানি, অল অসম মাইনরিটিজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন, উত্তরপূর্ব ভারত শরিয়াহ প্রোটেকশন কাউন্সিলের সভাপতি আবু ইউসুফ চৌধুরী এবং সঠিক পথের দিশারী, হাইলাকান্দির সাধারণ সম্পাদক শরিফ আহমেদ লস্কর।

১, ২ আগস্ট শ্রীভূমিতে দীনদয়াল

শ্রীভূমি জেলা বিজেপি ইতোমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে। দলের জেলা কার্যালয়ে জেলা পদাধিকারীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপির জেলা মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক পাপ্পু কুরি এক বিবৃতিতে জানান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সার্বিক পরিকল্পনা, সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বৈঠকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

জেলা বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব বণিকের দিকনির্দেশনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রশিক্ষণ মহা অভিযানকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তুলতে সাংগঠনিক সমন্বয় ও সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন, আবাসন, ব্যবস্থাপনা-সহ প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান'-এর মূল লক্ষ্য হল বিজেপির আদর্শ, সংগঠনের ইতিহাস এবং নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের আরও দক্ষ ও সুসংগঠিত করে তোলা। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ বজায় রেখে কাজ করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সাতটি মূল বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। এগুলি হল: জনসংযোগ সুদৃঢ় করা, রাষ্ট্রবাদী আদর্শ অনুসরণ, চরিত্র গঠন, সাংগঠনিক সমন্বয় বজায় রাখা, সংগঠনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করা, আদর্শভিত্তিক সাংগঠনিক কর্মকৌশল এবং সমাজমুখী নেতৃত্ব গড়ে তোলা। দলের প্রবীণ নেতৃত্বের মতে, দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষ, আদর্শনিষ্ঠ ও জনমুখী নেতৃত্ব গড়ে তোলা সময়ের দাবি। সেই লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ মহাঅভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সাত গ্রামের সপ্তরথের অপূর্ব মিলনে

সম্মিলিত পরিবেশনায় কবি জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্র' পরিবেশিত হলে ভক্তিময় আবহ আরও গভীর হয়ে ওঠে। কীর্তন, মৃদঙ্গ ও করতালের তালে হাজারো ভক্ত একসঙ্গে অংশ নেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে নারী-পুরুষের উপস্থিতি উৎসবকে আরও বর্ণিল করে তোলে। আষাঢ় মাসের তীব্র গরম ও দাবদাহ উপেক্ষা করেও ভক্তদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। বিকেলের মধ্যেই রথ মিলনক্ষেত্র জনসমুদ্রে পরিণত হয়। আয়োজকদের মতে, খালোপারের সপ্তরথ যাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি সম্প্রীতি, ঐক্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতীক। প্রায় ১৯৬ বছরের এই ঐতিহ্য আজ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যা প্রতি বছর নতুন প্রজন্মকে নিজেদের শিকড় ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। খালোপার উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে মন্ত্রী তথা পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্যস্ততার কারণে তিনি এবারের সপ্তরথ যাত্রা মহোৎসবে সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলেও, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও উৎসবের সফল আয়োজনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁর এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কমিটির সদস্যারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন।

শিলচর মেডিক্যালে রক্ত নিয়ে

সূত্রে তার সঙ্গে কথা বলে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দাবি করে। যদিও সুমনদের বক্তব্য, তারা স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে চেয়েছিল। বিনিময়ে রক্তের কোনও মূল্য চায়নি, শুধু চা পানের জন্য কিছু অর্থ চেয়েছিল। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাঃ বিকাশ সান্ডিল্য জানান, হাসপাতালের সক্রিয় দালালচক্র ও চোরচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি রোগীর পরিজনদের কোনও দালালের প্রলোভনে না পড়ে সরাসরি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার আনুরোধ জানিয়েছেন।

শিলচরের বেসরকারি হাসপাতালে

সমাজসেবী, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। অনেকে হাসপাতাল এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তাঁর আরোগ্য কামনায় বিশেষ দোয়া মহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন মসজিদে জুম্মার নামাজের পর মুসল্লিরা তাঁর সুস্থতা কামনায় বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকেও তাঁর পূর্ণ আরোগ্য কামনা করা হয়েছে।

চিবিটাবিছিয়ায় পাথর দিয়ে আঘাত

বিচার প্রক্রিয়া সেরে আদালত গত ২১ জুলাই জয়ধনকে দোষী সাব্যস্ত করার পর শুক্রবার সাজা ঘোষণা করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। সঙ্গে জরিমানা করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। জরিমানা অনাদায়ে তাকে ভোগ করতে হবে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড।

পাথারকান্দি, চরগোলা ও দুল্লভছড়া স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক পরিদর্শন

স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে জেলা কমিশনারের বিশেষ নজর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২৪ জুলাই : জেলার প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত, সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার নিয়মিত প্রশাসনিক পরিদর্শনের অংশ হিসেবে শ্রীভূমি জেলার জেলা কমিশনার প্রদীপকুমার দ্বিবেদি এমজি মডেল হাসপাতাল, দুল্লভছড়া, চরগোলা মডেল হাসপাতাল এবং পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেলার স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক পরিষেবা ব্যবস্থা, চিকিৎসার মান, পরিকাঠামোগত সুবিধা এবং রোগীদের জন্য প্রদত্ত পরিষেবার বাস্তব চিত্র সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা। জেলা কমিশনার প্রতিটি হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ঘুরে দেখে পরিষেবার প্রতিটি দিক নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, প্রসূতি ও মাতৃসেবা ইউনিট, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র, পরীক্ষাগার, টিকাকরণ পরিষেবা, রোগী ভর্তি কক্ষ, পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা, পানীয়জল ও স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অবস্থা খতিয়ে দেখেন। হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা পরিকাঠামো, প্রয়োজনীয় ওষুধের পর্যাপ্ততা, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবহার, রোগীদের জন্য নির্ধারিত পরিষেবার মান এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। জেলা কমিশনার হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে সরাসরি মতামত নেন। রোগীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, সমস্যার কথা এবং প্রত্যাশার বিষয়গুলো মনোযোগ সহকারে শোনেন। তিনি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথকভাবে মতবিনিময় করে পরিষেবার গুণগত মান আরও উন্নত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও সুদৃঢ় করতে হলে প্রতিটি রোগীর সঙ্গে মানবিক আচরণ, সময়মতো চিকিৎসা প্রদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কর্তব্য পালন নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি হাসপাতালগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি হাসপাতালগুলোর বিভিন্ন পরিষেবায় যেখানে আরও উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে, সে-সব ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। রোগীদের যাতে কোনও ধরনের অযথা ভোগান্তির সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগে নিয়মিত তদারকি, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, ওষুধের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করা এবং পরিষেবার মান নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখার ওপরও জোর দেন।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকার ও প্রশাসন একযোগে কাজ করছে। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও গতিশীল, আধুনিক ও জনমুখী করে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন, মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, জেলার প্রতিটি নাগরিক যেন দ্রুত, নিরাপদ, সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করাই তাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারি, কার্যকর পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগ ভবিষ্যতেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে।

শ্রীভূমি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনকালে রোগী ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রীভূমির জেলা কমিশনার প্রদীপকুমার দ্বিবেদি।

দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এআইডিএসও-এআইডিওয়াইও'র বিক্ষোভ

দিল্লির ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন এআইডিএসও-এআইডিওয়াইও'র কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে শুক্রবার গুয়াহাটির ভলবো পয়েন্টে যৌথভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও। এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের দেশব্যাপী সংহতি দিবস পালনের আহ্বানে সাড়া দিয়েই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, জাতীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা (এনটিএ) বাতিল এবং বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। এ সময় 'ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ কর', 'এনটিএ বাতিল কর' এবং 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত কর'-সহ বিভিন্ন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে বিক্ষোভস্থল। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক হেমন্ত পেগু এবং এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক বিরিঞ্চি পেগু। বক্তারা অভিযোগ করেন, নিট, জেইই-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বহু শিক্ষার্থী চরম হতাশার শিকার হয়েছে। তাঁদের দাবি, এই ঘটনার পর থেকেই দেশের ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, এনটিএ বিলুপ্তি এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে, যা বর্তমানে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, কেন্দ্র সরকার আন্দোলনকারীদের দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে পুলিশি দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। তাঁদের দাবি, সরকারের এই ভূমিকা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রক্ষার পরিবর্তে কোচিং বাণিজ্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। দেশের স্বার্থে এবং শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চলমান আন্দোলনকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তাঁরা।

অসম বাজেট ২০২৬ জনমুখী, চাপরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে হবে ব্যাপক কর্মসংস্থান : ধুবড়ি জেলা বিজেপি

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ২৪ জুলাই : অসম সরকারের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটকে জনমুখী ও উন্নয়নমুখী আখ্যা দিয়ে ধুবড়ি জেলা বিজেপির উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে জেলা বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার রায়, কার্যনির্বাহী সদস্য হেমেন চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক ডি কে সুরানা-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে জেলা বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার রায় বলেন, অসম সরকারের ২০২৬ সালের বাজেট রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নকে লক্ষ্য করেই প্রণয়ন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এই বাজেট ধুবড়ি জেলার দীর্ঘদিনের একাধিক দাবি ও প্রত্যাশা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, পরিকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। হেমেন চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগামী দিনে দুই লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে শিল্পায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বাজেটে চাপর এলাকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সেখানে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে বলে তাঁদের আশা। জেলা সম্পাদক ডি কে সুরানা বলেন, বাজেটে ধুবড়ি জেলায় শিল্প পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি স্যাটেলাইট টাউনশিপের উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৫০ শয্যার ফার্স্ট রেফারেল ইউনিট (এফআরইউ) গড়ে তোলা এবং প্রতিটি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে এমবিবিএস চিকিৎসক নিয়োগের ঘোষণাও বাজেটে রয়েছে। বিজেপি নেতারা আরও জানান, স্বাস্থ্য বিভাগে ৩৩ হাজার ২৪৬টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া রূপসী বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের পরিকল্পনাও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা বলেন, এই বাজেটের মাধ্যমে রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ধুবড়ি জেলার উন্নয়নেও এই বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তাঁদের আশা। সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ধুবড়ি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উমেশ রায়।

বড়বেকরায় 'এ ডে উইথ কোম্পানি কমান্ডার' কর্মসূচি আসাম রাইফেলসের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২৪ জুলাই : বড়বেকরায় আসাম রাইফেলসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো 'এ ডে উইথ কোম্পানি কমান্ডার' কর্মসূচি। জিরিবাম ও ফেরজাওয়াল জেলার বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনের (সিএসও) প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্য, পারস্পরিক বিশ্বাস ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়। কর্মসূচির সূচনায় ভলিবল ও দড়ি টানাটানি-সহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে সিএসও প্রতিনিধিদের পাশাপাশি আসাম রাইফেলসের জওয়ানরাও উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এই আয়োজনের মাধ্যমে দলগত চেতনা, সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। এরপর একটি কমিউনিটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়, যেখানে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে অংশগ্রহণকারীরা পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ পান। পরে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা বৈঠকে এলাকার বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি, স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন উদ্বেগ এবং শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিএসও প্রতিনিধিরা আসাম রাইফেলসের জনমুখী উদ্যোগের প্রশংসা করে শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, এধরনের নিয়মিত মতবিনিময় পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আসাম রাইফেলস্ জানিয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিক-সামরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা এবং জনসম্পৃক্ততার ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

আসাম রাইফেলসের 'এ ডে উইথ কোম্পানি কমান্ডার' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে।

অভিযানে উদ্ধার হওয়া মহিলাদের নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

বরপেটা রোডের গেস্ট হাউসে পুলিশের অভিযান, ৬ যুবতী ও ৩ যুবককে উদ্ধার

সাময়িক প্রসঙ্গ, বরপেটা রোড, ২৪ জুলাই : বরপেটা রোডের ২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি গেস্ট হাউসে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৬ জন যুবতী ও ৩ জন যুবককে উদ্ধার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি সংগঠনের সদস্যরা গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মানস গেস্ট হাউসে অভিযান চালান। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই গেস্ট হাউসে অবৈধ দেহব্যবসা পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরে খবর পেয়ে বরপেটা রোড থানার ওসি শ্যামলজ্যোতি শইকিয়ার নেতৃত্বে মহিলা পুলিশ-সহ একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান শুরু করে। পুলিশের দাবি, গেস্ট হাউসের কয়েকটি কক্ষের দরজা দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকায় প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টার পর সেখান থেকে ৬ জন যুবতী ও ৩ জন যুবককে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। অভিযানের সময় গেস্ট হাউস থেকে বিপুল পরিমাণ ব্যবহৃত ও নতুন কন্ডোম উদ্ধার হয়েছে বলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত সংগঠনের সদস্যরা দাবি করেছেন। তবে এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই গেস্ট হাউসটিতে অবৈধ কর্মকাণ্ড চলছিল। এ বিষয়ে একাধিকবার আপত্তি জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেও তাদের দাবি। এদিকে, গেস্ট হাউসটির মালিক ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে দেহব্যবসা পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, অভিযানে অংশ নেওয়া সংগঠনের প্রতিনিধিরা দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

ভুরাগাঁওয়ে দুই ষাঁড়-সহ চোর আটক

সাময়িক প্রসঙ্গ, মরিগাঁও, ২৪ জুলাই : মরিগাঁও জেলার ভুরাগাঁও থানার অন্তর্গত হাতিলরুয়া পথার গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দারা দুইটি ষাঁড়-সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। শুক্রবার রাতে আটক হওয়া ব্যক্তির পরিচয় ভুরাগাঁওয়ের বটালিমারী এলাকার সাদ্দাম হোসেন হিসেবে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গ্রামবাসী ওই ব্যক্তির কাছ থেকে গরু চুরির কাজে ব্যবহৃত বলে সন্দেহ করা কয়েকটি সরঞ্জামও উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ভুরাগাঁও থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক ব্যক্তিকে এবং উদ্ধার হওয়া দু'টি গরু বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া গরু দু'টির মালিক বালিডোঙা গ্রামের আব্দুল ছাত্তার। এ ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগের সত্যতা ও ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, ভুরাগাঁও থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামরক্ষী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণে গরু চুরি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে স্থানীয়দের মধ্যে অভিযোগ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

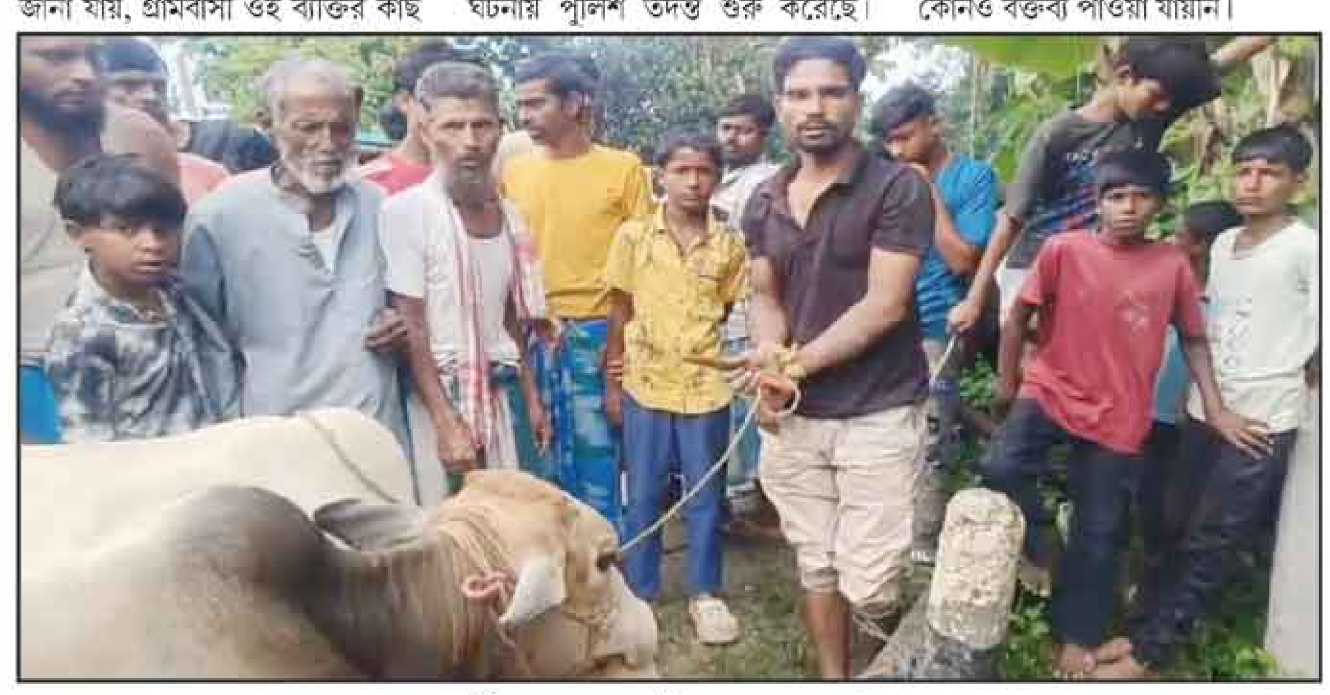

স্থানীয়দের হাতে আটক হওয়া গরুচোর।

নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দিনব্যাপী 'গানেরে, কথারে, রং-তুলিকারে' কর্মশালার সূচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২৪ জুলাই : সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উন্মেষ-র উদ্যোগে এবং এবিসি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী 'গানেরে, কথারে, রং-তুলিকারে' শীর্ষক মনোজ্ঞ কর্মশালা। কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হিতেশ ডেকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য সমালোচক অরিন্দম বরকটকি, শিল্পী চয়নিকা কাশ্যপ, চলচ্চিত্র সমালোচক দীপশিখা ভাগবতী, অধিবক্তা মুকুলপ্রসাদ বরঠাকুর এবং যুবনেতা মৃণাল হাজরিকা। প্রায় ৭০ জন প্রশিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে শুরু হওয়া এই কর্মশালার প্রথম দিনে প্রশিক্ষণ দেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী রূপম ভূঞা এবং চিত্রশিল্পী কুলদীপ শইকিয়া। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, কর্মশালার পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে অংশ নেবেন তরালী শর্মা, মনদীপ মহন্ত, অঞ্জন শর্মা, মেক্স বরবরা, পিনাকী দাস, দীপাঙ্কর শইকিয়া, ইন্দ্রনীল গায়ন, অনুরাগ বরুয়া এবং রূপম ভূঞা। গান, সাহিত্য, চিত্রকলা ও সৃজনশীলতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে চারদিনের কর্মশালায়।

ধুবড়ির গদাধর নদীতে ডুবে কলেজ ছাত্রীর মৃত্যু, শোকের ছায়া শহরজুড়ে

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ২৪ জুলাই : ধুবড়ি শহরে বৃহস্পতিবার সকালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গদাধর নদীতে ডুবে এক কলেজছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতার নাম অক্ষরা গোয়ালা। তিনি ধুবড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী রামচন্দ্র গোয়ালার কন্যা। অক্ষরা শিশু পাঠশালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গদাধর নদীর ধারে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত তিনি পিছলে নদীতে পড়ে যান। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ঠেলাগাড়ির চালকেরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নদীতে নেমে তল্লাশি শুরু করেন। পরে রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-র উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে এসে অনুসন্ধান চালায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও এসডিআরএফ-র যৌথ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অক্ষরাকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সকাল প্রায় ১১টা ২০ মিনিটে নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর এলাকায় শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। মরদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তদন্ত শুরু করেছে।

গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্যোগে পণ্য পরিবহন পরিষেবা আরও শক্তিশালী করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৪ জুলাই : পণ্য পরিবহন পরিষেবাকে আরও দ্রুত, দক্ষ ও গ্রাহকবান্ধব করে তুলতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। একইসঙ্গে পণ্য পরিবহন থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিভিশনে পরিষেবা সম্প্রসারণ ও লজিস্টিকস পরিকাঠামো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এনএফআরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পার্সেল হ্যান্ডলিং সুবিধা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে লামডিং ডিভিশনের নারেঙ্গি স্টেশনকে গত ১০ জুন থেকে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী উভয় ধরনের লিজ-ভিত্তিক পার্সেল বুকিং ও হ্যান্ডলিংয়ের জন্য চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি এসএলআর ও পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেসের অগ্রিম বুকিং এবং ইন্ডেন্টেড পার্সেল ট্রাফিকের সুবিধাও চালু হয়েছে।

অন্যদিকে, মালবাহী পরিবহন আরও সহজ ও সুসংহত করতে কাটিহার ডিভিশনের বালুরঘাট-হিলি সেকশনের নবনির্মিত ব্রডগেজ স্টেশনগুলোর জন্য ২৩ জুন থেকে 'চার্জযোগ্য আন্তঃ-দূরত্ব' অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে ওই অঞ্চলে পণ্য পরিবহন আরও নির্বিঘ্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পণ্য পরিবহনে বিভিন্ন ডিভিশন উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ৬টি র‍্যাকে মোট ২৫২টি ওয়াগনে ভুট্টা পরিবহন করে ৪.২২ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করেছে। কাটিহার ডিভিশনে ৩৯টি র‍্যাকে ভুট্টা পরিবহনের মাধ্যমে ২৩.৫৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এদিকে, লামডিং ডিভিশন ১,৭১২টি ওয়াগনে স্টোন চিপস্ পরিবহন করে ৬.৯৭ কোটি টাকা, ২,৪২০টি ওয়াগনে সিমেন্ট পরিবহন করে ৯.৮৯ কোটি টাকা এবং ৪৪৪টি ওয়াগনে পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিক্যান্ট (পিওএল) পরিবহনের মাধ্যমে আরও ৪.০৮ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করেছে। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, গ্রাহক-কেন্দ্রিক এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে পণ্য পরিবহন পরিষেবার মানোন্নয়ন, লজিস্টিকস পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রেলপথের ব্যবহার আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নির্ভরযোগ্য পণ্য পরিবহন পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
বিভাগীয় সম্পাদক
কি শ ল য়
সাময়িক প্রসঙ্গ
মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর-২

কিশলয়-র প্রবেশপত্র

কিশলয়-র সভ্য হতে চাই

নাম : ....
পিতার নাম : ....
মাতার নাম : ....
ঠিকানা : ....
শ্রেণি : ....
বিদ্যালয় : ....
শখ : ....
জন্মতারিখ : ....

এই কুপনটি অবশ্যই লেখার সঙ্গে পাঠাতে হবে

পোষণ

রফি আহমদ মজুমদার

পেট ভরে ভাত চাই
চাই তাজা ফল,
পুষ্টি যে পুরো চাই
আর ভাল জল।

বারো মাসে যা আসে
শাক পাতা সব্জি,
দুধ ভাত ততো হোক
ডুবে থাক কব্জি।

ছোট বড় যা-ই হোক
মাছ থাক পাতে,
ডিম আর মাংস
থাক তারই সাথে।

পেস্তা, বাদাম কত
আর ওই কিসমিস,
যখন যা হাতে আসে
যত শুকনো জিনিস।

ফাস্ট ফুড দূর হোক
বিষ যাক সরে,
রোগ ব্যাধি দূরে থাক
আর সুখ ঘরে ঘরে।

ওরা তিনজন

অমৃতা মোহান্ত পালিত

শানুর কুকুর টাইগার
শরীর ভরা লোম তার,
আলো হাওয়া রোদ্দুরে
ছুটে বেড়ায় খুব ভোরে।

আদুরে বেড়াল তেড়া ঘাড়
কুটকুটি নাম তার,
লেজ উঁচিয়ে পাঁচিল ধরে
সারা সকাল ঘুরে ফেরে।

তিড়িং বিড়িং ছোট্ট বাছুর
বাচ্চা গলায় চিকন সুর,
এখানে সেখানে কাছে দূরে
মাকে ঘিরে শুধুই ঘোরে।

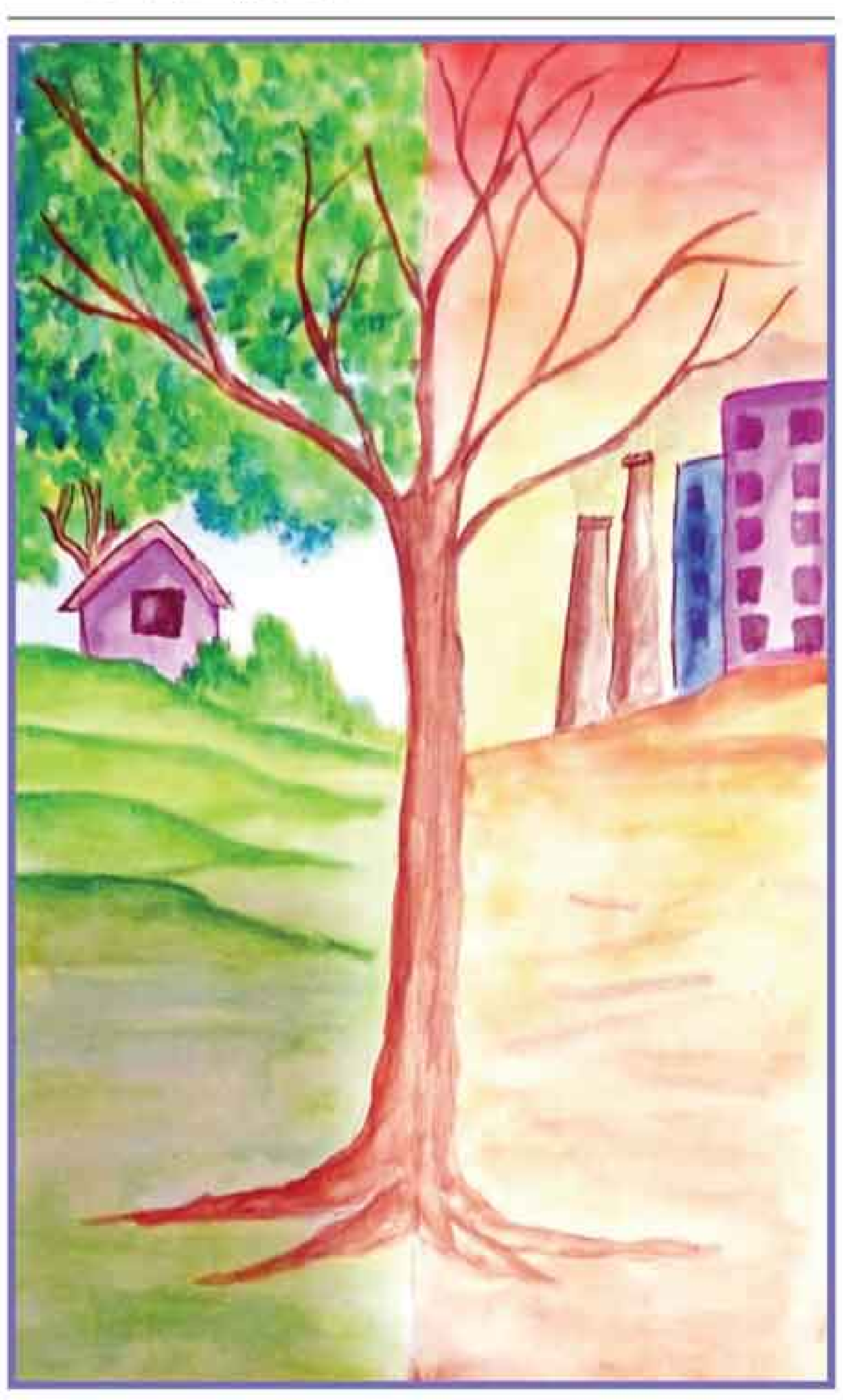

দিশা দাস, অষ্টম শ্রেণি, ডিএনএনকে গার্লস এইচএস স্কুল।

ডাইনোসরের ডিমের হাসি

মহুয়া চৌধুরী

ডাইনোসরের ডিমের হাসি—

ছোটমামার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই শানু হা-হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল। তার হাসির শব্দ শুনে কিচেন থেকে মা আর গোপাপিসি উদ্বিগ্ন মুখে উঁকি মারলেন। টেবিলে ল্যাপটপে বাবা কিছু একটা করছিলেন। তিনি হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বারান্দা থেকে ছুটে এল মিষ্টিকাকু। বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল—

—কী— কী হয়েছে? এত জোরে হাসছিস যে! কী বলেছে অর্ণব?

ছোটমামা সবার এই উদগ্রীব আগ্রহে কিছুটা হকচকিয়ে যায়।

—আসলে আমার কথা নয় এটা। কথাটা বলেছেন নকুড়মামা।

বাবা কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তি এবং কিছুটা আগ্রহ মেশানো গলায় বললেন—

—তা নকুড় আর পাকুড় যে মামা-ই বলুন না কেন, কথাটা কী?

নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে ছোটমামা বললে—

—নকুড়মামা বলেছেন, ডাইনোসরের ডিমের হাসি তিনি শুনেছেন।

—নাহ্—

একটা শ্বাস ছেড়ে ছোটকাকু বললে—

নাহ্— শানুর এভরি রাইট আছে এমন একটা বাক্যবন্ধে অট্টহাসি হাসবার। একে তো জীবটা ডাইনোসর, যা কয়েক লক্ষ বছর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এর ওপর তার ডিম এবং সেই ডিমের হাসি! বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণী হাসে না— ওদের সেই ক্ষমতাই নেই। যেখানে সব প্রাণীর এই অবস্থা, সেখানে ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত প্রাণীর ডিম হাসবে কী করে?

উপস্থিত সবাই ছোটকাকুর মতের সঙ্গে একমত হলেন। সত্যি তো, এটা ডুমুরের ফুল বা অমাবস্যার চাঁদের মতোই একটা অসম্ভব কাণ্ড। কিন্তু ছোটমামা বললেন—

—অথচ নকুড়মামা তামা-তুলসী হাতে নিয়ে বলেছেন, তিনি ডাইনোসরের ডিমের হাসি শুনেছেন।

মা জনান্তিকে বললেন—

—তা-ও যদি ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা ডাইনোসরের ছানা হাসত সেটা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু ডাইসোরের ডিমের হাসি! এটা ভূ-ভারতের কেউ বিশ্বাস করবে না।

—বিশ্বাস না করলে না করবে। কিন্তু তা-ই বলে নকুড়মামার মতো একজন অসামান্য জ্ঞানী, বুদ্ধিমান মানুষ তো আর মিথ্যা বলতে পারেন না।

খুবই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে ছোটমামা নিজের বক্তব্যে অনড় থাকল। শুধু শানু কেন, এ বাড়ির সবাই জানে ছোটমামা একবার যা বলে সেটা থেকে সে কখনও সরে আসে না। কাজে কাজেই নকুড়মামার ডাইনোসরের ডিমের হাসি শোনার কথাটা থেকে সে একবিন্দুও সরছে না এবং কখনও সরবেও না। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাবা সামনের চেয়ারে এসে বললেন—

—কথাটা যখন উঠেছে তখন এ বিষয়টা ভাল করে জেনে নেওয়া যাক। তা অর্ণব কোথায় এবং কোন্ সময়ে নকুড়মামা ডাইনোসরের ডিমের হাসি শুনলেন?

খুবই স্বাভাবিকভাবে ছোটমামা বলল—

—আমাজনের জঙ্গলে।

অবাক হয়ে সবাই একসঙ্গে বলে উঠল— আমাজনের জঙ্গলে!

ছোটমামা হাসল।

— এসব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা তো আমাজনের জঙ্গলে, সাহারার গভীরে, আটলান্টিকের অতলে, মেরু অঞ্চলের বরফের ভেতরেই ঘটবে।

ছোটমামা আর শানু পড়ার ঘরে বসে কথা বলছিল। একে-একে সবাই সেখানে এসে জড়ো হলেন। মোড়া, টুল, চেয়ার— যে যেখানে পারলেন বসে পড়লেন। বাবা শানুর পড়তে বসার চেয়ারে বসে বললেন—

—সেটা ঠিক আছে। এবার অর্ণব তোমার ডাইনোসরের ডিমের হাসি-র কাহিনিটা ঠিকঠাকভাবে বলে ফেল।

গোপাপিসি চুপিচুপি বললে—

একটু তাড়াতাড়ি বলবেন। আমি রান্না বসাব।

নকুড়মামা ছিলেন একজন তুখোর সাংবাদিক। তিনি একসময় দিনরাত পরিশ্রম করতেন কোনও সংবাদকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবার জন্য। ২০১৬ সাল থেকে আর কাজ করেন না। ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। আশি ছুঁইছুঁই বয়সে এখন তিনি অবসর যাপন করছেন।

দুই-তিন বছর আগে সুকান্ত সরণিতে আমার বন্ধু বাবলার বাসায় গিয়েছিলাম। ফোন করেই গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে শুনলাম, সে নকুড়মামার বাড়িতে গিয়েছে। বেশি দূর নয়, বাবলাদের বাসার তিন বাসা পরেই নকুড়মামার বাড়ি।

সে বাসায় নেই জেনে ফোন করলাম,

—কী রে আমাকে আসতে বলে তুই মামার বাড়ি গিয়ে বসে আছিস। সে উচ্ছ্বসিত গলায় বলল,

—আরে তুইও মামার বাড়ি চলে আয়—

মাসটা শ্রাবণ মাস। সারাদিন প্রায় বৃষ্টি পড়েছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টি আর নেই। এই ফাঁকে আমি বেরিয়ে পড়েছি বাবলার বাসার উদ্দেশে। ইচ্ছে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে রাতে বাড়ি ফিরব। এদিকে, এ ব্যাটা নকুড়মামার বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। কী আর করা। আমিও গুটিগুটি পায়ে গিয়ে হাজির হলাম নকুড়মামার বাড়ি। গিয়ে দেখি সেখানে তো চাঁদের হাট বসেছে। আমাদের বাবলা তো আছেই। আরও তিনজন ভদ্রলোক ড্রয়িংরুম আলো করে বসে আছেন। আমি যেতেই বাবলা আমাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

— এই আমার বন্ধু অর্ণব সেন, ওর লেখা কবিতা আপনারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন।

তারপর নীল পাঞ্জাবী পরা ফর্সা ভদ্রলোকটির দিকে হাত বাড়িয়ে বাবলা বলল—

ইনি হলেন নালাদ্রি দাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, নিজে নাটক লেখেন এবং অভিজ্ঞ একজন নাট্য আলোচক।

সাহেব সাহেব চেহারার ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বাবলা বলল,

—আর ইনি হলেন আনায়াতুল রহমান লস্কর, জাঁদরেল আইনজীবী, শিলচর কোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। গল্প-কবিতা লেখা তাঁর একটা বিশেষ সৌখিনতা।

আমরা প্রত্যেকে নমস্কারাদি আদান-প্রদান করে পরিচিত হলাম।

নকুড়মামা সবার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন,

—আজ আমার বিশেষ সৌভাগ্য আপনাদের মতো গুণী ব্যক্তিরা আমার বাড়ি এসেছেন। বাবলা মানে আপনাদের বীরেশ্বর মজুমদার অনেকদিন যাবৎ আমার আমেরিকা সফরের বিশেষ একটি সফরের কথা জানতে চাইছিল, আজ সেটাই আপনাদের কাছে তুলে ধরব।

নীলাদ্রি দাস বেশ সপ্রতিভভাবে বললেন,

—নকুড়মামা, বাবলার মতো আমরাও আপনাকে মামা ডাকছি, তাই আমাদের তুমি করে বলবেন।

তার পাশে বসা ভদ্রলোকটি এতক্ষণে কথা বললেন—

—আমি রবীন্দ্র দেব, বাবলা বোধহয় তাড়াহুড়োতে আমার নাম বলতে ভুলে গেছে। আমি তন্ময়দার এক সময়ের কলিগ।

বাবলা হইহই করে বললে,

—কী যে বল চুনিমামা, তোমাকে ভুলে যাব— এই তো এক্ষুণি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিতাম। সে যা-ই হোক, নকুড়মামা আমার মতো আপনাদের সবাইকে তুমি করে বলবেন, এটাই ফাইনাল। তবে এখন নকুড়মামা তার আমেরিকা সফরের কাহিনিটা বলবেন। এমন সময় নকুড় মামি এলেন। তাঁর সঙ্গে একজন কম বয়সি মেয়ে, যার হাতে বেশ বড় একটি ট্রেতে সাজানো খাবার-দাবারের ছয়টি প্লেট। সামনের টেবিলে সব সাজিয়ে রেখে ওরা চলে গেলেন।

নকুড়মামা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

—নাও হে শুরু করো— জানো তো, বাসনার সেরা বাস রসনায়!

সবাই হাত লাগালেন। নকুড়মামা একটা কেকের টুকরো মুখে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললেন—

— আমি তখন পত্রিকা অফিসে নিজের বেশ একটা জায়গা করে নিয়েছি। আমাদের সম্পাদক অরণ্য দেব একদিন বিকেলে আমাকে তাঁর কেবিনে ডেকে পাঠালেন।

— তন্ময় দত্ত তোমাকে আমেরিকা যেতে হবে।

— আমেরিকা যেতে হবে! আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। মজা করছেন, না সত্যি সত্যি বলছেন সেটা বুঝবার জন্য। নাহ্, অরণ্যদার মুখে মজার কোনও ভাবই নেই, বেশ সিরিয়াস মুখ করে আছেন তিনি। আমি রাজি হয়ে গেলাম। একটা নতুন দেশ দেখা হবে। তার ওপর আমাকে যেতে হবে আমেরিকার ব্রাজিলের আমাজনের জঙ্গলে। সেখানে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের উৎসুক মানুষদের ভিড় জমেছে বিশেষ সেই স্থানটিতে। আমাজনের রেনফরেস্ট বা বর্ষা অরণ্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্রপিক্যাল রেনফরেস্ট। ৫.৫ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গাজুড়ে অবস্থিত এই আমাজনের জঙ্গল দক্ষিণ আমেরিকার নয়টি দেশকে জুড়ে আছে। এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ ব্রাজিলে, বেশ বড় একটা অংশ রয়েছে পেরু এবং কলম্বিয়াতে। এই আশ্চর্য বিশাল অরণ্যে প্রায় ৩৯০ বিলিয়ন গাছ রয়েছে, রয়েছে জানা-অজানা বা বহু ধরনের বন্য প্রাণী। বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী আমাজন ৬,৪০০ কিলোমিটার জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তারই অববাহিকায় বিস্তৃত আমাজনের জঙ্গলকে 'পৃথিবীর ফুসফুস' নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ, এখানে এক বৃহৎ পরিমাণ কঠিন শোষিত হয়ে মানে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয়ে অক্সিজেন বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। অরণ্যে বা অরণ্যের কিনারে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে, তাদের মধ্যে মোটামুটি ৪০০ আদিবাসী সম্প্রদায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জীবনযাপন করছে।

জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এই আমাজনের অরণ্যে এমন একটি ডিম্বাকৃতি বেশ বড় আকারের বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, যা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল-সহ বহু মানুষের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

দেশের বাইরে আমার এই প্রথম পা রাখা। ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল ইত্যাদি নিয়ে যখন আমাজনের জঙ্গলের সেই বিশেষ স্থানটিতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সেখানে পৌঁছে গেছেন বিশ্বের সব দেশের বাছাই করা বিজ্ঞানীরা, সাংবাদিক এবং কৌতূহলী মানুষজন।

প্রাথমিক সঙ্কোচ কাটিয়ে বিশেষ ধরনের নানা নিয়ম-নীতি মেনে আমি যখন কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতামত সংগ্রহ করলাম, তখন জানতে পারলাম তাঁরা এই বিশেষ ডিম্বাকৃতি বস্তুটিকে ডাইনোসরের ডিম বলে আন্দাজ করছেন। অন্যান্যরা কেউ বলছেন, প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম, আবার কেউ বলছেন অন্য কোনও গ্রহ থেকে আসা ভিগ্রবা, অর্থাৎ ভিন্ন গ্রহবাসী।

প্রত্যেকটি কথার পেছনে তাদের যুক্তি রয়েছে। বিভিন্ন কথার অভিঘাতে আমি কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করছিলাম। আমার লেখায় কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ধরব বুঝতে পারছিলাম না। কেটে গেছে তিন-চারদিন। এখন পর্যন্ত সেই আশ্চর্য বস্তুটি চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ, কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। চতুর্থ রাতে আমার তাঁবুতে পা টিপে টিপে প্রবেশ করল অ্যালেক্স। দীর্ঘ পাঁচ বছর সে কলকাতায় থাকার সুবাদে বাংলা বলতে পারে। আমার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়। মূলত তাঁকে ভরসা করেই আমার এই দূরদেশে আসা।

অ্যালেক্স এসে চুপিচুপি আমাকে জাগিয়ে বলল—

—দত্তা, একটু বাইরে এসো।

আমি তাঁর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আবছা আলোয় আমাকে নিয়ে যে চলতে লাগল সেই সুরক্ষিত জায়গার উদ্দেশে, যেখানে আশ্চর্য সহায়তায় বস্তুটি সংরক্ষণ করে রাখা আছে। ঘুরে ঘুরে আমরা দু'জন নিকষ কালো চেহারার এক গার্ডের সামনে এসে দাঁড়ালাম। অ্যালেক্সের হাবভাবে বুঝতে পারলাম, সে আগেই মানুষটাকে হাত করে রেখেছে। গার্ডের সহায়তায় আমরা সেই বস্তুর সামনে এসে দাঁড়ালাম। ডিম্বাকৃতি একটি ছোট টেবিলের আকারের বস্তুটি দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ করলাম। মনে হলো, এটা সত্যি ডাইনোসরের ডিম। একথা মনে হতে না হতেই একটা চাপা খিকখিক হাসি ওই ডিমের ভেতর থেকে জেগে উঠল। গার্ডের ইশারায় আমি অ্যালেক্স হাত ধরাধরি করে এমন দৌড় লাগালাম যে, এসে থামলাম আমার তাঁবুতে। অ্যালেক্স হাঁফাতে হাঁফাতে চমকিত গলায় বলল—

—ডাইনোসরের ডিমের হাসি!

রাশি দাস, অষ্টম শ্রেণি, এসএনভি।

জয়ন্ত নাথ, সপ্তম শ্রেণি,
এসএলএইচএস স্কুল, নরসিংহপুর।

এখনই অবসর নিচ্ছেন না মেসি

বুয়েনস আয়ারস, ২৪ জুলাই : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন লিয়োনেল মেসি। তবে এখনই দেশের জার্সি তুলে রাখছেন না এলএম টেন। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমের দাবি, আপাতত দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে গেলেও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন মেসি।

বিশ্বকাপে ভাল ফর্মে ছিলেন মেসি। আটটি গোল করেছেন। চারটি গোল করিয়েছেন সতীর্থদের দিয়ে। এ ছাড়াও গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন ২৫-২৬টি। তিনি সোনালি বল না পাওয়ায় বিতর্কও হয়েছে। ফর্মে থাকা ৩৯ বছরের মেসি কি আর আর্জেন্টিনার হয়ে খেলবেন? বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর থেকেই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। যদিও মেসি নিজে অবসর নিয়ে মুখ খোলেননি।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনই অবসর নিচ্ছেন না মেসি। দেশের স্বার্থে আরও কয়েক মাস খেলা চালিয়ে যেতে চান। জাতীয় দলের কোচ লিয়োনেল স্কালোনির সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে নতুন করে জাতীয় দল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্কালোনি। কারণ দলের অনেক ফুটবলারের বয়সই ৩৫ বা তার বেশি। স্বভাবতই এ বার আর্জেন্টিনার জাতীয় দল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে। কিছু খেলোয়াড়কে পরিকল্পনা থেকে বাদ দেবেন স্কালোনি। তরুণ ফুটবলারদের সুযোগ দেবেন। তাঁদের আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে চান স্কালোনি। একসঙ্গে পুরো দল পরিবর্তনের পক্ষে নন তিনি। জাতীয় দলের পরিবর্তনের এই সময়ে কোচের পাশে থাকতে চান মেসি। আরও কিছু দিন খেলতে চান। নতুন দল ঠিকমতো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তরুণ খেলোয়াড়দের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তরুণদের সাহায্য করতে চান। সব ঠিকঠাক আছে মনে করলে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে পাকাপাকি ভাবে বিদায় জানাবেন মেসি।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে খুব বেশি দিন নিজেকে রাখতে চান না লিয়ো। আর কয়েক মাস দেশের হয়ে খেলতে চান। আগামী বিশ্বকাপে যে খেলবেন না, তা জানিয়ে দিয়েছেন স্কালোনিকে। তাঁকে ছাড়া পরিকল্পনা করতে বলেছেন কোচকে। পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কর্তাদেরও। এএফএ সূত্রে খবর, মেসি অবসরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর জন্য জমকালো বিদায়ী ম্যাচের ব্যবস্থা করা হবে। দেশের মাটিতেই শেষ বার নীল-সাদা জার্সি পরে মাঠে নামতে পারেন মেসি। কোচের মতো কর্তারাও অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে মেসির উপর কোনও চাপ দিতে চান না। লিয়ো নিজে জানালে তবেই বিদায়ী ম্যাচের ব্যবস্থা করবেন তাঁরা।

বিশ্বকাপ ফাইনালের পর স্কালোনি বলেছিলেন, মেসিই ঠিক করবেন তিনি কবে অবসর নেবেন। অবসর না নেওয়া পর্যন্ত মেসির জন্য জাতীয় দলের দরজা খোলা থাকবে বলেও জানান তিনি।

৯ আগস্ট থেকে ধলাইয়ে শুরু হচ্ছে 'মাতৃভূমি কাপ' প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

সাময়িক প্রসঙ্গ, ভাগা, ২৪ জুলাই : আগামী ৯ আগস্ট থেকে ধলাই বিএনএমপি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে শুরু হচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত 'মাতৃভূমি কাপ' প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও ৩২টি দলের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে মাতৃভূমি সামাজিক সংস্থা।

শুক্রবার আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সংস্থার সভাপতি সীতাংশু দাস। তিনি জানান, প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দল আকর্ষণীয় ট্রফির পাশাপাশি নগদ ৬০ হাজার টাকা এবং রানার্স-আপ দল আকর্ষণীয় ট্রফির সঙ্গে নগদ ৪০ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। এছাড়া প্রতিটি ম্যাচে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগ্রহী দল ও সংগঠনগুলোকে আগামী ৪ আগস্টের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। টুর্নামেন্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করবে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা। পাশাপাশি কাছাড় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতাও নেওয়া হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সভাপতি সীতাংশু দাস বলেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই। তবে স্থানীয় খেলোয়াড় ও স্থানীয় দলগুলোকে বেশি করে অংশগ্রহণের জন্য তিনি বিশেষভাবে আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, মাতৃভূমি সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বহু ব্যক্তি ও সংগঠন সহযোগিতা করে আসছেন। বিশেষ করে সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যের উদ্যোগে ধলাই বিএনএমপি স্কুলের খেলার মাঠের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে সেখানে অন্তত পাঁচ হাজার দর্শক বসে খেলা উপভোগ করতে পারবেন। এজন্য তিনি সাংসদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আয়োজক সংস্থার দাবি, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাতৃভূমি সামাজিক সংস্থা ধলাইয়ে এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মাতৃভূমি কাপ' ধলাই বিধানসভা এলাকার অন্যতম জনপ্রিয় ক্রীড়া আসরে পরিণত হয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রতিটি ম্যাচেই বিপুল দর্শকসমাগম ঘটে এবং মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। এবারও অতীতের মতো দর্শকদের ব্যাপক উপস্থিতি থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন আয়োজকরা। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাতৃভূমি সংস্থার সহ-সভাপতি চপল কুমার দাস ও শঙ্কর ভট্টাচার্য, সম্পাদক অশোক দাস, ক্রীড়া সম্পাদক পিংকু বর্মন সহ সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তারা।

প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য মাতৃভূমি সংস্থার ক্রীড়া সম্পাদক পিংকু বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজকরা।

মাথা যেন ঘুরে না যায়!

হারারে, ২৪ জুলাই : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অর্ধশতরান করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে বৈভব সূর্যবংশী। কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অর্ধশতরান করেছে। ভেঙে দিয়েছে সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড। বৈভব নিজেই এখন নিজেকে সতর্ক করছে। যাতে সচিনের রেকর্ড ভাঙার আনন্দে মাথা ঘুরে না যায়। দারুণ কিছু করেছে বলে মনেই করছে না। ১৬ বছর ২১৩ দিন বয়সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে অর্ধশতরান করেছিলেন সচিন। এত দিন কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অর্ধশতরান করার নজির ছিল তাঁর দখলে। বৃহস্পতিবার ১৫ বছর ১২৮ দিন বয়সে অর্ধশতরান করে সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বৈভব। সচিনের রেকর্ড ভাঙা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) দেওয়া সাক্ষাৎকারে সতর্ক বৈভব বলেছে, 'কিছু মাঠে হয়েছে, যেখানে সকলে রান করতে চায়। তাই বলে আমি কিন্তু একটুও হালকা ভাবে নিচ্ছি না বিষয়টা। যতটা সম্ভব ভাল খেলার চেষ্টা করেছি। দলকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। এই ইনিংসটা আমার পরিবার, কোচদের উৎসর্গ করতে চাই। আমাকে এই পর্যন্ত পৌঁছতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের উৎসর্গ করছি।' প্রথম অর্ধশতরান করার পর কতটা আত্মবিশ্বাসী লাগছে? বৈভব বলেছে, 'ক্রিকেটজীবনের শুরুর দিকে এই রকম ইনিংস খেলতে পারলে আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়। পরের ম্যাচের আগে মনোবল বেড়ে যায়। নিজের পছন্দমতো জায়গায় বল পেয়েছি। নিজের শক্তি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি।' সচিনের রেকর্ড ভেঙে বৈভব খুশি হলেও, একটা ৫০ রানের ইনিংসকে খুব বড় করে দেখতে চাইছে না। আগামী দিনেও দলকে এভাবে সাহায্য করে যেতে চায় কিশোর ক্রিকেটার।

শতবর্ষের ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে লড়াই দুই দেশের

মাদ্রিদ, ২৪ জুলাই : ২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক ছ'টি দেশ। আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কো। শতবর্ষ উপলক্ষে তিন মহাদেশে বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর চার বছর আগেই লড়াই শুরু হয়েছে ফাইনাল ম্যাচের ভেন্যু নিয়ে। ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম বিশ্বকাপের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে উদ্বোধনী তিনটি ম্যাচ হবে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়েতে। এরপর পুরো প্রতিযোগিতা হবে স্পেন, পর্তুগাল এবং মরক্কোয়। ফলে ফাইনাল আয়োজনের লড়াইয়ে রয়েছে এই তিন দেশই। যদিও পরিকাঠামো ও সাম্প্রতিক সাফল্যের নিরিখে স্পেন ও মরক্কোই এগিয়ে। স্পেনের দাবি, তাদের কাছে বিশ্বমানের স্টেডিয়াম রয়েছে। একই সঙ্গে তারা ফুটবল ঐতিহ্য সমৃদ্ধ দেশ। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে ফাইনাল তাদেরই প্রাপ্য। অন্যদিকে মরক্কোর যুক্তি, ২০১০ সালের পর আফ্রিকায় আর বিশ্বকাপ হয়নি। তাই ফিফার চক্র মেনে চললে আগামী বিশ্বকাপের ফাইনাল আফ্রিকাতেই হওয়া উচিত।

স্পেনের অন্যতম ভরসা নবরূপে সজ্জিত সান্তিয়াগো বের্নাবিউ। ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালও হয়েছিল এই মাঠে। পাশাপাশি নতুন ন্যু ক্যাম্পও বিশ্বমানের পরিকাঠামো নিয়ে প্রস্তুত। অন্যদিকে মরক্কো তৈরি করছে অত্যাধুনিক হাসান-২ গ্র্যান্ড স্টেডিয়াম। যেখানে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার দর্শক বসতে পারবেন। মরক্কোর দাবি, সেটিই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম। মরক্কোর নগরায়ন দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল সুসি ইয়াসির বলেছেন, 'ফাইনাল আমাদের চাই। বের্নাবিউয়ের কথা আমরাও জানি। সংস্কার হলেও ওটা পুরনো। আমাদের হাসান-২ একদম নতুন। ফিফার প্রতিটি শর্ত পূরণ করে অত্যাধুনিক ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। ফাইনাল তো সবচেয়ে আধুনিক স্টেডিয়ামেই হওয়া উচিত।'

স্পেনের ফুটবল সংস্থার সভাপতি রাফায়েল লুজান অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। তাঁর কথায়, 'আমরা অনেক কিছু শুনছি। মনে রাখতে হবে, আয়োজকদের মধ্যে আমরাই বিশ্বকাপের সফলতম দেশ। আমাদের ধারেকাছেও কেউ নেই। আমাদের ফুটবল এবং পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা নেই। এর পরও ২০৩০-এর ফাইনালের দায়িত্ব না পেলে কিছু বলার নেই। আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছি না।' এখনও পর্যন্ত ফাইনালের ভেন্যু চূড়ান্ত করেনি ফিফা। ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালের মাঠ যেমন অনেক পরে ঘোষণা করা হয়েছিল, তেমনই ২০৩০ সালের ক্ষেত্রেও 'ধীরে চলো' নীতি নিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। হাসান-২ স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ সময়মতো শেষ হলে মরক্কোর সম্ভাবনা বাড়বে। আর কাজ পিছিয়ে গেলে সুবিধা পেতে পারে মাদ্রিদের স্টেডিয়াম।

ভয়ডরহীন বৈভবকে কুর্নিশ শ্রেয়সের

হারারে, ২৪ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচে ব্যর্থতার পর অবশেষে ভারতের জার্সিতে নিজের জাত চেনাল বৈভব সূর্যবংশী। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে সে অর্ধশতরান করে দলকে জিতিয়েছে। বৈভবের ইনিংসের প্রশংসা করলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। অধিনায়ক হিসাবে প্রথমবার জেতার পর চাপ অনেকটাই কেটেছে বলে মনে করেন তিনি।

এ দিন ১৯ বলে ৫০ করে বৈভব। চারটি করে চার এবং ছয় মেরেছে। ফলে ৪০ বল বাকি থাকতে জিতেছে ভারত। দলের কনিষ্ঠতম সদস্যকে নিয়ে শ্রেয়স বলেন, 'ও ভয়ডরহীন ক্রিকেটার। যেভাবে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যায় তা অসাধারণ। মাঠে নামলে ওর মধ্যে একটা অসাধারণ আত্মবিশ্বাস দেখতে পাই।'

বিশ্বকাপ জেতার পর প্রথম বার কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতল ভারত। শ্রেয়সের উপর যে অসীম চাপ ছিল তা কিছুটা হলেও কেটেছে। তিনি বলেন, 'অসাধারণ লাগছে। প্রত্যেকে পরিকল্পনামাফিক খেলেছে। প্রথম বার জিতে এর চেয়ে বেশি খুশি বোধহয় হতে পারব না।'

প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত একদম সঠিক ছিল বলে মত শ্রেয়সের। বলেছেন, 'পিচে যে বাউন্স আছে আগেই জানতাম। সত্যিই ভাল বাউন্স পেয়েছি। মায়াঙ্ক শুরুটা দারুণ করেছে। ওদের খেলার কোনও জায়গা দেয়নি।'

প্রায় দু'বছর পর ভারতের জার্সিতে ফিরে প্রথম বলেই উইকেট নেন মায়াঙ্ক যাদব। তিনি ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হয়ে বলেছেন, 'দলের জয়ে অবদান রাখতে পারলে সব সময়ে খুশি হই। তাই আমার কাছে এটা বিশেষ মুহূর্ত। পিচ খুবই ভাল ছিল। ভারতে খেলার পর এই পিচে স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি। প্রথমবার জিম্বাবোয়েতে খেললাম। বাউন্স এবং বলের নড়াচড়া আমায় সাহায্য করেছে।'

বিশ্বকাপ চলাকালে অবৈধ সম্প্রচার, ব্রাজিলের ৩০৯টি সহ ২০০০ ওয়েবসাইট বন্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্র

রিও, ২৪ জুলাই : বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় অবৈধভাবে সরাসরি ম্যাচ সম্প্রচার করা হাজারো পাইরেটেড ওয়েবসাইটের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন এক অভিযানে নেমেছে মার্কিন প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত এই আন্তর্জাতিক যৌথ অভিযানে ব্রাজিলের ৩০৯টি ওয়েবসাইটসহ বিশ্বজুড়ে দুই হাজারের বেশি ডোমেইন পুরোপুরি জব্দ ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মূলত কাপের অফিশিয়াল সম্প্রচারস্বত্ব লঙ্ঘন করে কোনো রকম বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই বেআইনিভাবে সরাসরি খেলা সম্প্রচারের দায়ে এসব প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন ব্রাজিলে বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ম্যাচ সম্প্রচারের একচেটিয়া অধিকার কেবল গ্লোবো, এসবিটি এবং ক্যাজে টিভির হাতেই সংরক্ষিত ছিল। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস এবং ন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের যৌথ সমন্বয়ে এই বিশ্বব্যাপী তদন্ত পরিচালিত হয়। এই বিশাল অভিযানে সরাসরি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফা, বেইন মিডিয়া গ্রুপ, এনবিসি ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, ইউএফসি এবং বিশ্বখ্যাত পাইরেসিবিরোধী সংস্থা 'অ্যালায়েন্স ফর ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট' (এসিই)। তদন্তকারীরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, এসব অবৈধ স্ট্রিমিং সাইট কেবল কপিরাইট বা সম্প্রচারস্বত্বই লঙ্ঘন করেনি, বরং সাধারণ ফুটবলপ্রেমীদের চরম সাইবার ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল। কর্তৃপক্ষের মতে, অনুমোদনহীন এসব স্ট্রিমিং পোর্টালে ভিজিট করার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অজান্তেই যন্ত্রে ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার প্রবেশ করতে পারে। একইসঙ্গে এর ফলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, ক্রেডিট কার্ড নম্বরসহ স্পর্শকাতর সব ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য চুরি হওয়ার চরম আশঙ্কা রয়েছে।

এসি মিলানের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করলেন লুকা মদরিচ

মিলান, ২৪ জুলাই : ইতালিয়ান লিগ সিরি-এ ক্লাব এসি মিলানের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছেন ক্রোয়েশিয়ার তারকা মিডফিল্ডার লুকা মদরিচ। আরো এক বছর সিরি-এ ক্লাব এসি মিলানেই থাকছেন আগামী সেপ্টেম্বরে ৪১ বছরে পা দিতে যাওয়া এই ক্রোয়েশিয়ান মিডফিল্ডার। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে ক্লাবটি জানিয়েছে, এসি মিলান আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে, লুকা মদরিচ আরো এক মরসুমের জন্য অর্থাৎ ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত

একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা এবং আইকনিক এই খেলোয়াড় রসবুজ জার্সিতে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখবেন। ২০১৮ সালের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই তারকা আসন্ন মরসুমেও ১৪ নম্বর জার্সি পরেই খেলবেন। গত ৩০ জুন তাঁর আগের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। এসি মিলানের হয়ে প্রথম মরসুমে ৩৭ ম্যাচ খেলে দু'টি গোল করেছেন তিনি। এই সময়ে সিরি-এ'তে তাঁর দল পঞ্চম স্থানে থেকে মরসুম শেষ করে। এছাড়া কোপা ইতালিয়ার শেষ ১৬ থেকে বিদায় নেয় তার দল। এর আগে জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের পর তিনি ক্লাবে থাকবেন নাকি অবসর নেবেন। সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। বিশ্বকাপে পর্তুগালের কাছে হেরে ক্রোয়েশিয়া রাউন্ড ৩২ পর্ব থেকে বিদায় নেয়।

৮৬ রানের দাপুটে জয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে হাইলাকান্দি

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৪ জুলাই : অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এসিএ)-এর উদ্যোগে ডিফুতে অনুষ্ঠিত আর জি বরুয়া অনূর্ধ্ব-১৬ আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা-২০২৬-এ দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে হাইলাকান্দি জেলা দল। শ্রীভূমিকে ৮৬ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা নিশ্চিত করেছে হাইলাকান্দি। দলের এই জয়ে জেলার ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে হাইলাকান্দি ১০৮ রানে অলআউট হলেও বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে শ্রীভূমিকে মাত্র ৩৫ রানে গুটিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ইনিংসে হাইলাকান্দি ৪ উইকেট হারিয়ে ৬৫ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে। জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শ্রীভূমির ব্যাটাররা হাইলাকান্দির নিয়ন্ত্রিত ও ধারালো বোলিংয়ের সামনে টিকতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাদের দ্বিতীয় ইনিংস থামে ৫২ রানে। ফলে ৮৬ রানের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যায় হাইলাকান্দি।

ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন হাইলাকান্দির অলরাউন্ডার সুহান বিশ্বাস। ব্যাট হাতে তিনি প্রথম ইনিংসে ২৯ বলে ১২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ বলে গুরুত্বপূর্ণ ৩২ রান করেন। বল হাতেও ছিলেন দুর্দান্ত। প্রথম ইনিংসে ৯ রান দিয়ে ৫ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ রান দিয়ে আরও ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচে মোট ১০ উইকেট শিকার করেন তিনি। তাঁর এই অসাধারণ অলরাউন্ড নৈপুণ্যই হাইলাকান্দির জয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং, তিন বিভাগেই হাইলাকান্দির খেলোয়াড়রা দলগতভাবে অসাধারণ পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেন। ম্যাচের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তারা আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখেন।

এই সাফল্যে হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) সাধারণ সম্পাদক শৈবাল সেনগুপ্ত, ক্রিকেট সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু দাসসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যারা দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তাঁদের মতে, কঠোর অনুশীলন, দলগত ঐক্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ খেলাই এই গুরুত্বপূর্ণ জয়ের মূল চাবিকাঠি। পাশাপাশি আগামী রাউন্ডেও হাইলাকান্দি একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জেলার জন্য আরও সাফল্য বয়ে আনবে বলেও তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইতালির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান গুয়ার্দিওলার

রোম, ২৪ জুলাই : ইতালির পুরুষ জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হতে 'আগ্রহী নন' পেপ গুয়ার্দিওলা। দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। টানা তিনবার বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব উৎরাতে না পারার ব্যর্থতা মুছে, কক্ষপথে ফেরার অভিযানে সেরা কোচ খুঁজছে দেশটি। তাদের প্রথম পছন্দের তালিকায় গুয়ার্দিওলার থাকার কথা নিজেরাই সম্প্রতি জানায় তারা। এই সপ্তাহের শুরুতে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট জিওভান্নি মালাগো জানান, গুয়ার্দিওলার সঙ্গে তাদের আলাপ চলছে।

অবশ্য তাদের গুয়ার্দিওলাকে পাওয়ার ব্যাপারে একটা বড় 'কিন্তু' হলো, এই স্প্যানিশ কোচের 'উচ্চ বেতন।' তবে ম্যানচেস্টার সিটিতে দারুণ সফল ১০টি বছর কাটিয়ে এবারের গ্রীষ্মে বিদায় নেওয়া গুয়ার্দিওলাকে পেতে তাকে ওই অধিক বেতন দিতেও নাকি প্রস্তুত ছিল ইতালি। গত বৃহস্পতিবার ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (এফআইজিসি) টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পাওলো মালদিনি আবার জানান, প্রথমে তারা কার্লো আনচেলত্তিকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাজিলের কোচের পদেই থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আর এখন বিবিসির তথ্য মতে, গুয়ার্দিওলাও এফআইজিসিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আপাতত ছুটিতেই থাকতে চান, পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে চান। গণমাধ্যমের খবর মতে, এফআইজিসির বিবেচনায় আরও রয়েছেন আন্তোনিও কন্তে, যিনি ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ইতালির কোচ ছিলেন। সবশেষ নাপোলির দায়িত্ব পালন করেছেন ৫৬ বছর বয়সী এই ইতালিয়ান।

জার্মানির নতুন প্রধান কোচ ক্লপ

মিউনিখ, ২৪ জুলাই : বিশ্বকাপে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার পর জুলিয়ান নাগেলসম্যানের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে জার্মানি জাতীয় ফুটবল দলের নতুন প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে জার্মান ফুটবল ফেডারেশন জানায়, ক্লপ ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব নেওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে ক্লপ বলেন, 'জাতীয় দল আমাদের জার্মানদের যেভাবে এক সুতোয় বেঁধে রাখে, তা আর অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। আর এ বিষয়টিই এই দায়িত্বকে আমার কাছে এতটা বিশেষ করে তুলেছে।' জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার আলোচনা চলাকালে তিনি জানান, বিরতির পর তিনি এখন নতুন করে শক্তি অর্জন করেছেন। ২০২৪ সালে লিভারপুলের দায়িত্ব ছাড়ার পর কোচিং থেকে দূরে ছিলেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। জার্মানি জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়েই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন তিনি। সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের শুরুর মধ্যে মাত্র ১১ দিনে উয়েফা নেশন্স লিগে নেদারল্যান্ডস, গ্রিস ও সার্বিয়ার বিপক্ষে তিনটি ম্যাচ খেলবে জার্মানি।

সাময়িক প্রসঙ্গ শব্দসন্ধান

সূত্র :

পাশাপাশি ১) একত্রিত, জমিয়ে রাখা, সঞ্চয় ২) ঈশ্বর, আল্লাহ ৪) তোপ ৫) বারোমাসী এই ফল এ 'কার' লাগালেই শিল্পী হয়ে যাবে ৭) উপার্জন, আয়, অনুপস্থিতি ৯) বিয়ের সম্বন্ধ সৃষ্টির মাধ্যম এই ব্যক্তি ১২) হাওয়া, বায়ু ১৩) কমী, ঘাটতি, অভাব ১৫) কখন, কোন সময়, কবে ১৮) "—মজনু" প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল ১৯) পদাঘাত ২০) হত্যা, রক্ত। **উপরনীচ :** ১) জন্মদাতা, জানকীর পিতা ৩) রণবাদ্য ৪) কানাই, কৃষ্ণ ৬) উপশম, হাল্কা করা ৭) বায়স, ধূর্ত পক্ষী ৮) সমাপ্তি, শেষ, খতম ১০) খেয়াল, হুঁশ ১১) ডানা, পক্ষ ১২) স্বামী ১৪) নারী, রমণী ১৬) অট্টালিকা, ইমারত ১৭) হার, মাল্য।

গত সংখ্যার সমাধান

পাশাপাশি : ১) আগরতলা ৬) জটা ৭) বামা ৮) লাগসই ১০) প্রান্তর ১২) ফিরা ১৩) বান ১৫) দরজি ১৭) হীনবল ১৯) রত ২০) নারা ২১) জায়গা জমি। **উপরনীচ :** ২) গজদন্ত ৩) রটা ৪) লাফালাফি ৫) জামাই ৭) বাস ৯) গরাদ ১১) রবাব ১৪) নলরাজা ১৬) রসরাজ ১৭) হীরক ১৮) নত ২০) নাগা।

মাহতাবুর রহমান

টানা ব্যর্থতা কাটাতে ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তির শরণাপন্ন ইতালি

রোম, ২৪ জুলাই : ২০২৬ বিশ্বকাপে নরওয়ের কাছে হেরে ব্রাজিলের বিদায়ের পরও প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তির ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে সেলেসাওরা। ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ এই হেভিওয়েট কোচের দিকে এবার নজর পড়েছে টানা তিনবার বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থ হওয়া ইতালির। ডন কার্লোকে নিজেদের ডাগআউটে ফেরাতে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন ইতিমধ্যেই তার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। গত ২১ জুলাই ইতালি ফুটবল ফেডারেশনের (এফআইজিসি) সভাপতি জিওভান্নি মালাগো জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে ইতালির ব্যর্থতার পর গত এপ্রিলে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া জেন্নারো গাত্তুসোর উত্তরসূরি হিসেবে পেপ গার্দিওলার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি ফেডারেশনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব নেন ইতালির কিংবদন্তি পাউলো মালদিনি। তিনি জানালেন, গার্দিওলার পাশাপাশি বর্তমান ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তির সঙ্গেও তারা কথা বলেছেন। মালদিনি বলেন, 'ইতালির 'উচ্চাভিলাষী প্রকল্প', এর অংশ হিসেবে বিশ্বের সেরা কোচদের দিয়েই খোঁজ শুরু হয়েছে। তবে আলোচনা কতটা অগ্রসর হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানাননি তিনি। শুধু বলেছেন, দুই কোচের সামগ্রিক প্রাপ্যতা যাচাই করা হচ্ছে। সিরি আ'র সদর দফতরে এফআইজিসির সফর শেষে সাংবাদিকদের মালদিনি বলেন, 'গার্দিওলা? আমরা এখনই কিছু নিশ্চিত করতে পারছি না। আপনারা আমাদের একটি লক্ষ্য ঠিকই চিহ্নিত করেছেন, তবে আমরা আনচেলত্তির সঙ্গেও কথা বলেছি।'

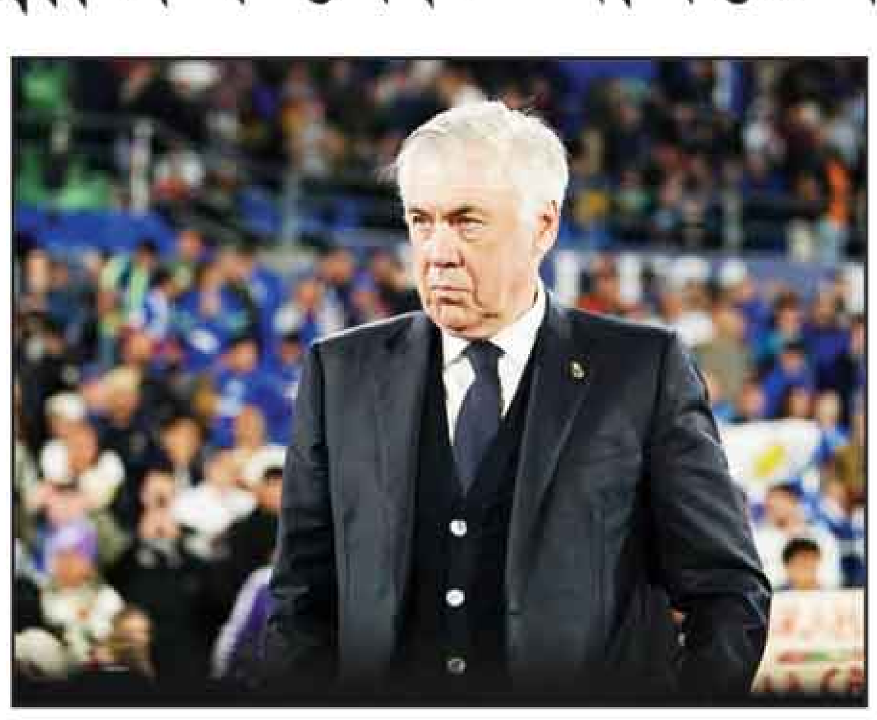

তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বের সেরাদের দিয়েই শুরু করা স্বাভাবিক ছিল। তবে তাদের সামগ্রিক প্রাপ্যতা যাচাই করতে হবে।' এ ছাড়া ইতালির কঠিন এই সময়ে নিজের দায়িত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে মালদিনি বলেন, 'আমি অনেক দায়িত্ব ও চাপ অনুভব করছি। এখানে একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প রয়েছে। ইতালি ডাকলে না বলা কঠিন। শুরুতে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকবে, তা পুরোপুরি জানতাম না। তবে পরিবর্তন আনার সুযোগ এবং সবার নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রেসিডেন্ট মালাগোর বোঝানোর ক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

তিনি আরও বলেন, 'লিওকে (লিওনার্দো আরাউজো, এফআইজিসিতে মালদিনির উপদেষ্টা) রাজি করাতে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আমাদের মূল্যবোধ এক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধও রয়েছে। বৈঠকে সিরি আ আমাদের প্রকল্পগুলোকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। আমার এই পদটি আগে ছিল না।'

ক্লাব ফুটবলে ইউরোপের শীর্ষ কয়েকটি ক্লাবে দারুণ সফল ক্যারিয়ার গড়েছেন আনচেলত্তি। ২০২৪ সালে রিয়াল মাদ্রিদকে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর মাধ্যমে ইতিহাসে প্রথম কোচ হিসেবে পাঁচবার এই প্রতিযোগিতার শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়েন তিনি। অন্যদিকে, গার্দিওলা ২০২৫-২৬ মৌসুম শেষে ১০ বছর পর ম্যানচেস্টার সিটির দায়িত্ব ছাড়েন। তার অধীনে সিটি ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ, তিনটি এফএ কাপ, পাঁচটি কারাবাও কাপ এবং ২০২৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতে। সিটিতে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সাবেক চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা।

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে আজ নামছে ভারত

হারারে, ২৪ জুলাই : নতুন অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বে প্রথম ম্যাচে জয়ের পর আত্মবিশ্বাসী ভারত দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে। এই ম্যাচে জিততে পারলেই তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে অপ্রতিরোধ্য লিড নিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করবে ভারত।

প্রথম টি-২০ ম্যাচে ভারত ৭ উইকেটের দাপুটে জয় তুলে নিয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এর আগে আয়ারল্যান্ডের কাছে ০-২ এবং ইংল্যান্ডের কাছে ০-৪ ব্যবধানে সিরিজ হারার পর এই জয় ভারতীয় দলের জন্য আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার বড় সুযোগ হয়ে এসেছে। ভারতের জয়ের নায়ক ছিলেন তরুণ ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী, যিনি মাত্র ১৯ বলে দুর্দান্ত অর্ধশতরান করেন। এছাড়া ঈশান কিশান ৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন এবং অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার অপরাজিত ২৮ রান করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন।

অন্যদিকে, ওপেনার অভিষেক শর্মা প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে বড় ইনিংস খেলতে মুখিয়ে থাকবেন। হারারের এই মাঠেই তিনি টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের প্রথম শতরান করেছিলেন। ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন পেসাররা। দীর্ঘ চোট কাটিয়ে ফেরা ময়াঙ্ক যাদব ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। প্রিন্স যাদবও ২৯ রানে ২ উইকেট নেন। অভিষেক ম্যাচে অভিষেক হওয়া অশোক শর্মা উইকেট না পেলেও নিজের গতির ছাপ রেখে গেছেন। ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ তরুণ বোলারদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট বলেই মনে করা হচ্ছে।

জিম্বাবোয়ে শুরুতেই ভারতের পেস আক্রমণের সামনে চাপে পড়ে যায়। পাওয়ারপ্লেতেই তিনটি উইকেট হারিয়ে তারা ২৬/৩ হয়ে পড়ে। এরপর কিছুটা লড়াই করলেও ৭ উইকেটে ১২৫ রানের বেশি তুলতে পারেনি, যা ভারতের জন্য সহজ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পরপর দুই দিনে সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ায় দুই দলকেই দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। ভারত যেখানে সিরিজ নিশ্চিত করতে চাইবে, সেখানে জিম্বাবোয়ে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে সর্বশক্তি দিয়ে লড়বে।

রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য-র হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়া।

অসমের ভূমিপুত্রের কাছে পরাস্ত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন !

গ্লাসগো, ২৪ জুলাই : এবার কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদকের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যেতে পারে। আশঙ্কার মধ্যেই গ্লাসগোয় খেলতে নেমেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। কিন্তু প্রথম দিনেই ভারতীয়দের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। প্রথমবার কমনওয়েলথে নেমেই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিলেন পুতুল সোনোয়াল। পিছিয়ে নেই ভারতে নারীশক্তিও। টাইব্রেকে গিয়ে ম্যাচ ছিনিয়ে এনেছেন রূপা রানি তিরকে এবং পিঙ্কি সিং।

কমনওয়েলথ গেমসের প্রথম দিনে ভারতীয় অ্যাথলিটরা নেমেছিলেন লন বোল ইভেন্টে। সেই ইভেন্টে প্রথম জয়টা এল ভারতের মেয়েদের হাত ধরে। মালটার বিরুদ্ধে উইমেন্স পেয়ার্স বিভাগে খেলতে নেমেছিল রূপা-পিঙ্কি জুটি। প্রথম সেট ৭-১ ব্যবধানে জিতে যান তাঁরা। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে ৪-৩ হারতে হয় ভারতকে। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। জিতে যান ভারতীয় জুটি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের কমনওয়েলথে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তাঁরা। এবারও পদকের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এই জুটি।

তারপর পুরুষদের সিঙ্গলস ইভেন্টে নামেন পুতুল। প্রথমবার কমনওয়েলথে নামা পুতুলের প্রতিপক্ষ ছিলেন ২০২৩ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কানাডার রায়ান বেস্টার। অতীতে কমনওয়েলথও পদক জিতেছেন তিনি। কিন্তু ধারেভারে এগিয়ে থাকা প্রতিপক্ষকে ৫-৪ হারিয়ে দেন প্রথম সেটে। দ্বিতীয় সেটে একপেশেভাবে হেরে যান পুতুল। তবে চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রেখে এগিয়ে যান অসমের এই ক্রীড়াবিদ। টাইব্রেকারে গিয়ে হারিয়ে দেন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের বার্মিংহামের আসরে এসেছিল ৬১টি পদক। টিম ইন্ডিয়া শেষ করেছিল চতুর্থ স্থানে। উপরে শুধু অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন এবং কানাডা। কিন্তু এবার ভারতীয় ক্রীড়া মহল আশঙ্কা করছে, ভারতের পদকের সংখ্যাটা রাতারাতি অর্ধেকের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। কারণ প্রতি বছর কমনওয়েলথ গেমসে যে ইভেন্টগুলি সোনার ফসল ফলায়, সেই ইভেন্টগুলিই এবার বাতিল হয়ে গিয়েছে। আসলে এ বছর কমনওয়েলথ গেমসে ইভেন্টের সংখ্যা ১৯ থেকে কমিয়ে ১০-এ নামিয়ে এনেছে। বাতিলের খাতায় চলে গিয়েছে ৯টি খেলা। যে খেলাগুলি বাদ গিয়েছে সেগুলিই ভারতের মূল শক্তির জায়গা। তার মধ্যেও স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখছেন পুতুল-রূপা-পিঙ্কিরা।

পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি ওঃ ইন্ডিজের তারকা পেসারের

ত্রিনিদাদ, ২৪ জুলাই : পাকিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্ট দলে জায়গা পাওয়ার নিজের নাম প্রত্যাহার করে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ফাস্ট বোলার আলজারি জোসেফ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামি।

টেস্ট সিরিজের আগে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘটনাকে দলের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে উল্লেখ করে ড্যারেন স্যামি বলেন, 'তাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে যেকোনো কারণেই হোক, তিনি খেলতে অস্বীকৃতি জানান। এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ আমার এখতিয়ারের বাইরে।' কোনো চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় এভাবে জাতীয় দলের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কি না, সেই সমস্যার সমাধান খোঁজার দায়িত্ব তিনি ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালকদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন আরো যোগ

করেন স্যামি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৪২টি টেস্ট খেলে ১৩০টি উইকেট নিয়েছেন জোসেফ। তিনি জাতীয় দলের হয়ে সব ফরম্যাটেই খেলেছেন। আলজারি জোসেফের মতো মূল পেসারের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও শেমার জোসেফ, কেমার রোচ এবং জেইডেন সিলসদের নিয়ে গড়া ক্যারিবীয় বোলিং আক্রমণের ওপর আস্থা রাখছেন প্রধান কোচ। পাকিস্তানকে মোকাবেলা করার মতো শক্তি ওয়েস্ট ইন্ডিজের আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে স্যামি বলেন, 'আমি আপনাদের এটুকু বলতে পারি যে, আমাদের এমন একটি বোলিং লাইন-আপ আছে। যারা ২০টি উইকেট নিতে পারে। টেস্ট ম্যাচ জেতার জন্য এটাই যথেষ্ট।' আগামী শনিবার থেকে তারুবায় প্রথম টেস্টে ঘরের মাঠের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ক্যারিবিয়রা। দ্বিতীয় টেস্টটি ২ আগস্ট থেকে পোর্ট অব স্পেনে অনুষ্ঠিত হবে।

এবার ভারতের মাটিতে অ্যাশেজ !

সিডনি, ২৪ জুলাই : ভারতের ক্রিকেট বাজারকে আরও বড় পরিসরে কাজে লাগাতে নতুন পরিকল্পনা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। বিগ ব্যাশ লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ ভারতে আয়োজনের পর এবার ঐতিহ্যবাহী অ্যাশেজ সিরিজের এক বা একাধিক টেস্টও ভারতের মাটিতে আয়োজন করতে চায় অসি বোর্ড।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চিফ এক্সিকিউটিভ টড গ্রিনবার্গ বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ভারতে অ্যাশেজ সিরিজের এক-দু'টি টেস্ট আয়োজন করা যায় কি না, তা আমরা খতিয়ে দেখছি। বোর্ড ডিরেক্টরদের অনুমোদন পেলে এ নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হবে। এখনই কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে ভবিষ্যতের জন্য সব সম্ভাবনাই খোলা রাখা হচ্ছে।' অর্থাৎ বিষয়টি এখনও প্রাথমিক আলোচনার স্তরে রয়েছে। তাই ২০২৭ সালের আগে এমন কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

গ্রিনবার্গের মতে, টেস্ট ক্রিকেট ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে খুবই শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তাই এই তিন দেশের সহযোগিতায় টেস্ট ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার সুযোগ রয়েছে। গ্রিনবার্গ বলেন, 'আমাদের, ইংল্যান্ড এবং ভারতের টেস্ট ক্রিকেট এখন বেশ শক্তিশালী। আমরা চাই টেস্ট ক্রিকেটের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকুক। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সময়। বছরে মাত্র ৩৬৫ দিন থাকে। আমরা যেভাবে ক্রিকেটের পরিকল্পনা করতে চাই, তাতে আরও এক-দু'মাস অতিরিক্ত সময় পাওয়া গেলে ভালো হত।'

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ওটামেন্ডির

বুয়েনস আয়ারস, ২৪ জুলাই : আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন নিকোলাস ওটামেন্ডি। আর্জেন্টিনার হয়ে আর খেলবেন না ৩৮ বছরের ডিফেন্ডার। বিশ্বকাপ ফাইনালের পরই ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক ফুটবলজীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন লিয়োনেল মেসির অন্যতম ঘনিষ্ঠ সতীর্থ। স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালই ওটামেন্ডির শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়ে থাকল। দেশের হয়ে মোট ১৩৯টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। সমাজমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ওটামেন্ডি লিখেছেন, 'জীবনের সবচেয়ে কঠিন কয়েকটা কথা লিখছি। একটা অধ্যায় শেষ করে

ফেলেছি। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি। ফাইনালের ফল আমাদের প্রত্যাশা মতো হয়নি। তা-ও মাথা উঁচু করেই বিদায় নিচ্ছি। আমাদের দলটা একদম শেষ পর্যন্ত নিজেদের সবটা দিয়ে লড়াই করেছে। এই স্বস্তিটা নিয়েই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ দেওয়ার জন্য আর্জেন্টিনাকে ধন্যবাদ।' পেশাদার ফুটবলজীবনে পোর্তো, ভ্যালেন্সিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, বেনফিকার মতো ক্লাবে খেলেছে ওটামেন্ডি। এখন খেলেন আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেটের হয়ে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ছাড়াও আর্জেন্টিনার একাধিক কোপা আমেরিকা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ওটামেন্ডির। গত বিশ্বকাপে ওটামেন্ডিকে মূলত পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি।

এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের একাধিক ভারত-পাক ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা

টোকিও, ২৪ জুলাই : ঘোষণা হয়ে গেল এশিয়ান কাপ ক্রিকেটের সূচির। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগ ধরলে এশিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় একাধিকবার ভারত-পাক ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও কোনও বিভাগেই সরাসরি ভারত-পাক ম্যাচ রাখা হয়নি। তবে দুই দল যদি নিজেদের শুরুর দিকের সহজ ম্যাচগুলি জেতে তাহলে খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি হতেই পারে।

আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, এশিয়ান গেমসের সব ম্যাচ হবে টি-২০ ফরম্যাটে। সবকটি ম্যাচকেই আইসিসি স্বীকৃত পূর্ণ আন্তর্জাতিক ম্যাচের তকমা দেওয়া হবে। সেই মতো ভারত তারুণ্যে ভরা দলও ঘোষণা করেছে। সব ম্যাচ হবে আইচি প্রদেশের কোরোগি অ্যাথলেটিক পার্কে। আগে মেয়েদের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হবে ১৭-২২ সেপ্টেম্বরে। ছেলেদের ম্যাচ হবে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত।

মেয়েদের ক্রিকেটে আটটি দল সুযোগ পাচ্ছে। এই বিভাগে সবকটি ম্যাচ হবে নকআউট ফরম্যাটে। অর্থাৎ সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে নামবেন হরমনপ্রীতরা। ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ জাপান। সেই ম্যাচে জয়ী দল খেলবে বাংলাদেশ-চিন ম্যাচের বিজয়ীর সঙ্গে। অপর দু'টি কোয়ার্টারে খেলবে শ্রীলঙ্কা-মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তান-থাইল্যান্ড। এই বিভাগে একমাত্র ফাইনালে উঠলেই ভারত-পাক মুখোমুখি হতে পারে। সেই ম্যাচ হবে ২২ সেপ্টেম্বর।

ছেলেদের ক্ষেত্রে ফরম্যাটটি একটু আলাদা। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ সরাসরি মূল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। বাকি ছটি দল খেলবে বাছাই পর্বে। এই ছয় দলে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে আফগানিস্তান, জাপান এবং নেপাল। গ্রুপ বি-তে রয়েছে হংকং, মালয়েশিয়া এবং ওমান। এই ছয় দলের মধ্যে চার দল মূল পর্বে উঠবে। সেখান থেকেই ঠিক হবে ভারত-সহ অন্য দেশগুলির প্রতিপক্ষ। ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে বা সেমিফাইনালে ভারত-পাক মহারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, চার বছর আগে ক্রিকেটের পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয় টিম ইন্ডিয়া।

ফিডের সভাপতিত্ব ছাড়লেন দভোরকোভিচ, দায়িত্বে আনন্দ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : এবার দাবার ছকেও ইউক্রেন যুদ্ধের ছায়া! ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার জেরে ফিডের বর্তমান সভাপতি আর্কাদি দভোরকোভিচ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব নিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাঁচবারের কিংবদন্তি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আনন্দ এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তাদের মিত্র দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। এটা ইইউ-র ২১তম নিষেধাজ্ঞা। এতে নতুন করে ৪৮ জন ব্যক্তি ও ১৭০টি সংস্থা-সহ মোট ২১৮ জনের নাম যুক্ত। যুদ্ধ শুরুর পর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় নিষেধাজ্ঞার তালিকা এটি। তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের সম্পত্তিও জব্দ করা হতে পারে। পাশাপাশি তাঁরা আর্থিক সহায়তা পাওয়া থেকে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন।

নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নাম আসার পর দভোরকোভিচ এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞা অবৈধ ও অন্যায়। তিনি আইনি পথে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার পাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেছেন। ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০১৮ সাল থেকে ফিডের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এই দভোরকোভিচ। ইইউ-র নিষেধাজ্ঞার জেরে আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার এখন অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্ব সামলাবেন আনন্দ।

নলবাড়িতে শুরু হল রাজ্য জুনিয়র ও সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স

সাময়িক প্রসঙ্গ, নলবাড়ি, ২৪ জুলাই : নলবাড়ির সরিয়াহাটলির জেলা ক্রীড়া প্রকল্পে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো ৪৭তম অসম রাজ্য জুনিয়র ও সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। তিনদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী তথা অসম অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত মল্ল বরুয়া, ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক, সংগঠক এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা।

উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যপাল বলেন, ক্রীড়া শুধু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নয়, এটি শৃঙ্খলা, একাগ্রতা, দলগত মানসিকতা, অধ্যবসায় এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম। তিনি নলবাড়িকে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ক্রীড়া চেতনার জেলা হিসেবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়ন্ত মল্ল বরুয়া জানান, এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ১,১৪০ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করছেন। এর মধ্যে ৭০৫ জন ছেলে এবং ৪৩৫ জন মেয়ে। এছাড়া ১২০ জন কারিগরি কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও সহযোগী কর্মীসহ মোট ১,৫৬২ জন এই ক্রীড়া মহোৎসবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

তিনি বলেন, অসমের প্রায় সব জেলার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং অসম পুলিশের দলও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। ফলে এটি রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। সফল আয়োজনের জন্য তিনি অসম অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন এবং নলবাড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অভিনন্দন জানান।

জেলা ক্রীড়া প্রকল্পে প্রতিষ্ঠিত 'অসম অ্যাথলেটিক্স অ্যাকাডেমি'-র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের চিহ্নিত করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হবে। তিনি জানান, স্টেডিয়ামের প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ অবকাঠামো, যার মধ্যে ইনডোর সুবিধা ও সুইমিং অবকাঠামো রয়েছে, ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এখন মূল গুরুত্ব দেওয়া হবে ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশে।

তিনি আরও বলেন, 'অসমে শক্তিশালী ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তুলতে অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের লক্ষ্য এমন ক্রীড়াবিদ তৈরি করা, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে অসমের নাম উজ্জ্বল করবে।' তিনি হিমা দাসের সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরে আরও আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলেট তৈরির ওপর জোর দেন।

অসম অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন ও নলবাড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা আগামী ২৬ জুলাই পর্যন্ত চলবে। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্টে ক্রীড়াবিদরা অংশ নেবেন। চলতি বছরে জেলা ক্রীড়া স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স উদ্বোধনের পর এটিই সেখানে অনুষ্ঠিত প্রথম বৃহৎ রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমারিয়াও উপস্থিত ছিলেন।

কমনওয়েলথ গেমসের শুরুতেই ধাক্কা ! ডোপ পরীক্ষায় বাদ দুই ভারতীয়

গ্লাসগো, ২৪ জুলাই : কমনওয়েলথ গেমস শুরু হতে না হতেই ডোপিং বিতর্কে জেরবার ভারত। ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের জুডো প্লেয়ার অরুণ কুমার প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পুরুষদের ৭৩ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল তাঁর। ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (নাডা) জানিয়েছে, অরুণের শরীরে অ্যানাবলিক স্টেরয়েড পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে নির্বাসনের নোটিস পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে নামও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কমনওয়েলথ গেমস থেকে।

এবারের কমনওয়েলথ গেমসের জুডো ইভেন্ট শুরু হবে ৩১ জুলাই। গ্লাসগোর উদ্দেশে ভারতীয় দলের রওনা হওয়ার কথা ২৭ জুলাই। এবারের ভারতীয় জুডো দল বেশ শক্তিশালী। প্রথমে ভারতীয় জুডো ফেডারেশন মোট ১৪ জন ভারতীয় প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করেছিল। সাতজন পুরুষ ও সাতজন মহিলা। অরুণ কুমার এবারের জুডোয় ভারতের অন্যতম ভরসা ছিলেন। গত বছর তাইপেতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ওপেনে সোনা জিতেছিলেন তিনি। ফলে তাঁর ছিটকে যাওয়াটা ভারতের বড় ক্ষতি। গতবার কমনওয়েলথে জুডোতে তিনটি পদক পেয়েছিলেন ভারতীয় জুডোকারা। তারমধ্যে ছিল দু'টি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ। গতবারের রুপোজয়ী মহিলা জুডোকা তুলিকা মান এবারও পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার।

শুধু জুডো নয়, ডোপিংয়ের নিয়ম ভাঙার জন্য ভারতের পুরুষ ভারোত্তোলক দিলবাগ সিংও প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। অ্যান্টিং ডোপিং নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে কমনওয়েলথে ভারতের 'কোটা'-ও কমে গিয়েছে। ষোলো থেকে তা কমে দাঁড়িয়েছে এগারোয়। ভারতীয় ভারোত্তোলক ফেডারেশন বারো সদস্যের দল পাঠিয়েছে কমনওয়েলথের জন্য। কিন্তু কোটা কমে যাওয়ায় তা দাঁড়িয়েছে এগারোয়।

এক বিবৃতিতে ফেডারেশন জানিয়েছে, 'গতকালই আমরা জানতে পেরেছি, কোটা কমে গিয়ে এগারো জনে দাঁড়িয়েছে। দিলবাগের পিঠের চোট ছিল। সেই কারণে বার্মিংহ্যামে প্রস্তুতি শিবিরে ও প্রশিক্ষণই নেয়নি।' কমনওয়েলথের আগে ডোপিংয়ের দায়ে পুরুষ ভারোত্তোলক এন অজিত, সাইরাজ পরদেশি এবং হরচরণ সিংকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া একই কারণে নিষিদ্ধ হয়েছেন মহিলা ভারোত্তোলক বংশিতা ভার্মাও। ভারতীয় ভারোত্তোলনে ডোপিং বরাবর একটা সমস্যা। এবার যা আরও প্রকট হল।

প্রথম দিনেই হাইলাকান্দির ঝলক

অসম আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্সে দুই স্বর্ণ, এক রৌপ্য

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২৪ জুলাই : ৪৭তম অসম আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর প্রথম দিনেই উজ্জ্বল সাফল্য অর্জন করল হাইলাকান্দি জেলা দল। উদ্বোধনী দিনের প্রতিযোগিতায় জেলার অ্যাথলিটরা দুইটি স্বর্ণপদক এবং একটি রৌপ্যপদক জয় করে জেলা ক্রীড়া মহলে উৎসাহ ও আনন্দের আবহ সৃষ্টি করেছেন।

অনূর্ধ্ব-২০ বালক বিভাগের ১০,০০০ মিটার রেস ওয়াক ইভেন্টে হাইলাকান্দির গৌতম কুমার দাস অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে স্বর্ণপদক জয় করেন। শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তিনি প্রতিযোগিতায় নিজের আধিপত্য বজায় রেখে প্রথম স্থান অধিকার করেন। একই ইভেন্টে জেলার আরেক প্রতিভাবান অ্যাথলিট দেবজিত দাসও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে রৌপ্যপদক জয় করেন।

একই ইভেন্টে হাইলাকান্দির দুই অ্যাথলিটের স্বর্ণ ও রৌপ্য জয় দলটির শক্তিশালী প্রস্তুতিরই প্রতিফলন বলে মনে করছেন ক্রীড়া মহল।

অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-২০ বালিকা বিভাগের ১০,০০০ মিটার রেস ওয়াক প্রতিযোগিতায় প্রিয়শী দাস দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে স্বর্ণপদক জয় করেন। তাঁর এই সাফল্যে প্রথম দিনের পদক তালিকায় হাইলাকান্দির অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়। একই দিনে তিন অ্যাথলিটের এই কৃতিত্ব জেলা দলের জন্য গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

প্রথম দিনের এই সাফল্যের পর জেলার ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে যথেষ্ট আশাবাদ দেখা দিয়েছে। চ্যাম্পিয়নশিপের এখনও একাধিক ইভেন্ট বাকি থাকায় হাইলাকান্দি দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকেও পদক জয়ের প্রত্যাশা করছেন ক্রীড়ানুরাগীরা।

জেলার এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডিএসএ)-এর সাধারণ সম্পাদক শৈবাল সেনগুপ্ত, অ্যাথলেটিক্স সম্পাদক শামিম উদ্দিন লস্কর এবং ডিএসএ-র অন্যান্য কর্মকর্তারা পদকজয়ী অ্যাথলিটদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি তাঁরা দলের কোচ, ম্যানেজার এবং সকল খেলোয়াড়ের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করে আগামী ইভেন্টগুলিতেও একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও সাফল্য অর্জনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

প্রথম দিনের এই সাফল্য হাইলাকান্দি জেলা অ্যাথলেটিক্সের জন্য নিঃসন্দেহে এক শুভ সূচনা। এখন সকলের নজর প্রতিযোগিতার পরবর্তী ইভেন্টগুলির দিকে। জেলার ক্রীড়াপ্রেমীদের আশা, এই সাফল্যের ধারা বজায় রেখে হাইলাকান্দির অ্যাথলিটরা আরও পদক জয় করে জেলার সম্মান বৃদ্ধি করবেন।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : **তৈমুর রাজা চৌধুরী**, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80